Contents

তাফসীর
ইব্‌ন
কাসীর
VOLUME - 17
মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্ন কাসীর

সপ্তদশ খন্ড

(সূরা ৪৯ ঃ হুজুরাত থেকে সূরা ৭৭ ঃ মুরসালাত)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

৫। চর্তুদশ খন্ড

৬। পঞ্চদশ খন্ড

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুন্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহ্‌ণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৪৯ ঃ হুজুরাত, মাদানী — ٤٩ – سورة الحجرات، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৮, রুকূ ২) — (اٰيَاتُهَا : ١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রনী হয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
২। হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেই রূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা; কারণ এতে তোমাদের কাজ নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।	٢. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ
৩। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু	٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ

عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ	**করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।**

আল্লাহ ও তাঁর নাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতে কারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। তাদের উচিত সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে থাকা। আরও উচিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه وَرَسُوله এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলনা।' (তাবারী ২২/২৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের কেহ কেহ বলত ঃ অমুক অমুক বিষয়ে কেন অহী নাযিল হচ্ছেনা, অমুক অমুক আমল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা উচিত ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এ ধরনের মনোভঙ্গি পছন্দ করেননি। (তাবারী ২২/২৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখ।

'আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং তিনি তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশের খবর রাখেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু

না করে। এ আয়াতটি আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় বলে বর্ণিত আছে।

আবূ মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিলেন, যেহেতু তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির হয়েছিলেন। তাদের একজন মুজাশিহ গোত্রের হাবিস ইব্ন আকরার (রাঃ) প্রতি সমর্থন করেন এবং অপরজন সমর্থন করেন অন্য একজনের প্রতি। বর্ণনাকারী নাফি' (রাঃ) এর তাঁর নাম মনে নেই। তখন আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনিতো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?' উত্তরে উমার (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনার এটা ভুল ধারণা।' এভাবে উভয়ের মধ্যে তর্কের ফলে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ 'এরপর উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, সাবিত ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি লোক বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আমি তাঁর সম্পর্কে খবর এনে দিচ্ছি।' অতঃপর লোকটি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে দেখেন যে, তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আপনার কি হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।' লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ হতে এক অতি বড় সুসংবাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) নিকট গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) কাছে গিয়ে বল ঃ 'আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ হতে لَا تَشْعُرُونَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট লোক। সুতরাং তিনি তখন বলেন ঃ 'আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উঁচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।' তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে অনুপস্থিত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোঁজ নিলে কাওমের কিছু লোক তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে তাঁর মাজলিসে না পেয়ে আপনার খোঁজ নিয়েছেন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলেছি, সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।' তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ খবর দেন।

তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না, বরং সে জান্নাতী।' আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'অতঃপর আমরা সাবিত ইব্‌ন কায়েসকে (রাঃ) জীবিত অবস্থায় চলাফিরা করতে দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি একজন জান্নাতী। অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন আমরা কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখি যে, সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন পরিহিত হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বলছেন ঃ 'সবচেয়ে খারাপ কাজ হল যা তোমরা শত্রুদের কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা তোমাদের সাথীদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত রেখে যেওনা।' এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।' (আহমাদ ৩/১৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, নাবীর সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলনা, বরং তাঁর সাথে অতি সম্মান ও আদবের সাথে কথা বলতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضًا

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা। (সূরা নূর. ২৪ ঃ ৬৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়ত এর কারণে কোন সময় নাবী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে ঃ

মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয় যে, এ কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের এত নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেন যে, ঐ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম। (ফাতহুল বারী ১১/৩১৪) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে স্বর নীচু করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কিতাবুয্ যুহুদে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, উমারের (রাঃ) নিকট লিখিতভাবে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা নেই এবং সে কোন অবাধ্যতামূলক কাজ করেওনা এবং আর এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ হতে সে দূরে থাকে, এদের মধ্যে কে বেশি উত্তম?' উত্তরে উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকে সেই বেশি উত্তম। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।	٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
৫। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাহলে তা'ই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গৃহের বাহির থেকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে নিন্দাবাদ

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রাম্য লোকগুলোর নিন্দা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঘরের পিছন হতে ডাকত যেখানে তাঁর স্ত্রীগণ থাকতেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর এ ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ হে নাবী! তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে ওটাই তাদের জন্য উত্তম হত। অতঃপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস আত তামিমীর

(রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'হে মুহাম্মাদ!' 'হে মুহাম্মাদ!' এভাবে নাম ধরে ডাক দেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে রাসূলুল্লাহ! কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব দিলেননা। তখন সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার প্রশংসা করা (অন্যের জন্য) মহামূল্যবান এবং আমার নিন্দা করা (অন্যের জন্য) তার লাঞ্ছনার কারণ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এরূপ সত্তাতো হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ।' (আহমাদ ৩/৪৮৮)

৬। হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ণ করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।	٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ
৭। তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী।	٧. وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ

هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ	
٨. فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	**৮। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**

পাপাচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর যাচাই করা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলল অথবা সে ভুল করে ফেলল এবং তার খবর অনুযায়ী মু'মিনরা কোন কাজ করল, এতে প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ করা হল। আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের অনুসরণ করা আলেমদের মতে হারাম। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তির রিওয়ায়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যার অবস্থা জানা নেই। কেননা হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি পাপাচারী।

রাসূলের সিদ্ধান্ত হল সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তোমাদের উচিত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মেনে চলা। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তিনি কখনই তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে চাননা। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও যতটা তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ যদি মুহাম্মাদ বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَـٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ

সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা মু‘মিনূন. ২৩ ঃ ৭১) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নি‘আমাত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবূ রিফাহ আয যুরাকী (রহঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ ‘তোমরা সোজাভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর গুণগান করব।’ তখন জনগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু‘আটি পাঠ করেন ঃ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اَللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَاسَطْتَّ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلاَ هَادِىَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلاَ مُبَاعِدَ

لِمَا قَرَّبْتَ ‘ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ‘ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لاَ يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ ‘ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَ مِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رَسُوْلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَبَ اِلَهَ الْحَقِّ

‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। আপনি যাকে প্রশস্ততা দান করেন তার কেহ সংকীর্ণতা আনয়ন করতে পারেনা, আর আপনি যাকে সংকীর্ণতা দেন তার কেহ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারেনা। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে কেহ দিতে পারেনা, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেহ বঞ্চিত করতে পারেনা। আপনি যাকে দূরে রাখেন তাকে কেহ কাছে আনতে পারেনা, আর আপনি যাকে কাছে আনেন তাকে কেহ দূরে রাখতে পারেনা। হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি আপনার বারাকাত, রাহমাত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ চিরস্থায়ী নি‘আমাত যাঞ্চা করছি যা কখনও শেষ হবেনা এবং নষ্টও হবেনা। হে আল্লাহ! দারিদ্রতা ও প্রয়োজনের দিন আমি আপনার নিকট নি‘আমাত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা দেননি এসবের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় আমাদের মৃত্যু

দিন, মুসলিম অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিত করুন। আমাদেরকে অপমানিত করবেননা এবং ফিতনায় ফেলবেননা। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বূদ!' (আহমাদ ৩/৪২৪) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তার 'আমাল আল ইয়াওম ওয়াল লাইল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/১৫৬)

মারফূ' হাদীসে রয়েছে ঃ 'যার কাছে সাওয়াবের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের কাজ মন্দ লাগে সে মু'মিন।' এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। সুপথ প্রাপ্তির হকদার ও পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯। মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।	٩. وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

১০। মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।	١٠. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুসলিমদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলিমদের দুই দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। **وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا** *মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।* পরস্পর বিবাদমান দু'টি দলকে আল্লাহ মু'মিনই বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, কোন মুসলিম যত বড়ই পাপ করুক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবেনা, যদিও খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে। নিম্নের হাদীসটিও এ আয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং হাসান ইব্ন আলীও (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। কখনও তিনি হাসানের (রাঃ) দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং কখনও জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেন ঃ 'আমার এ ছেলে (নাতী) নেতা এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিরাট দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৬১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তাঁরই মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ যদি একদল অন্য দলের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক।' বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সাহায্য করতে পারি অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে সাহায্য করা।' (ফাতহুল বারী ৫/১১৮)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, খেজুর গাছের ডাল-পালা নিয়ে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তর্কা-তর্কি করতে গিয়ে এক সময় হাতাহাতির রূপ নেয়। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৭/৫০০)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে যায়িদ। তিনি (তার স্ত্রী) তাঁর পিত্রালয়ে যেতে চান। কিন্তু তার স্বামী বাধা দেন এবং বলেন যে, তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন তার বাড়ীতে না আসে। স্ত্রী তখন তার পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়িদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে করে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। ঐ সময় তার স্বামী বাড়ীতে ছিলেননা। তার লোক তার চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়ে আসে এবং স্ত্রীর লোক ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মারামারি ও জুতা ছুঁড়াছুঁড়িও হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। (তাবারী ২২/২৯৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণ বিচারকরা পরম দয়ালু, মহিমান্বিত আল্লাহর সামনে মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণতার প্রতিদান।' (নাসাঈ ৫৯১৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' অর্থাৎ মু'মিনরা সবাই পরস্পর দীনী ভাই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে অন্যের প্রতি অবিচার করেনা এবং নিজের অংশও ভুলে যায়না। (ফাতহুল বারী ৫/১১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার (মু'মিন) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে ঃ যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাক/ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন।' (মুসলিম ৪/২০৯৪)

আরও একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'মুসলিমের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, দয়া-সহানুভূতি ও মিলা-মিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যখন কোন অঙ্গে পীঃড়া হয় তখন সম্পূর্ণ দেহ ঐ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৯) অন্য সহীহ হাদীসে আছে ঃ 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। আর সমস্ত কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এর ফলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের সাথেই আল্লাহর রাহমাত থাকে।

১১। হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন	١١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ

مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	**মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।**

একে অন্যকে হেয় না করা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হল সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। (মুসলিম ১/৯৩) আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও এটা হতে নিষেধ করছেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ্, ১০৪ ঃ ১) هُمَز হয় কাজ দ্বারা এবং لُمَز হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা।' যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ

এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করনা।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা। অর্থাৎ তার এমন নামকরণ করনা যা শুনতে সে অপছন্দ করে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালামাহ গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার প্রত্যেক লোকের দু'টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেহকেও যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলত ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/৪৬০, আবূ দাঊদ ৫/২৪৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।

১২। হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করনা এবং একে অপরের	١٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟

وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ	**পশ্চাতে নিন্দা করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চায়? বস্তুতঃ তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।**

অহেতুক সন্দেহ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া হতে, পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আমীরুল মু’মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ ‘তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখ হতে যে কথা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে।’ (দুররুল মানসুর ৬/৯৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করনা, একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করনা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করনা, একে অপরকে ঘৃনা করনা, একে অপর থেকে পৃথক থেকনা এবং হে আল্লাহর বান্দারা! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।’ (মুআত্তা ২/৯০৭, ফাতহুল বারী ১০/৪৯৯)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করনা, একে অপরের সাথে মিলা-মিশা পরিত্যাগ করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা

বলা ও মিলা-মিশা করা পরিত্যাগ করে।' (মুসলিম ৪/১৯৮৩, তিরমিযী ৬/৪৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُواْ তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করনা।

تَجَسُّس শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর تَحَسُّس এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছুর উপর। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন ঃ

يَـٰبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (সহোদর ভাইয়ের) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৮৭) আবার কখনও কখনও এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের উপর হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَبَا غَضُوْا وَلاَ تَدَا بَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّه اِخْوَانًا

তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলনা এবং তোমরা আল্লাহর বান্দারা সব ভাই ভাই হয়ে যাও। (ফাতহুল বারী ১০/৪৯৬)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, تَجَسُّس বলা হয় কোন বিষয়ে খোঁজ নেয়াকে। আর تَحَسُّس বলা হয় ঐ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে দেয়াকে যারা কেহকেও নিজেদের কথা গোপনে শোনাতে চায় এবং تَدَابُر বলা হয় একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গীবত করতে নিষেধ করছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'গীবত হল এই যে, তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে

অপছন্দ করে।’ আবার প্রশ্ন করা হয় ঃ ‘তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে?’ জবাবে তিনি বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, গীবততো এটাই। আর যদি বাস্তবে ঐ দোষ তার মধ্যে না থাকে তাহলে ওটাতো অপবাদ।’ (আবূ দাঊদ ৫/১৯১, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মোট কথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, শারীয়াতের যৌক্তিকতায় কারও এ ধরনের কথা আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং মঙ্গল কামনা করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ‘তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে?’ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে যেমন ঘৃণা বোধ কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশি ঘৃণা করা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে কোন কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে।’ আরও বলেন ঃ ‘খারাপ দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য সমীচীন নয়।’ (ফাতহুল বারী ৫/২৭৮) বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিনটি, এই মাসটি ও এই শহরটি।’ (ফাতহুল বারী ৩/৬৭০, মুসলিম ৩/১৩০৬, তিরমিযী ৮/৪৮১, আহমাদ ১/২৩০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের মাল, মান-সম্মান ও রক্ত হারাম (অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন করা হারাম)। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করবে।’ (আবূ দাঊদ ৫/১৯৫, তিরমিযী ৬/৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মায়িয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ব্যভিচার করেছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মায়িয (রাঃ) চারবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছ?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'জী, হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই করেছি।' রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন ঃ 'এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?' মায়িয (রাঃ) বললেন ঃ 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই পাপ হতে পবিত্র করবেন।' তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলে যেরূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং রশি কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ ঐভাবেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রজম করার অর্থাৎ অর্ধেক পুঁতে ফেলে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন ঃ 'এ লোকটিকে দেখ, আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লনা, ফলে কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ 'অমুক অমুক কোথায়? তারা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর।' তারা বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে (অর্থাৎ মায়িয (রাঃ)তো এখন জান্নাতের নদীতে সাঁতার কাটছে।' (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ৬/৫২৪)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলাম, এমন সময় মৃত পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি?' এটা হল ঐ লোকদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে।' (আহমাদ ৩/৩৫১)

গীবতকারীর তাওবাহ কিভাবে কবূলযোগ্য

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللَّهَ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।' অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়। তাওবাহকারীর তাওবাহ আল্লাহ কবূল করে থাকেন। যে তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন।

অধিকাংশ উলামা বলেন ঃ গীবতকারীর তাওবাহর পন্থা এই যে, সে ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনও ঐ পাপ করবেনা।

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা শর্ত নয়। কারণ হয়তো সে কোন খবরই রাখেনা। সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে তখন সে হয়তো দুঃখিত হবে। সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, যে মাজলিসে তার দোষ সে বর্ণনা করত সেই মাজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে। আর ঐ অন্যায় হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে। এটাই বিনিময় হয়ে যাবে।

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।	١٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

মানব জাতি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে

(আঃ) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি সমস্ত মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্রে ভাগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরাব شُعُوْب এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর কুরাইশ, গায়ের কুরাইশ, এরপর আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া এসবগুলি قَبَائِل এর মধ্যে পড়ে। কেহ কেহ বলেন যে, شُعُوْب দ্বারা অনারব এবং قَبَائِل দ্বারা আরাব দলগুলিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বানী ইসরাঈলকে اَسْبَاط বলা হয়েছে।

আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে দিয়েছি, যেগুলি আমি আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার্র এর (রহঃ) 'কিতাবুল ইশবাহ' হতে এবং 'কিতাবুল ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরাবী ওয়াল আজামী' হতে সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আদম (আঃ) যাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট। এখন যিনি যা কিছু ফাযীলাত লাভ করেছেন বা করবেন তা হবে দীনী কাজকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ভিত্তিতে। রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে গীবত করা হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান। জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। যেমন বলা হয় ঃ অমুকের পুত্র অমুক, অমুক গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/৩১২)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে সম্পর্কিত হত এবং হিজাযী আরাব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে সম্পর্কযুক্ত করত।

সম্মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে আল্লাহভীতির উপর

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (আল্লাহ তা'আলার নিকট বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্যের ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি)।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ ‘আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি।’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে আল্লাহর নাবী ছিলেন, আল্লাহর নাবীর তিনি পুত্র ছিলেন, তাঁর দাদাও ছিলেন নাবী এবং তাঁর দাদার পিতাতো ছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)।’ তাঁরা পুনরায় বললেন ঃ ‘আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি।’ তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে কি তোমরা আমাকে আরাবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ?’ তাঁরা জবাবে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ।’ তিনি তখন বললেন ঃ ‘অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/২১২, ৬/৪৭৭, ৪৮১; নাসাঈ ৬/৩৬৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেননা এবং তোমাদের ধন-মালের দিকেও দেখেননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।’ (মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি রুকনগুলি স্পর্শ করেন। অতঃপর মাসজিদে উষ্ট্রীটিকে বসানোর মত জায়গা ছিলনা বলে জনগণ তাঁকে হাতে হাতে নামিয়ে নেন এবং উষ্ট্রীটিকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন ঃ

‘হে লোকসকল! এখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। এখন দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষতো সৎ আমলকারী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আমলহীন এবং আল্লাহ তা‘আলার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।’ অতঃপর তিনি يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ এই

আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আমি এ কথা বলছি এবং আমি আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (ইব্ন আবী হুমাইদ ৭৯৩)

উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা তোমাদের জন্য কোন ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে আদমেরই (আঃ) সন্তান। তোমাদের কারও উপর কারও কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা শুধু তাকওয়ার কারণে রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ ভাষী, কৃপণ ও অকথ্য কথা উচ্চারণকারী।' মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন।' হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয়না। করুণা ও শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ফাযীলাত বা মর্যাদা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান তাকে বুযুর্গী দান করেন। সমস্ত বিষয়ের খবর তিনি রাখেন, কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলিকে দলীল রূপে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়। দীন ছাড়া অন্য কোন শর্তই ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

১৪। আরাব মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পন করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্মফল	١٤. قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَـٰلِكُمْ

شَيۡـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ	সামান্য পরিমানও কম করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
١٥. إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ	১৫। তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।
١٦. قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ	১৬। বল ঃ তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।
١٧. يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ	১৭। তারা মনে করে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল ঃ তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করনা। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের

لِلْإِيمَـٰنِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ	**ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।**
١٨. إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ	**১৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।**

মুসলিম ও ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

যেসব আরাব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই দাবী করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা ঈমান এনেছে এ কথা যেন না বলে। বরং যেন বলে যে, তারা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে এসেছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান হল ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। জিবরাঈল (আঃ) হতে বর্ণিত বিবরণটি হতেও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরাঈল আঃ) ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে উঠে যান। তারপর উঠে যান আরও খাস বা বিশিষ্টের দিকে।

আমীর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলো লোককে কিছু প্রদান করলেন এবং একটি লোককে কিছুই দিলেননা। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন

আর অমুককে দিলেননা, অথচ সে মু'মিন?' এ কথা তিনি তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'এবং (বল) সে মুসলিম।' এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার নিকট যে খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিইনা। এই ভয়ে দেই যে, (যাদেরকে প্রদান করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে এবং এর ফলে) উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' (আহমাদ ১/১৭৬) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ নিজ গ্রন্থে এটি তাখরিজ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৯৯, মুসলিম ১/১৩২) সুতরাং এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা গেল যে, ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট। আমরা এটাকে দলীল প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা মুনাফিক ছিলনা, তারা ছিল মুসলিম, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি। তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছার দাবী করেছিল যেখানে তারা আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যই তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তির। এটাকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবেনা।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ

এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا তারাই পূর্ণ মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং ঈমানের উপর অটল থাকে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুশির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন লোক যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে। তারা ঐ বেদুঈনদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ তোমরা তোমাদের ঈমান ও দীনের কথা আল্লাহকে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ এমনই যে, যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর নিকট গোপন নেই। যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে সবই তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم হে মুহাম্মাদ! যে সব আরাব বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছে তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা ইসলাম কবূল করেছ বলে আমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিওনা। তোমরা ইসলাম কবূল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে সাহায্য করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহর বড় অনুগ্রহ, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের শেষে আনসারগণকে বলেছিলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরাতো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। অতঃপর আমার দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন? তোমরাতো দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন?' তারা তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলতে থাকেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর এর চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহকারী।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা মুসলিম হয়েছি। আরাবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।' তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘এদের বোধশক্তি কম এবং তাদের মুখ দ্বারা শাইতানরা কথা বলছে।’ তখন ... يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (নাসাঈ **১১৫১৯**)

পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং বান্দাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁর বান্দাদের সমস্ত আমলের তিনি পূর্ণ খবর রাখেন।

সূরা হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫০ ঃ কা'ফ, মাক্কী

٥٠ – سورة ق ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৫, রুকূ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٤٥ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

মুফাসসাল সূরার শুরু

যেসব সূরাকে মুফাস্সাল সূরা বলা হয় ওগুলির মধ্যে সূরা কা'ফই প্রথম। তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলি সূরা হুজুরাত হতে শুরু হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলি সূরা নাজম (৭৮ নং) হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেহই এর উক্তিকারী নন। আউস (ইব্ন হুযাইফা) (রহঃ) বলেন ঃ আমি সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনারা কুরআন কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'আমাদের ভাগ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ৩টি সূরার একটি মনযিল, তারপর ৫টি সূরার এক মনযিল, এরপর ৭টি সূরার এক মনযিল, তারপর ৯টি সূরার এক মনযিল, অতঃপর ১১টি সূরার এক মনযিল এবং এরপর ১৩টি সূরার এক মনযিল আর শেষে মুফাসসাল সূরাগুলির এক মনযিল।' (আবূ দাঊদ ২/১১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৭, আহমাদ ৪/৯) সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট সূরা হচ্ছে আটচল্লিশটি। তারপর মুফাসসালের সমস্ত সূরার একটি মনযিল হল। আর এই মনযিলের প্রথমেই সূরা কা'ফ রয়েছে। নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম মনযিলের তিনটি সূরা হল ঃ সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা। দ্বিতীয় মনযিলের পাঁচটি সূরা হল ঃ সূরা মায়িদাহ, সূরা আনআ'ম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল এবং সূরা বারাআত (তাওবাহ)। তৃতীয় মনযিলের সাতটি সূরা হচ্ছে ঃ সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর এবং সূরা নাহল। চতুর্থ মনযিলের নয়টি সূরা হল ঃ সূরা সুবহান (ইসরা), সূরা কাহফ, সূরা মারইয়াম, সূরা তা-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হাজ্ব, সূরা মু'মিনূন, সূরা নূর এবং সূরা ফুরকান। পঞ্চম মনযিলের এগারটি সূরা হচ্ছে ঃ সূরা শুআ'রা, সূরা নামল, সূরা কাসাস, সূরা আনকাবূত, সূরা রূম, সূরা লোকমান, সূরা আলিফ-লাম-মীম-আস্সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির এবং সূরা ইয়াসীন। ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সূরা হল ঃ সূরা আস-সাফফাত, সূরা সা'দ, সূরা যুমার, সূরা গাফির, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ (ফুসসিলাত), সূরা শুরা, সূরা যুখরুফ,

সূরা দুখান, সূরা জাসিয়াহ, সূরা আহকাফ, সূরা কিতাল (মুহাম্মাদ), সূরা ফাতহ এবং সূরা হুজুরাত। তারপর শেষের মুফাসসাল সূরাগুলির মনযিল, যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং এটা সূরা কা'ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা বলেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

সূরা 'কাফ' এর মর্যাদা

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবূ ওয়াকিদ লাইসীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পড়তেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা কা'ফ এবং সূরা ইকতারাবাত (কামার) পাঠ করতেন।' (আহমাদ ৫/২১৭, মুসলিম ২/৬০৭, আবূ দাঊদ ১/৬৮৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ১৮৩; ইব্ন মাজাহ ১/৪০৮)

উম্মে হিশাম বিন্ত হারিসাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'দুই বছর অথবা এক বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের একটিই চুল্লী ছিল। আমি সূরা কা'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করেছিলাম। কেননা প্রত্যেক জুমু'আর দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়াতেন তখন এই সূরাটি তিনি তিলাওয়াত করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৫, আহমাদ ৬/৪৩৫)

ইমাম আবূ দাউদও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইব্ন নূমানের (রহঃ) মেয়ে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শুক্রবার খুতবা দেয়ার সময় যে সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন তা শুনে আমি সূরাটি মুখস্ত করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের রান্না করার একই চুল্লি ছিল। (মুসলিম ২/৫৯৫, আবূ দাউদ ১/৬৬০, নাসাঈ ৩/১০৭) মোট কথা, বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরাটি পাঠ করতেন। কেননা এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাস, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাফ, শপথ কুরআনের তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।	١. قٓ ۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ
২। কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে এবং বলে ঃ এটাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।	٢. بَلۡ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنۡهُمۡ فَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءٌ عَجِيبٌ
৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত!	٣. أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجۡعُۢ بَعِيدٌ
৪। আমিতো জানি, মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।	٤. قَدۡ عَلِمۡنَا مَا تَنقُصُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۡهُمۡ ۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظُۢ
৫। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান।	٥. بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ فَهُمۡ فِيٓ أَمۡرٍ مَّرِيجٍ

ق হুরূফে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলি সূরাসমূহের প্রথমে এসে থাকে। যেমন الم، ن، ص، طس، حم ইত্যাদি। আমরা এগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

অহী এবং বিচার দিবস সম্পর্কে কাফিরদের বিস্ময় বোধ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *শপথ প্রশংসিত কুরআনের।* আল্লাহ তা‘আলা ঐ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করে এ সূরাটি শুরু করেন। অন্যত্র তিনি কুরআন সম্পর্কে বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২)

صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১-২)

এই কসমের জবাব হল কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ নাবুওয়াত এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা হয়নি। এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সূরা সা’দ এর শুরুতে এটা বর্ণিত হয়েছে। এখানেও ঐরূপ হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলে ঃ এটাতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার! অর্থাৎ তারা এ দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ...

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলনা। আল্লাহ তা‘আলা মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসূল রূপে মনোনীত করেন। এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকেও বিস্ময়ের

দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছে ঃ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ আমরা যখন মরে যাব এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হবে, এরপরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তাতো আমি জানি। অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকেনা। আমার নিকট যে রক্ষিত পুস্তক রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তাদের গোশত, চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়। مَرِيْجٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং মিশ্রণ। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯)

৬। তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?	٦. أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ
৭। আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি	٧. وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا

فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ	পর্বতমালা এবং ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্ব প্রকার উদ্ভিদ -
٨. تَبۡصِرَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِكُلِّ عَبۡدٖ مُّنِيبٖ	৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।
٩. وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ مُّبَٰرَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّٰتٖ وَحَبَّ ٱلۡحَصِيدِ	৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও উদগত করি শস্য।
١٠. وَٱلنَّخۡلَ بَاسِقَٰتٖ لَّهَا طَلۡعٞ نَّضِيدٞ	১০। ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর -
١١. رِّزۡقٗا لِّلۡعِبَادِۖ وَأَحۡيَيۡنَا بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗاۚ كَذَٰلِكَ ٱلۡخُرُوجُ	১১। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ; আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

পুনরুত্থানের চেয়েও আল্লাহর সৃষ্টিসমূহে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ ওর চেয়েও নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেন ঃ তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ওর নির্মাণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল

নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র বা ফাটল নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ طِبَاقًا‌ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ‌ۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۬ ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۬

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩-৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলে-দুলে না পড়ে। কেননা যমীন চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদগত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِن كُلِّ شَىۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯) অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরও বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলি আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। এগুলি আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত ও শুষ্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত করি। ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। এভাবেই মৃতকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং পুনরুত্থান এভাবেই ঘটবে। মানুষতো এসব নিদর্শন দৈনন্দিন দেখছে। এরপরেও কি তাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরবেনা? তারা কি এখনো বিশ্বাস করবেনা যে, আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৯)

১২। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও সামুদ সম্প্রদায় -	١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَـٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ
১৩। আদ, ফির‘আউন ও লূত সম্প্রদায়।	١٣. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ
১৪। এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি	١٤. وَأَصْحَـٰبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

আপতিত হয়েছে।	
১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে?	١٥. أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

কুরাইশদেরকে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণগুলি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা মাক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন যা তাদের পূর্বে তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। যেমন নূহের (আঃ) কাওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আসহাবুর রাস্স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা ফুরকানের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর ছামূদ, 'আদ, ফির'আউন এবং লূতের (আঃ) সম্প্রদায়, যাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ যমীনকে আল্লাহ পঁচা কাদায় পরিণত করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ঔদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। আসহাবে আইকাহ দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে এবং কাওমু তুব্বা দ্বারা ইয়ামানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরা দুখানে তাদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। এসব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। তাই তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

নূহের (আঃ) কাওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫)

অথচ তাদের নিকটতো শুধু নূহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও আসতেন তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মাক্কাবাসী এবং অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবীকে

অস্বীকার করা পরিত্যাগ করা উচিত। নচেৎ হয়তো ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হবে।

নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় রূপ দেয়া সহজ

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে? প্রথমবার সৃষ্টি করা হতেতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلۡقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحۡىِ ٱلۡعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৭৯)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আদম-সন্তান আমাকে কটাক্ষ করে। সে বলে, আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেননা। অবশ্যই আমার কাছে প্রথমবার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করার চেয়ে মোটেই সহজ নয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১)

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রকৃতি তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা আমি জানি। আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।	١٦. وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥ ۖ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ

ٱلْوَرِيدِ	
١٧. إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ	১৭। স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা/ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে।
١٨. مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।
١٩. وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ	১৯। মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটা হতেই তোমরা অব্যাহিত চেয়ে আসছ।
٢٠. وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ	২০। আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ওটাই সেই ভয় প্রদর্শনের দিন।
٢١. وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ	২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সাথে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।
٢٢. لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ	২২। তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

আল্লাহ তা'আলা সকলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার উদ্রেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের অন্তরে যে ধারণা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় অথবা কাজে বাস্তবায়িত করে।' মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। অর্থাৎ তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণ। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহর ইল্‌ম বা জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে 'মিলন' ও 'একত্রিত হওয়া' অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তাঁর পবিত্র সত্তা বহু উর্ধ্বে রয়েছে এবং তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু শাব্দিক চাহিদা এটা নয়। কেননা এখানে وَانَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد এ কথা বলা হয়নি যে, 'আমি' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে, বরং বলা হয়েছে وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد 'আমরা' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটকারীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

'আমরা' তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৫) এর দ্বারাও মালাইকা/ফেরেশতাদের তার এরূপ নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

আমরা' যিক্‌র (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯) মালাইকা/ফেরেশতারাই কুরআন কারীমকে নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং এখানেও মালাইকার এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। এর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭) সুতরাং মানুষের উপর মালাইকারও প্রভাব থাকে এবং শাইতানেরও প্রভাব থাকে। শাইতান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফিরা

করে। যেমন আল্লাহর সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ দু’জন মালাক/ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২)

হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা মানুষের ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করেন। (তাবারী ২২/৩৪৫)

বিলাল ইব্‌ন হারিস আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় সাওয়াব বলে মনে করেনা, কিন্তু আল্লাহ ওরই কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে তেমন কোন বড় পাপ বলে মনে করেনা, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ৩/৪৬৯, তিরমিযী ৬/৬১০, নাসাঈ ২/৫৫৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩১২) আলকামা (রহঃ) বলেন ঃ ‘এ হাদীসটি আমাকে বহু কথা হতে বাঁচিয়ে দিয়েছে।’

‘মৃত্যু যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং হাশরের মাইদানে একত্রিত করা’ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ হে মানুষ! মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। ঐ সময় ঐ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছ। ঐ সময় তোমাকে বলা হবে ঃ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ

تَحِيدُ এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। এখন ওটা এসে গেছে। তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাবেনা। না তুমি এটাকে রোধ করতে পারবে, না পারবে এর সাথে মুকাবিলা করতে, আর না তোমার ব্যাপারে কারও কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক হতে ঘাম মুছতে মুছতে বলেন ঃ ‘সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯)

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ এর দু’টি অর্থ হতে পারে। একটি হল ঃ তুমি যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কিংবা দূরে থাকতে চেষ্টা করছ তা এখন তোমার কাছে এসে গেছে এবং তোমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ এ থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়ার কিংবা নির্বারিত করার সময় শেষ হয়ে গেছে।

সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন তার ঋণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু করল। পালাতে পালাতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন নিজের গর্তে প্রবেশ করল। যেহেতু যমীন সেখানেও ছিল সেহেতু ঐ যমীন তাকে বলল ঃ ‘ওরে খেঁকশিয়াল! তুই আমার ঋণ পরিশোধ কর।’ তখন সে সেখান হতে আবার পালাতে শুরু করল। অবশেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো।’ মোট কথা, ঐ খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে পালানোর রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও মৃত্যুর হাত হতে পালানোর রাস্তা বন্ধ। (তাবারানী ৭/২২২)

এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিরূপে শান্তি ও আরাম পেতে পারি, অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিবেন! সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। অর্থাৎ একজন মালাক তাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন। প্রকাশ্য আয়াততো এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২২/৩৪৭) ইয়াহইয়া ইব্ন রাফী বলেন ঃ উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ 'একজন চালক তাকে হাশরের মাইদানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং একজন সাক্ষী তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন।' (তাবারী ২২/৩৪৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর। এ কথা প্রত্যেককেই বলা হবে যে, 'তুমি এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণভাবে খুলে যাবে। কাফিরেরাও সেদিন সবকিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু তাদের জন্য তা কোন উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২)

২৩। তার সঙ্গী মালাক বলবে ঃ এইতো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।	٢٣. وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ

২৪। আদেশ করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে -	٢٤. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ
২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে -	٢٥. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ
২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।	٢٦. ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ
২৭। তার সহচর শাইতান বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।	٢٧. قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ
২৮। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার সামনে বাক-বিতন্ডা করনা; তোমাদেরকে আমিতো পূর্বেই সতর্ক করেছি।	٢٨. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ
২৯। আমার কথার রদ বদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা।	٢٩. مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

মালাইকার সাক্ষ্য প্রদান এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যে মালাক আদম সন্তানের আমলের উপর নিযুক্ত রয়েছে সে কিয়ামাতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে। সে বলবে ঃ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ এইতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত। এতে একটুও কম-বেশি করা হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের মধ্যে ফাইসালা করবেন। أَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবচনের রূপ। বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন উপরোক্ত দু’জন মালাক/ফেরেশতার প্রতি হবে। হাঁকিয়ে আনয়নকারী মালাক/ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্য পেশ করবেন এবং সাক্ষ্যদানকারী মালাইকা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিবেন ঃ

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ তোমরা দু’জন তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর। কত জঘন্য ঐ স্থান। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!

আল্লাহ তা‘আলা এরপর বলেন ঃ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, অপব্যয়কারী, সন্দেহ পোষণকারী, অসত্য ও কঠোর ভাষী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী লোককে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম স্বীয় ঘাড় উঁচু করে হাশরের মাইদানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলবে ঃ ‘আমি তিন প্রকারের লোকের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। (এক) উদ্ধত ও সত্যের বিরূদ্ধাচরণকারীর জন্য, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীর জন্য এবং (তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্য।’ অতঃপর জাহান্নাম এসব লোকদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরে ওর গর্ভে নিক্ষেপ করবে। (আহমাদ ৩/৪০)

আল্লাহর সম্মুখে মানুষ এবং শাইতানের বিতর্ক

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ তার সহচর অর্থাৎ শাইতান বলবে, رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ হে আমার রাব্ব! আমি

তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। বাতিলকে সে স্বয়ং গ্রহণ করেছিল। সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী শাইতানকে বলবেন ঃ

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করনা, কেননা আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, জেনে রেখ যে, **مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ** আমার কথার রদবদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করব।

৩০। সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব ঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে ঃ আরও আছে কি?	٣٠. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ
৩১। আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে - কোন দূরত্ব থাকবেনা।	٣١. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
৩২। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল - প্রত্যেক আল্লাহর অনুরাগী, হিফাযতকারীর জন্য।	٣٢. هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ
৩৩। যারা না দেখেই দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় -	٣٣. مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ
৩৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন।	٣٤. ٱدْخُلُوهَا بِسَلَـٰمٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ
৩৫। সেখানে তারা যা কামনা করবে তা'ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।	٣٥. لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

জান্নাত-জাহান্নাম এবং উহার অধিবাসীদের বর্ণনা

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ করবেন। কিয়ামাতের দিন যে সমস্ত দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে

ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?' উত্তরে জাহান্নাম বলবে ঃ 'যদি আরও কিছু পাপী বাকী থাকে তাহলে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিক্ষেপ করুন!' এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? সে উত্তরে বলবে ঃ আরও কিছু আছে কি? অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জাহান্নামের মুখে তাঁর পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে ঃ যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর জান্নাতে তখনও জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (আহমাদ ৩/২৩৪, মুসলিম ৪/২১৭৮, ২১৮৮)

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন হয়। জাহান্নাম বলে ঃ 'আমার কি হল যে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আর জান্নাত বলে ঃ 'আমার অবস্থা এই যে, যারা দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় সম্মানিত মনে করা হতনা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।' আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলেন ঃ 'তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই রাহমাত দান করব।' আর জাহান্নামকে তিনি বলবেন ঃ 'তুমি আমার শাস্তি। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব। তবে হ্যাঁ, তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।' তবে জাহান্নামতো পূর্ণ হবেনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পা ওতে রাখবেন। তখন সে বলবে ঃ 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' ঐ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত প্রান্ত পরস্পর মিলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের কারও প্রতি কোন যুল্ম করবেননা। আর জান্নাতে তখনো জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যা দূরে নয়। কেননা যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে করা হয়না। কাতাদাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতকে মু'মিনদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে। (তাবারী ২২/৩৬৩)

এবং غَيْرَ بَعِيد এর অর্থ হচ্ছে ইহা ঘটবে বিচার দিবসে, যা খুব দূরে নয়। নিশ্চয়ই সবাই ঐ দিনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হবে এবং এর মুকাবিলা করতে বাধ্য হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْب যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সাথে কোন শির্ক না করে কিয়ামাত দিবসে বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে ঃ শান্তির সাথে তোমরা ওতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ কর। হাদীসে আছে যে, ঐ ব্যক্তিও কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮) আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করবেন।

এটা অনন্তকালের জীবন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য, যেখানে কখনও মৃত্যু হবেনা, যেখান হতে কখনও বের করে দেয়ার কোন আশংকা থাকবেনা এবং স্থানান্তরও করা হবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا তাদের কাছে এনে উপস্থিত করা হবে যা তারা কামনা করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 'আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

'যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরও অধিক রয়েছে।' (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬)

সুহাইব ইব্ন সিনান আর রূমী (রহঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দর্শন। (মুসলিম ১/১৬৩)

৩৬। আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। পরে তাদের অন্য	٣٦. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَـٰدِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ

কোন আশ্রয়স্থল রইলনা।	
৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।	٣٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।	٣٨. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ
৩৯। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।	٣٩. فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ
৪০। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও।	٤٠. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ

কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং রাসূলকে (সাঃ) সালাত ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ এই কাফিরেরা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই

আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু ইমারাত তৈরী করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠে তারা দীর্ঘ সফর করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পৃথিবীতে সর্বত্র তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। (তাবারী ২২/৩৭১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তোমাদের চেয়েও অনেক দীর্ঘ সফর করত এবং জীবিকার জন্য তারা বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য ঘুরে বেড়াত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

هَلْ مِن مَّحِيصٍ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পালিয়ে বেড়ানো কিংবা অন্য কোথাও যাবার ঠিকানা কি তাদের রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যা সংগ্রহ করেছে তার প্রতিদান কি তারা পরিবর্তন করতে পারবে? না, কখনও না। তোমরা কোথাও তোমাদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবেনা। না পারবে তা এড়িয়ে যেতে, আর না পাবে কোন আশ্রয় স্থল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى এটা হল তোমাদের জন্য সতর্কীকরণ যাতে তোমরা সাবধান হও। لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ এই নাসীহাত তাদেরই জন্য যাদের বুঝার মত হৃদয় আছে। মুজাহিদ (রহঃ) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ এর অর্থ করেছেন ঃ সে মন দিয়ে শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং তা মেনে চলার উদ্যোগ নেয়। সে নিজে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেয়না, বরং যা বলা হয় তা কান দিয়ে শোনে। (তাবারী ২২/৩৭৩) যাহ্‌হাক (রহঃ) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ আরাবরা বলে থাকে যে, কেহ তার কথা কানে কান লাগিয়ে শুনেছে যখন তার অন্তরও সেখানে উপস্থিত ছিল। শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। কেননা এত বড় মাখলূককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃতকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা‘আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

আর ঐ সপ্তম দিনটি ছিল শনিবার। এ জন্য ঐ দিনকে তার ছুটির দিন বলে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? কারণ কোন ক্লান্তি, অবসন্নতা কিংবা ঘুম তাকে স্পর্শ করেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) আর যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ হে নাবী! তারা তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা বরং ধৈর্যধারণ কর, তাদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মি‘রাজের পূর্বে ফাজরের ও আসরের সালাত ফার্‌য ছিল এবং রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত ওয়াজিব থাকে। পরে তাঁর উম্মাতের উপর হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মি‘রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হয়, যেগুলির মধ্যে ফাজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই থাকে।

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমরা (একদা) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের

চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ 'তোমাদেরকে তোমাদের রবের সামনে হাযির করা হবে এবং তাঁকে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছেনা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতকে কখনও ত্যাগ করবেনা।' অতঃপর তিনি وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।' (আহমাদ ৪/৩৬৫, ফাতহুল বারী ৮/৪৬২, মুসলিম ১/৪৩৯, আবূ দাউদ ৫/৯৭, তিরমিযী ৭/২৬৫, নাসাঈ ৬/৪৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/৬৩) এছাড়া সুনানের লেখকগণও ইসমাঈলের (রহঃ) রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে আরও বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ রাতেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯)

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, أَدْبَارَ السُّجُودِ দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে সালাতের পরে তাসবীহ পাঠকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৩৮১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধনী লোকেরাতো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি'আমাত লাভ করে ফেলেছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কিরূপে?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমাদের মত তাঁরাও সালাত আদায় করেন ও সিয়াম পালন করেন। কিন্তু তাঁরা দান-খাইরাত করেন যা আমরা করতে পারিনা এবং তাঁরা গোলাম আযাদ করেন, আমরা তা করতে সমর্থ হইনা।' তিনি তখন তাদেরকে বললেন ঃ 'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে তোমরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হয়ে যাবে, তোমাদের উপর কেহই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে

পারবেনা। কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।' কিছু দিন পর তাঁরা আবার এলেন এবং বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও আমাদের এ আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।' (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), হাসান ইব্ন আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আবূ উমামাও (রহঃ) এ কথাই বলেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই উক্তি।

৪১। শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে -	٤١. وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ
৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই দিনই পুনরুত্থান দিন।	٤٢. يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ
৪৩। আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।	٤٣. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ
৪৪। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে, এই সমবেত সমাবেশ করণ আমার জন্য সহজ।	٤٤. يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

৪৫। তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।	٤٥. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

কিয়ামাতের বিভিন্ন আলামত বর্ণনার মাধ্যমে হুশিয়ারী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ হে মুহাম্মাদ, তুমি শোন! সেদিন (বিচার দিবসে) এক ঘোষণাকারী নিকটস্থ কোন স্থান থেকে সমবেত জনতাকে ডাক দিয়ে বলবে ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি ওতে প্রাণ দান করেছেন, যা তাঁর সৃষ্টি করার তুলনায় সহজ ছিল। তাঁর কাছেই সমস্ত সৃষ্টিকে ফিরে আসা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনি প্রত্যেকের কাজের ভাল-মন্দের উপর বিচার করে প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে মাখলূকের দেহ সৃষ্টি হতে থাকবে, যেমন মাটিতে পড়ে থাকা বীজ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত হয়। যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হবে তখন আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন। সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে। ইসরাফীলের (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলি আসমান ও যমীনের মাঝে উড়তে থাকবে। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ 'আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে যাবে। তখন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাবে এবং যেভাবে বিষক্রিয়া শিরায় শিরায় অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় সেইভাবে ঐ দেহের শিরা উপশিরায় অতিসত্বর রূহ চলে যাবে। শরীরে যেমন নিভৃতে বিষক্রিয়া ঘটে তেমনি সবার অগোচরে প্রতিটি আত্মা তার পূর্বের শরীরে প্রবেশ করবে। তাদের উপর পৃথিবী উম্মুক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলার সামনে দৌড়ে দৌড়ে এসে অতি আগ্রহে নত শিরে দাঁড়িয়ে যাবে এ উদ্দেশে যে, তিনি যা আদেশ করবেন তা যেন তৎক্ষণাৎ পালন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مُّهۡطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٌ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৫২)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সর্বপ্রথম আমার কাবরের যমীন ফেটে যাবে।' (মুসলিম ৪/১৭৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ এই সমবেত করণ আমার জন্য সহজ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

রাসূলকে (সাঃ) শান্ত্বনা প্রদান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ তারা যা বলে তা আমি জানি (এতে তুমি মন খারাপ করনা)। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ. وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ

আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭-৯৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পারনা এবং এরূপ করতে আদিষ্টও নও। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্বতো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) অন্যত্র আছে ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২)

অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে

আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।’ কাতাদাহ (রহঃ) দু‘আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَابَارُّ يَارَحِيْمُ

হে আল্লাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার নি‘আমাতের আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে অনুগ্রহশীল, হে করুণাময়! (কুরতুবী ১৭/২৯)

সূরা কা’ফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫১ ঃ যারিয়াত, মাক্কী
٥١ – سورة الذاريات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬০, রুকূ ৩) (اٰيَاتُهَا : ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,	١. وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا
২। শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের -	٢. فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا
৩। অতঃপর স্বচ্ছন্দ গতিময় নৌযানের,	٣. فَٱلْجَٰرِيَٰتِ يُسْرًا
৪। আর শপথ কর্মবন্টনকারী মালাক/ফেরেশতার।	٤. فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا
৫। তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।	٥. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
৬। কর্মফল দিন অবশ্যম্ভাবী।	٦. وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ
৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের!	٧. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ
৮। তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।	٨. إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ
৯। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে।	٩. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ
১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা।	١٠. قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ

১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন -	١١. ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي غَمۡرَةٖ سَاهُونَ
১২। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ কর্মফল দিন কবে হবে?	١٢. يَسۡـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلدِّينِ
১৩। (বল) সেই দিন, যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে আগুনে,	١٣. يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ
১৪। এবং বলা হবে। তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।	١٤. ذُوقُواْ فِتۡنَتَكُمۡ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسۡتَعۡجِلُونَ

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত করণ

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) একবার কুফায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণকে বলেন ঃ ‘তোমরা আমাকে আল্লাহর কুরআনের যে কোন আয়াত বা যে কোন হাদীস সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার, আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব।’ তখন ইব্ন কাওওয়া (রহঃ) দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ তা‘আলার وَالذَّارِيَات ذَرْوًا এই উক্তির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাতাস। সে জিজ্ঞেস করল ঃ حَامِلاَت এর অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এর অর্থ মেঘ। সে প্রশ্ন করল ঃ جَارِيَات এর ভাবার্থ কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ এর ভাবার্থ হল নৌযানসমূহ। সে জিজ্ঞেস করল ঃ مُقَسِّمَات এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হল মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী। (তাবারী ২২/৩৮৯-৩৯২, আবদুর রায্যাক ৩/৪১)

جَارِيَات এর অর্থ কেহ কেহ ঐ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলি আকাশে চলাফিরা করে। এই অর্থ ধরে নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। প্রথমে বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী,

যারা কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনও পাহারার কাজ করার জন্য নিচে নেমে আসেন। এ আয়াত সত্যায়ন করছে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে। এগুলির পরেই বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং কর্মফল দিন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের শপথ করেছেন যা সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। (তাবারী ২২/৩৯৫, ৩৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকেই حُبُك শব্দের এ অর্থই করেছেন। (তাবারী ২২/৩৯৬, ৩৯৭) যাহহাক (রহঃ), মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে প্রবাহিত বাতাসে যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলিতে যেন রাস্তা এলোমেলো হয়ে যায়। ওটাকেই حُبُك বলা হয়েছে।

এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশকে বুঝানো হয়েছে। আরও বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা ওর জাঁক-জমকপূর্ণ হওয়া, যেগুলির মধ্যে কতগুলি চলাচল করতে থাকে এবং কতগুলি স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুষমামণ্ডিত হওয়া, এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ।

মূর্তি পূজকদের পরস্পর বিরোধী দাবী

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ হে মুশরিকের দল! তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছ। কোন কিছুর উপর তোমরা একমত হতে পারনি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের কেহ কেহতো সত্য বলে বিশ্বাস করত এবং কেহ কেহ মিথ্যা মনে করত। (আবদুর রায্যাক ৪/২৪২) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই ওটা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এই অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট। তারা নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে

উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে লোপ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬১-১৬৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু সে'ই পথভ্রষ্ট হয় যে নিজেই পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর থেকে ঐ ব্যক্তিই দূর হয়ে যায় যাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ 'বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।' অর্থাৎ তারাই ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করত, যাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, যারা বলত ঃ আমাদের পুনরুত্থান ঘটবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ خَرَّاصُونَ এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাবাদী। অন্যত্র خَرَّاصُونَ অর্থে ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা পুনরায় জীবিত করা কিংবা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (তাবারী ২২/৪০০) এটি সূরা আবাসার একটি আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُتِلَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ১৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ। (তাবারী ২২/৩৯৯) মুআযও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন। এরা প্রতারক ও সন্দিহান। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ওরা হল তারা যারা সন্দেহ পোষণ করে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করছে। তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করে ঃ কর্মফল দিন কবে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ এটা হবে সেই দিন, যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সোনাকে আগুনে উত্তপ্ত করার মত তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ কথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে।

১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে।	١٥. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
১৬। উপভোগ করবে তা যা তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ।	١٦. ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ
১৭। তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়,	١٧. كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
১৮। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত,	١٨. وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
১৯। এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।	١٩. وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে -	٢٠. وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
২১। এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?	٢١. وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
২২। আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্কের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।	٢٢. وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

২৩। আকাশ ও পৃথিবীর রবের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক স্ফুর্তির মতই এ সব সত্য।	٢٣. فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন তারা ঝর্ণাবিশিষ্ট বাগানে অবস্থান করবে। তাদের অবস্থা হবে ঐ অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তির মধ্যে, শৃংখল/জিঞ্জীরের মধ্যে এবং আগুনের মধ্যে থাকবে। মু’মিনদের নিকট আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করত। আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমাতরাশি লাভ করবে। ইতোপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা ভাল কাজ করত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তি হচ্ছে ঃ তাদের উপর এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত হতনা যার কিছু অংশ তাঁরা আল্লাহর স্মরণে না কাটাতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যে মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ এমন রাত খুব কমই গত হত যখন তারা রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ইবাদাতের জন্য সময় ব্যয় করতেননা। (তাবারী ২২/৪০৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি থেকেও থাকে তাহলেও মাত্র কয়েকটি রাত তারা (শুরু থেকে ফজর পর্যন্ত) তাহাজ্জুদ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। (তাবারী ২২/৪০৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং আবুল আলিয়া (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ লোকগুলি মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝে কিছু নফল সালাত আদায় করতেন। (তাবারী ২২/৪০৭, ৪০৮) ইব্ন জারীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

প্রমুখ বলেন যে, তারা রাতের খুব কম সময়ই নিদ্রায় কাটাতেন। আর যখন ইবাদাতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেত। (তাবারী ২২/৪০৮, ৪০৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আল্লাহর শপথ! তাঁর মুখমন্ডলে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল তা ছিল ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রেখ, (মানুষকে) সালাম দিতে থাক এবং রাতে সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী ৭/১৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।' এ কথা শুনে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কাদের জন্য?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তাদের জন্য, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খাবার খেতে দেয় এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়।' (আহমাদ ২/১৭৩) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ 'তারা সালাত আদায় করে।' (তাবারী ২২/৪১৩) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'তারা রাতে (ইবাদাতে) দাঁড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ

সকালে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭) এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি সালাত আদায় করা অবস্থায় হয় তাহলে তা খুবই ভাল।

সহীহ হাদীসসমূহে সাহাবীগণের কয়েকটি রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ 'কোন তাওবাহকারী আছে কি? আমি তার তাওবাহ কবূল করব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন যাঞ্চাকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করব।' ফাজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপই বলতে থাকেন।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৫, ১১/১৩৩, ১৩/৪৭৩; মুসলিম ১/৫২১, ৫২৩, আবূ দাউদ ২/৭৭, ৫/১০১; তিরমিযী ৯/৪৭১, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫, নাসাঈ ৪/২৪)

অনেক তাফসীরকারক বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন ঃ

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯৮) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন যে, তাঁর এই ক্ষমা প্রার্থনা রাত্রির শেষ প্রহরেই ছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরা মানুষের হকের কথাও ভুলে যাননা। তাঁরা যাকাত আদায় করেন, জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন। তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদের (রহঃ) মতে মাহরূম বা বঞ্চিত হল ঐ ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই। (তাবারী ২২/৪১৪) অর্থাৎ বাইতুল মালে কোন অংশ নেই, আয়ের কোন উৎস নেই এবং কোন কর্মসংস্থানও নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, মাহরূম দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সহজভাবে আয় করার কোন ব্যবস্থা নেই যা দ্বারা তারা উপার্জন করে তাদের জীবন ধারণ করতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) ও কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ তারা মানুষের কাছে কোন কিছু চেয়ে বেড়ায়না। (তাবারী ২২/৪১৬) যুহরী (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু' এক গ্রাস খাবার বা দু' একটি খেজুর যাঞ্চা করে, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার ঐ পরিমাণ উপার্জন নেই যা তার প্রয়োজন মিটায় এবং তার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যে, মানুষ তার অভাবের কথা জানতে পেরে তাকে কিছু দান করে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯, নাসাঈ ৫/৮৫)

পৃথিবীতে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ধরিত্রীতে নিদর্শন রয়েছে।

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন রয়েছে। এগুলি মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র জীব-জন্তু ও গাছ-পালা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, মাঠ-মাইদানকে করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন প্রবাহিত। মানুষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের ভাষা, বর্ণ, আকৃতি, কামনা-বাসনা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন প্রকারের করেছেন। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি তাদের পাপ-সাওয়াব এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যেক অঙ্গ যেখানে যেমন উপযুক্ত সেখানে স্থাপন করেছেন। এ জন্যই এরপরেই বলেছেন ঃ 'তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের গ্রন্থিগুলির বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্যই। (কুরতুবী ১৭/৪০) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস অর্থাৎ বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ অর্থ করেছেন। (তাবারী ২২/৪২০) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেন ঃ

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামাত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি সবই সত্য। যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় তোমাদের কোন সন্দেহ থাকেনা, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ করা মোটেই উচিত নয়। মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন ঃ 'নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে রয়েছ।'

অনুবাদ	আয়াত
২৪। তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?	٢٤. هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ
২৫। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম। উত্তরে সে বলল ঃ সালাম। এরাতো অপরিচিত লোক!	٢٥. إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ
২৬। অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল।	٢٦. فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ
২৭। তাদের সামনে রাখল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছনা কেন?	٢٧. فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ
২৮। এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল ঃ ভীত হয়োনা। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।	٢٨. فَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ
২৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ঃ এই বৃদ্ধ বন্ধ্যার সন্তান হবে?	٢٩. فَأَقۡبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٖ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوزٌ عَقِيمٞ

٣٠. قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ	**৩০। তারা বলল ঃ তোমার রাব্ব এরূপই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।**

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির বর্ণনা

এ ঘটনাটি সূরা হূদ ও সূরা হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা মালাইকা/ফেরেশতা ছিলেন, যাঁরা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন।

মানবরূপী মালাইকা ইবরাহীমকে (আঃ) সালাম করেন। তিনিও সালামের জবাব দেন। দ্বিতীয় ঃ سَلَامٌ শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এজন্যই বলেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম (শব্দ) দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৬) খলীল (আঃ) উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেন। তাঁরা যে আসলে মালাইকা ছিলেন তা ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেন ঃ 'এরাতো অপরিচিত লোক।' মালাইকা/ফেরেশতারা ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) এবং ইসরাফীল (আঃ)। তাঁরা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তাঁদের চেহারায় মর্যাদা ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের খাদ্য তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন।

فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস আনয়ন করল। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬৯) তিনি ঐ গোশত তাঁদের নিকট রেখে দেন এবং বলেন ঃ 'দয়া করে আপনারা কি খাবেন?' এর দ্বারা আপ্যায়নের আদব জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এবং তাঁদের জন্য তিনি যে খাবার নিয়ে আসছেন এ কথা তাঁদেরকে না বলেই নিঃশব্দে তাঁদের নিকট হতে চলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে এলেন। তা ছিল অল্প বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত। এ খাদ্য

তাঁদের থেকে দূরে রেখে দিয়ে তিনি তাঁদেরকে 'খাবারের কাছে আসুন' এ কথা বললেননা। কেননা এতে এক ধরনের হুকুম হয়ে যাচ্ছে। বরং তিনি তাঁর সম্মানিত মেহমানদের কাছে খাদ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার স্বরে বলেন ঃ 'দয়া করে আপনারা কি খাবেন?' যেমন কোন ব্যক্তি কেহকেও বলে থাকে ঃ 'যদি আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে এ কাজটি করে দিতেন!' এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ

কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল; (এ দেখে) তারা বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭০-৭১) ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী এটা জেনে হেসেছিলেন যে, লুতের লোকদের ঘৃণ্য আচরণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কেননা সন্তানের জন্মগ্রহণ উভয়ের জন্যই খুশির বিষয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এ সুসংবাদ শুনে ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রীর মুখ দিয়ে জোরে শব্দ বেরিয়ে এলো এবং কপালে হাত মেরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বললেন ঃ 'যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম। এখন আমিও বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হব?' তাঁর এই কথা শুনে মালাইকা বললেন ঃ 'এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে দিচ্ছিনা। বরং মহামহিমান্বিত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিতো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আপনারা যে মহাসম্মান পাওয়ার যোগ্য এটা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাঁর ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি আপনাদেরকে সন্তান দান করবেন। তাঁর কোন কাজই প্রজ্ঞাশূন্য নয় এবং তাঁর কোন হুকুমও হিকমাতশূন্য হতে পারেনা।'

ষষ্ঠ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। সে (ইবরাহীম) বলল ঃ হে প্রেরিত মালাইকা! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?	٣١. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
৩২। তারা বলল ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	٣٢. قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৩৩। তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,	٣٣. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
৩৪। যা সীমা লংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার রবের নিকট হতে -	٣٤. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

৩৫। সেখানে যে সব মু’মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম	٣٥. فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
৩৬। এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পনকারী আমি পাইনি -	٣٦. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৩৭। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি,	٣٧. وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য মালাইকা প্রেরণ

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ. يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৪-৭৬)

আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ‘হে প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?’ মালাইকা জবাবে বলেন ঃ ‘আমাদেরকে এক

অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।' এই সম্প্রদায় দ্বারা তাঁরা লূতের (আঃ) সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন ঃ 'আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের জন্য আপনার রবের নিকট হতে চিহ্নিত।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ঐ পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঢেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূরা আনকাবূতে রয়েছে ঃ

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ

সে বলল ঃ এই জনপদেতো লূত রয়েছে। তারা বলল ঃ সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সেতো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩২) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এর দ্বারাও লূত (আঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনেনি। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মধ্যে ঐ লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে। তারা ঐ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যাদের বাসস্থানকে আমি করেছি দুর্গন্ধময় 'মৃত সাগর'।

৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।	٣٨. وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৩৯। তখন সে ক্ষমতা দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ	٣٩. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ

এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ।	أَوْ مَجْنُونٌ
৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম; সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য।	٤٠. فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায় যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু।	٤١. وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ
৪২। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।	٤٢. مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ
৪৩। আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল,	٤٣. وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ
৪৪। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।	٤٤. فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ
৪৫। তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ	٤٥. فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مِن قِيَامٍ

وَمَا كَانُوا۟ مُنتَصِرِينَ	করতেও পারলনা।
٤٦. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ	৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

ফির‘আউন, ‘আদ, ছামূদ এবং নূহের (আঃ) কাওমের ধ্বংস, মানবতার জন্য শিক্ষণীয় সতর্ক বাণী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ লূতের (আঃ) কাওমের পরিণাম দেখে মানুষ যেমন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফির‘আউন ও তার লোকদের ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের কাছে আমার নাবী মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের নেতা অহংকারী ফির‘আউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আমার ফরমান হতে বেপরোয়া হয়।

ثَانِيَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৯) আল্লাহর এই শত্রু স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে তাঁর ফরমানের অসম্মান করে। মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল। সুতরাং এই অহংকারী, পাপী, কাফির এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তার লোক লশকরসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ নিদর্শন রয়েছে আ’দের ঘটনায়, যখন আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। (তাবারী ২২/৪৩৪)

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ওটা ছিল দক্ষিণা বায়ু। (তাবারী ২২/৪৩৩) সহীহ হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে পূবালী বায়ু দ্বারা

সাহায্য করা হয়েছে, আর 'আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।' (ফাতহুল বারী ২/৬০৪, মুসলিম ২/৬১৭) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।'

তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা শাস্তির লক্ষণ দেখতে ছিল। অবশেষে চতুর্থ দিন খুব ভোরে অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়। এতটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, পালানোর চেষ্টা করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

ফির'আউন, 'আদ, ছামূদ এবং নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনাবলী ইতোপূর্বে কয়েকটি সূরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই	٤٧. وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ

মহাসম্প্রসারণকারী,	وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
৪৮। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা।	٤٨. وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَـٰهِدُونَ
৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	٤٩. وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
৫০। আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সতর্ককারী।	٥٠. فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করনা; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী	٥١. وَلَا تَجْعَلُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

আল্লাহর একাত্মবাদের প্রমাণ রয়েছে পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন সৃষ্টিতে

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আরও বহু তাফসীরকার এ কথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। (তাবারী ২২/৪৩৮) আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্য বিছানা বানিয়েছি। আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা। সমস্ত মাখলূককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিন ও রাত, সূর্য ও চন্দ্র, পানি ও স্থল, আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, জান্নাত ও জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা যেন জেনে নাও যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি শরীক বিহীন ও একক। সুতরাং তোমরা তাঁর দিকে দৌড়ে যাও এবং তাঁরই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নাবীতো তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা’বূদ স্থির করনা।

৫২। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ!	٥٢. كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
৫৩। তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়	٥٣. أَتَوَاصَوْاْ بِهِۦ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
৫৪। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবেনা।	٥٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ
৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু’মিনদের উপকারে আসবে।	٥٥. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।	٥٦. وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
৫৭। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে।	٥٧. مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ
৫৮। আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।	٥٨. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ
৫৯। যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।	٥٩. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ
৬০। কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।	٦٠. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ

প্রত্যেক নাবী/রাসূলের কাওমই দীনের প্রতি তাঁদের আহ্বানকে অস্বীকার করেছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ হে নাবী! এই কাফিরেরা যা

বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিরেরাও নিজ নিজ যুগের রাসূলদেরকে এ কথাই বলেছিল। কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে, যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গেছে। সত্য কথাতো এটাই যে, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই। সুতরাং তুমি এদের কথা চোখ বুঁজে সহ্য করে যাও। তুমি তাদের এসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করতে থাক।

তবে হ্যাঁ, দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিওনা। আল্লাহ পাকের বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে থাক। যাদের অন্তরে ঈমান কবূল করে নেয়ার তাওফীক রয়েছে তারা একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমি দানব ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে। তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মা'বূদ মেনে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ *আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।*

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিম্নরূপ পাঠ করিয়েছেন ঃ إِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ নিশ্চয়ই আমি রিয্কদাতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রবল পরাক্রান্ত। (আহমাদ ১/৪১৮) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবূ দাঊদ ৪/২৯০, তিরমিযী ৮/২৬১, নাসাঈ ৬/৪৬৯)

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর

সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলূক সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তাঁর পূর্ণ মুখাপেক্ষী। তারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র। তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত কর, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করবনা।' (আহমাদ ২/৩৫৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে, সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিফল হিসাবে শাস্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। শাস্তি তরান্বিত করার জন্য তাদের বলতে হবেনা। কারণ ওটা তাদের নিকট আসবেই।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ *কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।* অতএব আফসোস তাদের জন্য যারা ওকে (কিয়ামাত দিবসকে) অস্বীকার করেছিল, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল।

সূরা যারিয়াত -এর তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ৫২ ঃ তূর, মাক্কী
٥٢ – سورة الطور، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৯, রুকূ ২) (اَيَاتُهَا : ٤٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাগরিবের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সূরা তূর পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম কিরআতকারী লোক আমি একজনও দেখিনি।' (মুয়াত্তা ১/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্য রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে মালিকের নামও উল্লেখ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, মুসলিম ১/৩৩৮)

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'হাজ্জের সময় আমি অসুস্থা হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি এ কথা বললে তিনি আমাকে বলেন ঃ 'তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে জনগণের পিছনে পিছনে তাওয়াফ করে নাও।' সুতরাং আমি সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ করলাম। ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের এক পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّورِ ، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ তূর পর্বতের,	١. وَٱلطُّورِ
২। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে -	٢. وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ
৩। উন্মুক্ত পত্রে।	٣. فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ
৪। শপথ বায়তুল মা'মুরের,	٤. وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ
৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,	٥. وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।	٦. وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ
৭। তোমার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,	٧. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌ
৮। এর রোধ করার কেহ নেই।	٨. مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍ
৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে -	٩. يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا
১০। এবং পর্বত চলবে দ্রুত।	١٠. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا
১১। দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের -	١١. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।	١٢. ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
১৩। যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,	١٣. يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا
১৪। বলা হবে ঃ এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে,	١٤. هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
১৫। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা?	١٥. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

١٦. ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ	**১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।**

আল্লাহ তা'আলার সাবধান বাণী, কিয়ামাত অতি নিকটে

আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শনগুলির শপথ করে বলেন ঃ তাঁর শাস্তি অবশ্যই আসবে। যখন তাঁর শাস্তি আসবে তখন কারও ক্ষমতা নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারে।

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে ঐ পাহাড়কে 'তূর' বলে। যেমন ঐ পাহাড়টি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং যেখান হতে ঈসার (আঃ) নাবুওয়াত শুরু হয়েছিল। আর যে পাহাড়ে গাছপালা থাকেনা ঐ পাহাড়কে 'জাবাল' বলা হয়। ওটাকে 'তূর' বলা হয়না।

كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'লাওহে মাহফূয' বা রক্ষিত ফলক। অথবা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো হয়েছে যেগুলি মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ فِي رَقٍّ مَّنشُوْرٍ 'উন্মুক্ত পত্রে'।

'বাইতুল মা'মূর' এর ব্যাপারে মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মূরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশে প্রবেশ করে তারা আর কখনো দ্বিতীয়বার ওখানে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৫০) ভূ-পৃষ্ঠে যেমন কা'বা ঘরের তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বাইতুল মা'মূর হল মালাইকার তাওয়াফ ও ইবাদাতের জায়গা।' ঐ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা'মূরের সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখেন। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু

ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই তা নির্মিত হয়েছে সেই হেতু সেখানেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখতে পান। এই বাইতুল মা'মূরের মর্যাদা কা'বা ঘরের সম মর্যাদা সম্পন্ন। প্রতিটি আকাশে এমনি একটি করে ইবাদাতের ঘর রয়েছে যেখানে ঐ আকাশের মালাইকা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে থাকেন। প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বাইতুল ইয্যাত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ 'সমুন্নত ছাদ' দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আহওয়াস (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি খালিদ ইব্ন আরারাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আকাশ। সুফিয়ান শাওরী আরও বলেন যে, অতঃপর আলী (রাঃ) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩২) (তাবারী ২২/৪৫৭, ৪৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ), ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

بَحْرِ مَسْجُوْرِ বা উদ্বেলিত সমুদ্র দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে রয়েছে। অধিকাংশ বলেন যে, এর দ্বারা সাধারণ সমুদ্র উদ্দেশ্য।

এটাকে بَحْرِ مَسْجُوْرِ বলার কারণ এই যে, কিয়ামাতের দিন এতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ

এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ৬) যখন তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত এলাকাকে ঘিরে ফেলবে, বলেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) থেকে। (তাবারী ২২/৪৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, مَسْجُورِ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ সমুদ্র। মুজাহিদ (রহঃ) এ অর্থটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন যে, সমুদ্রকে এখনো প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। তাই এটা এখনো পরিপূর্ণ।

যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী কেহই হবেনা।

হাফিয আবূ বাকর ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, জাফর ইব্‌ন যায়িদ আল আবদী (রহঃ) বলেছেন যে, একদা রাতে উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা দেখার উদ্দেশে বের হন। একজনের বাড়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি শুনতে পান যে, লোকটি রাতের সালাত আদায় করছেন এবং সূরা তূর পাঠ করছেন। লোকটি যখন পড়তে পড়তে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ 'কা'বার রবের শপথ! এ প্রতিশ্রুতি সত্য।' অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তার উপর এমন ক্রিয়াশীল হল যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকেন। জনগণ তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তিনি কি রোগে ভুগছেন তা তারা জানতে পারতনা। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আবূ উবায়িদ (রহঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের অংশে বর্ণনা করেছেন যে, একদা উমার (রাঃ) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তাঁর অন্তরে এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাকে দেখতে আসতে থাকে।

কিয়ামাত ও বিচার দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, আকাশ ফেটে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ঘুরতে শুরু করবে। যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার আদেশে পৃথিবী ঘুরতে থাকবে এবং একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্‌ন জারীর এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।

কারণ مَوْرًا অর্থে ঘূর্ণন ও প্রকম্পনকেই বুঝায়। আর পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে। ওগুলি ধুনো তূলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে। এভাবে ওটার কোন নাম ও নিশানা থাকবেনা।

ঐ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ, যারা দীনী আমলের পরিবর্তে অসার কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে। আল্লাহর শাস্তি, মালাইকার প্রহার এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যই হবে যারা দুনিয়াদারীতে মগ্ন ছিল। যারা দীনকে খেল-তামাশা রূপে নির্ধারণ করে নিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সেই দিন তাদের ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ২২/৪৬৪, দুররুল মানসুর ৭/৬৩১) জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে বলবেন ঃ 'এটা ঐ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' তারপর আরও ধমকের সুরে বলা হবে ঃ 'এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? যাও, তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমরা এখন ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। কোন ক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবেনা। এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যুল্ম নয়, বরং তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

১৭। মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ করবে বিলাস।	١٧. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ
১৮। তাদের রাব্ব তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে।	١٨. فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
১৯। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।	١٩. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

২০। তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে।	٢٠. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ

সৌভাগ্যবানদের বাসস্থানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা ঐ সব শাস্তি হতে রক্ষা পাবে যে সব শাস্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের ভোগ্যবস্তু, নানা প্রকারের সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল ভাল সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নি'আমাতরাশি প্রস্তুত রয়েছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং যা কেহ কখনো কল্পনাও করেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّصْفُوفَةٍ অর্থাৎ তাদের একের মুখ অপরের মুখের দিকে থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ

তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৪) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হূরের সঙ্গে। অর্থাৎ আমি তাদের জন্য রাখব উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে আয়ত-লোচনা হুরদের মধ্য হতে। এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

২১। এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান- সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।	٢١. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِىٍٕ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
২২। আমি তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে।	٢٢. وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
২৩। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা।	٢٣. يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
২৪। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা সেখানে তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে।	٢٤. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

২৫। তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখি জিজ্ঞসাবাদ করবে -	٢٥. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
২৬। এবং বলবে ঃ পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম -	٢٦. قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
২৭। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন,	٢٧. فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ
২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।	٢٨. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ

মু'মিনদের কম আমলপূর্ণ সন্তানদেরকে সম পর্যায়ে উন্নীত করণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযল ও কাওম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মু'মিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু যদি সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের পাশে দেখতে পেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও পূর্বসূরীদেরকে পাশে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে। মু'মিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন। এই বিষয়ের একটি মারফূ' হাদীসও আছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবেনা তখন তারা আরয করবে ঃ 'হে

আল্লাহ! তারা কোথায়?' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'তারা তোমাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি।' তারা তখন বলবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমরাতো নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য সৎ আমল করেছিলাম!' তখন মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরকেও তাদের সমমর্যাদায় পৌঁছে দেয়া হবে।

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যে সব সন্তান ঈমান এনেছে তাদেরকেতো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শা'বী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঐ দুই সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা জাহিলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তারা দু'জন জাহান্নামে রয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুঃখিতা হতে দেখে বলেন ঃ 'তুমি যদি তাঁদের বাসস্থান দেখতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে।' খাদীজা (রাঃ) পুনরায় বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়?' জবাবে তিনি বলেন ঃ 'জান্নাতে।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই মু'মিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ ... এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/১৩৫) অনেক বিজ্ঞজনের মতে এটি একটি দুর্বল হাদীস। এ হল পিতাদের আমলের বারাকাতে পুত্রদের মর্যাদার বর্ণনা। এখন পুত্রদের দু'আর বারাকাতে পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়ার কারণ কি?' আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ 'তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।' (আহমাদ ২/৫০৯) এ হাদীসটি ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

তবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ শব্দগুলিসহ এভাবে বর্ণিত হয়নি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। (এক) সাদাকাহয়ে জারিয়াহ। (দুই) দীনী ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে।' (মুসলিম ৩/১২৫৫)

পাপীদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার করবেন

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মু'মিনদের সন্তানেরা কম আমলকারী হলেও তাদের আমলের বারাকাতে তাদের সন্তানদের মর্যাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন করা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কেহকেও অন্য কারও আমলের কারণে পাকড়াও করা হবেনা, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর চাপানো হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ. فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ. عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৩৮-৪১)

জান্নাতীদের জন্য সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দ উল্লসিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ তারা কেহ একে অপরকে অভিশাপ দেয়না এবং নিজেরাও পাপ করেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ এখানে বর্তমান দুনিয়ায় মদ জাতীয় পানীয় পান করার পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শাইতান এ ব্যাপারে তাদেরকে প্ররোচিত ও

সাহায্য করে থাকে। দুনিয়ার মদ পান করার ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে পরকালের মদ সম্পূর্ণ মুক্ত। (তাবারী ২২/৪৭৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পর জান্নাতীদের যে মদ পান করার ব্যবস্থা করবেন তা হবে সব ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত যেমন মাথা ধরা, পেটের পীড়া, মাতাল হওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তারা অসার ও অর্থহীন কথা বলবেনা কিংবা অন্যকে কষ্ট দিবেনা। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জান্নাতের মদ দেখতে হবে যেমন সুন্দর তেমনি তার স্বাদও হবে অতুলনীয়। যেমন তিনি বলেন ঃ যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৬-৪৭) অন্যত্র বলেন ঃ

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৯)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৭-১৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তারা একে অপরের দিকে ফিরে বাক্য বিনিময় করবে। অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে ঃ পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। আজকের দিনের শাস্তি সম্পর্কে আমরা সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। পূর্বেও আমরা তাঁকেই আহ্বান করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবূল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উম্মাদও নও।	٢٩. فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ
৩০। তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।	٣٠. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ
৩১। বল ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।	٣١. قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ
৩২। তাহলে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?	٣٢. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
৩৩। তারা কি বলে ঃ এই কুরআন তার নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী।	٣٣. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ
৩৪। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এই সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।	٣٤. فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ

রাসূলের (সাঃ) প্রতি কাফিরদের বিভিন্ন দোষারোপের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর রিসালাত তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছাতে থাকেন। সাথে সাথে দুষ্ট লোকেরা তাঁকে যে كَاهِنٍ 'কাহিন' হওয়ার দোষে দোষী করছে

তা হতে তাঁকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। কাহিন বা গণক ঐ ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জিন কোন খবর পৌঁছে থাকে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ হে নাবী! তুমি উপদেশ দান করতে থাক। তোমার রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।

এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইন্তিকাল করলে কেইবা তাঁর মত হবে এবং কেইবা তাঁর দীন রক্ষা করবে? তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর দীন বিদায় গ্রহণ করবে।' তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। ভাল পরিণাম এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার তা দুনিয়া শীঘ্রই জানতে পারবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ মাক্কার কুরাইশরা দারুন নাদওয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর তাদের একজন বলল ঃ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে জেলে আটকে রাখা হোক। অতঃপর অপেক্ষা করতে থাক, যখন তাকে কোন দৈব দুর্বিপাক এসে মেরে ফেলবে, যেমনটি ঘটেছিল কবি যুহাইর এবং নাবিগাহ -এর ব্যাপারে। তারাওতো তাঁরই মত কবি ছিল। তাদের এ ধরনের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ *তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।* (তাবারী ২২/৪৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا তাহলে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

হিংসা ও শত্রুতার কারণেই তারা জেনে শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারতো তা নয়। আসলে তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বের করছে। তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক! এই কাফির কুরাইশরা শুধু নয়, বরং যদি তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত জিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আনতে পারবেনা।

৩৫। তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?	٣٥. أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ
৩৬। না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারাতো অবিশ্বাসী	٣٦. أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ
৩৭। তোমার রবের ভান্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?	٣٧. أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ
৩৮। না কি তাদের কোন সিড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।	٣٨. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৩৯। তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?	٣٩. أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ

৪০। তাহলে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে?	٤٠. أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?	٤١. أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
৪২। অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।	٤٢. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ
৪৩। না কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।	٤٣. أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তাওহীদের সাব্যস্ত করণ এবং মূর্তি পূজকদের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাবূবিয়্যাত ও তাওহীদে উলূহিয়্যাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ তারা কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? প্রকৃতপক্ষে এ দু'টির কোনটাই নয়। বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। পূর্বে তারা কিছুই ছিলনা। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনি। যখন তিনি أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে যাবার উপক্রম হয়।' (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, ৬/১৯৪, ৭/৩৭৫, ৮/৪৬৯;; মুসলিম ৩/৩৩৮, ৩৩৯) এই যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত

হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। এই আয়াতগুলির শ্রবণই তাঁর ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। এটা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের অবিশ্বাস হতে বিরত থাকছেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ আল্লাহ তা‘আলার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কি তাদের হাতে আছে, না তারা সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক? তারাই সারা মাখলূকের রক্ষক? না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা। তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ উঁচু আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি তাদের কাছে আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল পেশ করুক! কিন্তু না, তারা কোন দলীল পেশ করতে পারবেনা, তারা কোন সত্য পথের অনুসারী নয়।

এটাও তাদের একটা বড় অন্যায় কথা যে, তারা বলে ঃ মালাইকা আল্লাহর কন্যা (নাঊযুবিল্লাহ)। এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যে কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ তা‘আলার জন্য! তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ ঐ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার জন্য! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের ইবাদাতও করছে! তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেন ঃ তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! তাহলে কি তুমি তোমার দা‘ওয়াতী কাজের উপর তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা তাদের উপর ভারী মনে হচ্ছে? না কি অদৃশ্য বিষয়ে

তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? আসলে এই লোকগুলো আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মু'মিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কাফিরদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? কেন তারা আল্লাহর ইবাদাতে মূর্তি/প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট। তারা যাকে শরীক স্থির করে তিনি তা হতে পবিত্র।

৪৪। তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে ঃ এটাতো এক পূঞ্জীভুত মেঘ।	٤٤. وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا۟ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ
৪৫। তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।	٤٥. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ
৪৬। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবেনা।	٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
৪৭। এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।	٤٧. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৪৮। ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর -	٤٨. وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَا ۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাতে ও তারকার অস্ত গমনের পর।	٤٩. وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ

মূর্তি পূজকদের হঠকারিতা এবং তাদের শাস্তি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের ঔদ্ধত্য, জিদ ও হঠকারিতা এত বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবেনা। তারা যদি দেখতে পায় যে, আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবেনা। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, যা পানি বর্ষানোর জন্য আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। কিয়ামাতের দিন তারা নিজেরাই জানতে পারবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা। আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, ঐ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। এমন কেহ হবেনা যে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তারা তাদের পক্ষ থেকে কোন ওযরও পেশ করতে পারবেনা।

তাদেরকে যে শুধু কিয়ামাতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্য ওর পূর্বে দুনিয়ায়ও শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২১) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। অর্থাৎ তারা যে দুনিয়ায়ও ধৃত হবে তা তারা জানেনা। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। কোন কোন হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত। উটকে কেন বাধা হয় এবং বন্ধনমুক্ত করা হয় তা যেমন উট জানেনা বা বুঝেনা, অনুরূপভাবে মুনাফিককে কেন রোগাক্রান্ত করা হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানেনা।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহর প্রশংসা করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا হে নাবী! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের দুর্ব্যবহারে ও কষ্ট প্রদানে মনঃক্ষুণ্ণ হয়োনা। তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার তুমি মোটেই ভয় করনা। জেনে রেখ যে, তুমি আমার হিফাযাতে রয়েছ। আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ তুমি তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। হাদীসে এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করেই পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য, আপনার নাম কল্যাণ ও বারাকাতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।' (মুসলিম ১/২৯৯, আহমাদ ৩/৫০, আবূ দাঊদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, ৫০; নাসাঈ ২/১৩১, ইব্ন মাজাহ ১/২৬৪, ২৬৫)

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জেগে নিম্নের কালেমাটি পাঠ করে, তারপর সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে এবং উযূ করে সালাত আদায় করে তাহলে ঐ সালাতও কবূল করা হয়।' (আহমাদ ৫/৩১৩, ফাতহুল বারী ৩/৪৭, আবূ দাঊদ ৫/৩০৫, তিরমিযী ৯/৩৫৯, নাসাঈ ৬/২১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১২৭৬)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيْر. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه.

'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই ও প্রশংসাও তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপ কাজ হতে ফিরার ও সৎ কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।' এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাঞ্চা করুক, আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে থাকেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার হুকুম প্রত্যেক মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। আবুল আহওয়াস (রহঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেহ কোন মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার নিম্নলিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিত ঃ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। (কুরতুবী ১৭/৭৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মাজলিসে বসে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে, অতঃপর ঐ মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে ঐ মাজলিসে যা কিছু (ভুল-ত্রুটি) হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।' (তিরমিযী ৯/৩৯২, নাসাঈ ৬/১০৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়ায়াত করার পর বলেন যে, এর সনদ ইমাম মুসলিমের (রহঃ) শর্তের উপর রয়েছে। (হাকিম ১/৫৩৬) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে অর্থাৎ সালাতের মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তাঁর ইবাদাত ও যিক্র্ করতে থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'তারকার অস্ত গমনের পর' দ্বারা ফাজরের ফার্য সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। তারকা যখন অস্তমিত হবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন এই দুই রাকআত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৩৭৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক'আত সালাতের চেয়ে অন্য কোন নফল সালাতের বেশি পাবন্দী করতেননা। (ফাতহুল বারী ৩/৫৫, মুসলিম ১/৫০১)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ফাজরের ফার্য সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত সারা দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।' (মুসলিম ১/৫০১)

সূরা তূর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সাজদাহ করা বিষয়ে নাযিলকৃত প্রথম সূরা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয় তা হল এই আন্‌ নাজম সূরা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর পিছনে যত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সাজদাহ করেন। শুধু একটি লোক তার মুঠোর মধ্যে মাটি নিয়ে ওরই উপর সাজদাহ করে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'পরে আমি দেখেছি যে, ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থায়ই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিল উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০) আবদুল্লাহর (রাঃ) বরাতে আবূ ইসহাকের (রহঃ) মাধ্যমে ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) ভিন্ন বর্ণনা ধারায় এটি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/৬৪১, ৬৪৩, ৭/২০২, ৩৪৮; মুসলিম ১/৪০৫, আবূ দাঊদ ২/১২২, নাসাঈ ২/১৬০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় অস্তমিত,	١. وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ
২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,	٢. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ
৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা।	٣. وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ
৪। এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।	٤. إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡىٌ يُوحَىٰ

আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের (সাঃ) সত্যায়ন

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই শপথ করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারও শপথ করতে পারেনা।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফাজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৪৯৫) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ তারকা যা ঝরে গিয়ে শাইতানের দিকে ধাবিত হয়। এই আয়াতটি হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ. وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَٰبٍ مَّكۡنُونٍ. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের! অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৭৫-৮০)

তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়াব, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তিনি সত্যের অনুসারী। তিনি অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভুল পথে পরিচালিত নন বা জেনে শুনে কোন বক্র পথের পথিক নন। পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহুদী, যারা সত্য জানার পরেও তা গোপন রাখে এবং মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের মত চরিত্র তাঁর নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইল্ম অনুযায়ী তাঁর আমল, তাঁর পথ সোজা ও সরল।

রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন মানব জাতির জন্য রাহমাত, তিনি তাঁর খেয়াল খুশি মত কথা বলেননি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى তাঁর কোন কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে হয়না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে বিষয়ের দা'ওয়াতের হুকুম করেন তা'ই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে বের করেন।

সেখান হতে যা কিছু বলা হয় সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম-বেশি করা হতে তাঁর কালাম পবিত্র।

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘নাবী নয় এ রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা দু’টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র জান্নাতে যাবে। গোত্র দু’টি হল রাবীআহ ও মুযার।’ তাঁর এ কথা শুনে একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাবীআহ কি মুযার গোত্রের উপগোত্র নয়?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘আমিতো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি।’ (আহমাদ ৫/২৫৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বলল ঃ ‘তুমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনছ তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনিতো একজন মানুষ। তিনি কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন।’ আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাকে বললেন ঃ ‘তুমি আমার কথাগুলি লিখতে থাক। আল্লাহর শপথ! আমার মুখ থেকে যা বের হয় তা সত্য।’ (আহমাদ ২/১৬২, আবূ দাঊদ ৪/৬০)

৫। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী -	٥. عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ
৬। প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল,	٦. ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ
৭। তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে।	٧. وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ
৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।	٨. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম।	٩. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
১০। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার	١٠. فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ

তা অহী করলেন।	أَوْحَىٰ
১১। যা সে দেখেছে তার অন্তঃ-করণ তা অস্বীকার করেনি।	١١. مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ
১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?	١٢. أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।	١٣. وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
১৪। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট,	١٤. عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ
১৫। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।	١٥. عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ
১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,	١٦. إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
১৭। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।	١٧. مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
১৮। সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।	١٨. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

বিশ্বাসী মালাইকা বিশ্বাসী রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী বহন করে নিয়ে আসতেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মালাক) দ্বারা। তিনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ. مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি (জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী, মন্তব্য করেছেন মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ)। (তাবারী ২২/৪৯৯, কুরতুবী ১৭/৮৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ-সবলের জন্য হারাম।' (আবূ দাঊদ ২/২৮৬, নাসাঈ ৫/৯৯) এখানে مِرَّةٍ শব্দ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَوَى 'সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।' হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ২২/৫০১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, যেখান হতে সকাল হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে জায়গা থেকে দিনের শুরু হয়। (তাবারী ১৭/৮৮) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যতবার চেয়েছেন ততবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর সঠিক আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শ'টি পালক ছিল। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। ওগুলি হতে এত পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল যে, তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন।' (আহমাদ ১/৩৯৫,৪১২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'আপনি এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস পূর্ব দিক হতে উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর মুখের লালা মুছিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৩২২)

‘দুই ধনুকের চেয়েও কম/বেশি দূরত্ব’ বলার ভাবার্থ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ‘অতঃপর সে (জিবরাঈল আঃ) তার (মুহাম্মাদ সঃ -এর) নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন ধনুকের শরকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা হয় এমন দুই ধনুক দূরত্ব। (তাবারী ২২/৫০৩, আবদুর রায্যাক ৩/২৫০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪) অর্থাৎ তাদের হৃদয় পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থায়ই নয়, বরং শক্ততে পাথরের চেয়েও বেশী। অন্যত্র আছে ঃ

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে কমতো ছিলই না, বরং প্রকৃতপক্ষে ওর চেয়ে বেশীই ছিল। সুতরাং او এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের জন্য এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে খবর সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারেনা। এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবূ যার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলিও আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আনয়ন করছি।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শ'টি পাখা ছিল।' (তাবারী ২২/৫০৩)

তালক ইব্‌ন গান্নাম (রহঃ) বলেন যে, যায়িদাহ (রহঃ) বলেন, আশ শাইবানী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি যিরকে (রহঃ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, তার ছয়শ'টি ডানা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى 'তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।' এর ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নাযিল করলেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কাছে জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে অহী নাযিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ঐ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলি ঃ

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি? (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ৬) এবং

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৪) অর্থাৎ 'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?' এবং 'আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।' (কুরতুবী ১৭/৫২) অন্য কেহ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী করেন ঃ 'নাবীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ কর এবং অন্য উম্মাতদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তোমার উম্মাত তাতে প্রবেশ করে।'

রাসূল (সাঃ) কি মি'রাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا .مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى يَرَى *সে যা দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?* এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিবরাঈলকে (আঃ) দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মি'রাজের রাত্রির ঘটনা। মি'রাজের হাদীসগুলি বিস্তারিতভাবে সূরা বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু'বার দেখেছেন। (মুসলিম ১/১৫৮) সিমাকও (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করে করেছেন। (তাবারী ২২/৫০৭) এ ছাড়া আবূ সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু'বার দেখেছেন। (তাবারী ২২/৫০৮)

বর্ণিত আছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর মহিমান্বিত রাব্বকে দেখেছেন?' উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ তাহলে لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? তিনি বললেন ঃ তুমি কোথায় রয়েছ? জেনে রেখ যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলে ঃ (১) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে (২) যে বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর কোন অংশ গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে এবং (৩) যে বলে যে, তিনি ঐ পাঁচটি বিষয় জানতেন যা একমাত্র আল্লাহ জানেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

এরপর তিনি বললেন ঃ 'তবে হ্যাঁ, তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার তিনি দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহায় এবং অন্যবার দেখেছেন মাক্কার 'আযইয়াদ' এ। যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন তার ছয়শ' ডানা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে ছিল।' (তিরমিযী ৯/১৬৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিভাবে দেখব, তিনিতো নূর। (মুসলিম ১/১৬১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি শুধু একটি আলো দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى *নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান*। এটা হল ঐ ঘটনা যখন জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁকে সাথে করে মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। মি'রাজের ব্যাপারে 'সূরা ইসরা' এর প্রাথমিক আয়াতগুলির তাফসীরে আমরা বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে ওগুলির পুনঃবর্ণনা নিস্প্রয়োজন।

ইমাম আহমাদ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলেছেন ঃ আমি জিবরাইলকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর ছয়শ'তটি পাখা রয়েছে এবং পাখার পালক থেকে বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা ও পদ্মরাগ ঝরে পড়ছিল। (আহমাদ ১/৪৬০) এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন, যার ছয়শ'তটি ডানা ছিল এবং প্রতিটি ডানা দিগন্ত রেখাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। প্রতিটি ডানা থেকে এত পরিমান মূল্যবান

মনি-মুক্তা ঝড়ে পড়ছিল যার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। (আহমাদ ১/৩৫৫) এ হাদীসটিও উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরাইলকে (আঃ) ছয়শত ডানাসহ দেখতে পেয়েছি।

হাদীসটি বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, আসীমকে (রহঃ) জিরবাঈলের (আঃ) ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর বিস্তারিত জবাব দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তার সাথীদের কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তার এক একটি ডানা যেন পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। (আহমাদ ১/৪০৭) এ হাদীসটির বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাইল (আঃ) যখন আমার কাছে আসেন তখন তার ডানায় সবুজ রংয়ের মুক্তা ঝুলছিল। এ হাদীসের বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) আমীর (রহ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মাসরুক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছেন? আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে। নিম্নের তিনটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়েও যদি তোমাকে কেহ কিছু বলে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। যে বলবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ

কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫১)

অতঃপর তিনি বলেন, যে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, আগামীকাল কি হবে তাহলে সে মিথ্যা বলে। তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

আয়িশা (রাঃ) অতঃপর বলেন ঃ যে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করেছেন তার কিছু কিছু তিনি গোপন রেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। (আহমাদ ৬/৪৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশার (রাঃ) সামনে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ

সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ২৩) ' তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আয়াতগুলি সম্পর্কে আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'এর দ্বারা আমার জিবরাঈলকে (আঃ) দর্শন বুঝানো হয়েছে।' তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশ্বস্ত মালাককে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছিলেন যে, ঐ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাঁকা জায়গা তাঁর দেহে পূর্ণ ছিল।' (আহমাদ ৬/২৪১, ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/৩৫৯)

আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ আমিতো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ তিনিতো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাঁকে দেখতে পারি?' (মুসলিম) আহমাদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করব তা আমার বোধগম্য হয়না।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'আমি নূর দেখেছিলাম।

মালাইকা, নূর ইত্যাদি দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহা পরিপূর্ণ

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যমীন হতে যে জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে। তারপর ওটাকে এখান হতে উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে নামিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى *যখন বৃক্ষটি, যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত।* তিনি বলেন ঃ ঐ সময় ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখান হতে তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (দুই) সূরা বাকারাহর শেষের আয়াতগুলি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪-২৮৬) এবং (তিন) তাঁর উম্মাতের মধ্যে যারা শির্‌ক করেনা তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ। (আহমাদ ১/৪২২, মুসলিম ১/১৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى *তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।* ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার ডান-বাম কোন দিকে তাকাননি। (তাবারী ২২/৫২১) وَمَا طَغَى তাঁকে যা বলা হয়েছিল তার অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেননি। এই আয়াত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উত্তম গুণ প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর অতি অনুগত। ফলে তাঁকে যা বলা হয়েছিল তিনি শুধু তাই'ই করেছেন এবং তাঁকে আদেশ করার বাইরে নিজ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى

এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৩) এগুলি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ আয়াত দু'টিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেননি। কেননা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনগুলি দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তাহলে ঐ দর্শনেরই উল্লেখ করা হত। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হত।

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্বন্ধে?	١٩. أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ
২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?	٢٠. وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ
২১। তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য?	٢١. أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ
২২। এই প্রকার বন্টনতো অসঙ্গত।	٢٢. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ
২৩। এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।	٢٣. إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ
২৪। মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?	٢٤. أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ
২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।	٢٥. فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ

২৬। আকাশে কত মালাক/ ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।	٢٦. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

লাত, উয্যা এবং মূর্তি পূজকদের প্রতি তিরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতগুলিতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর ঘর নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা’বূদগুলোর জন্য ইবাদাতখানা বানিয়েছে।

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। ওর উপর তারা গিলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্য তারা খাদেম, রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল। ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারামের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করত। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই ছিল এর মুতাওয়াল্লী। কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আরাব গোত্রের উপর তারা নিজেদের গৌরব প্রকাশ করত।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে। তারা একে মহিলা রূপে আখ্যায়িত করেছিল। আল্লাহ তা‘আলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, ওকে **لَاتّ** বলার কারণ এই যে, জাহিলিয়াত আমলে ঐ নামে একজন সৎলোক ছিল। হাজ্জের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কাবরের খিদমাত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ইবাদাতের প্রচলন শুরু হয়। (তাবারী ২২/৫২৩) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **اللَّاتَ وَالْعُزَّى** এর ‘লাত’ সম্পর্কে বলেন যে, সে

ছিল এক ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলিয়ে বিতরণ করত। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৮) অনুরূপভাবে عُزَّى শব্দটি عُزِيْزٌ শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নাখলাহ' নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। কুরাইশরা ওর নাম দেয় উয্যা। (তাবারী ২২/৫২৩) ওর উপরও গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হত। কুরাইশরা ওর খুবই সম্মান করত। আবূ সুফিয়ানও (রাঃ) উহূদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ঃ 'আমাদের উয্যা আছে এবং তোমাদের (মুসলিমদের) উয্যা নেই।' এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বলতে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ আমাদের মাওলা (মাওলানা) এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।' (ফাতহুল বারী ৬/১৮৮)

মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে কুদাইদ নামক স্থানের পাশে মুসাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তির অবস্থান ছিল। অজ্ঞতার যুগে খুযাআহ, আউস ও খাযরাজ গোত্র ওর খুব সম্মান করত। এখান হতে ইহরাম বেঁধে তারা কা'বার হাজ্জের জন্য যেত। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৯) এ তিনটি মূর্তি ছাড়া আরও বহু মূর্তি ছিল আরাবের লোকেরা যেগুলোর পূজা করত। কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে কুরআনে শুধু এই তিনটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সীরাত ইব্ন ইসহাকে রয়েছে যে, আবূ তুফায়িল (রহঃ) বলেছেন ঃ কুরাইশ ও বানু কিনানাহ গোত্র উয্যার পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায়। ওর রক্ষক ও মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র। ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা। বানু হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। মাক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) নাখলায় প্রেরণ করেন যেখানে গাছের উপর উয্যার মূর্তি স্থাপন করা ছিল। খালিদ (রাঃ) ঐ গাছটিকে কেটে ফেলেন এবং ওর চারিপাশের স্থাপনাগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি কিছুই করনি। আবার যাও।' তখন খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা কৌশল অবলম্বন করল। তারা খুব চীৎকার করে 'হে উয্যা! হে উয্যা!' বলে ডাকছিল। খালিদ (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে দেখেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার চুলগুলো এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। খালিদ (রাঃ)

তরবারী দ্বারা তাকে হত্যা করেন। তারপর ফিরে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ওটাই ছিল উয্যা। (নাসাঈ ৬/৪৭৪)

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী। ওর মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু’তাব। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মুগীরা ইব্ন শু’বা (রাঃ) ও আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হারবকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তাঁরা ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওর স্থলে মাসজিদ নির্মাণ করেন।

মানাত ছিল আউস, খাযরাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী ইয়াস্‌রিববাসী (মাদীনা) অন্যান্য লোকদের মূর্তি। ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্র তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফিয়ান শাখর ইব্ন হারবকে (রাঃ) অথবা আলী ইব্ন আবী তালিবকে (রাঃ) ওটা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যুলখালাসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ এবং তাদের নিকটবর্তী তাবালায় যেসব আরাব বসবাস করত তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মূর্তির উপাসনালয়। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ঐ লোকগুলো ওটাকে দক্ষিণের কা‘বা বলত। আর মাক্কার কা‘বাকে তারা বলত উত্তরের কা‘বা। ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযালীর (রাঃ) হাতে ধ্বংস হয়।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ফাল্‌স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আরাবীয়দের বুতখানা। ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞজন তাকে বলেছেন যে, ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দু’টি তরবারী সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারী দু’টি তাঁকেই দিয়ে দেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আরও বলেন ঃ হিমায়ের গোত্র এবং ইয়ামানবাসী সানআয় তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল। ওটাকে ‘রাইয়াম’ বলা হত। কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো কুকুর ছিল এবং হিমায়িরী গোত্রের

ধার্মীক লোকেরা, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিলেন, তারা ঐ কুকুরটিকে বের করে হত্যা করেন এবং ঐ বুতখানাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন।

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, বানু রাবীআহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়িদ মানাত ইব্‌ন তামীমের উপাসনালয়টির নাম ছিল রুযা। (ইব্‌ন হিশাম ১/৮৯) ওটা আল মুসতাওয়াগীর ইব্‌ন রাবীআহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইসলাম কবূল করার পর ভেঙ্গে ফেলেন। সিনদাদ নামক স্থানে ওয়াইল এর পুত্র বাকর ও তাগলিব গোত্রের এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির ছিল যাকে যুলকা'বাত বলা হত।

যারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে এবং মালাইকাকে কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের প্রতি তিরস্কার

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى 'তাহলে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?' কেননা এই মুশরিকরা নিজেদের বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করতে বস তখন যদি কেহকেও শুধু কন্যা দাও এবং কেহকেও শুধু পুত্র দাও তাহলে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনও এতে সম্মত হবেনা এবং এই প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ তোমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছ কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করছ পুত্র সন্তান! এই প্রকার বন্টনতো খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত!

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে তারা যা করত তাই করছে মাত্র। অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছেনা। এটা চরম পরিতাপের বিষয়ই বটে।

কেহ ইচ্ছা করলেই সৎ পথ প্রাপ্ত হবেনা

মহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩) সে যদি বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তাহলে সে কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কেহ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন সে কিসের আকাঙ্ক্ষা করছে তা যেন চিন্তা করে। কারণ সে জানেনা যে, তার ঐ আকাঙ্ক্ষার কারণে তার জন্য কি লিখা হবে।' (আহমাদ ২/৩৫৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনিই রাজাধিরাজ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করার অধিকার নেই

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى আকাশে অসংখ্য মালাক/ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী মালাইকার যখন এই অবস্থা, তখন হে নির্বোধের দল! তোমাদের পূজনীয় এই মূর্তি এবং উপাসনাগুলো তোমাদের কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে

আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাসূলের ভাষায় এবং তাঁর সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে।

২৭। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে মালাইকাকে।	٢٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ
২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।	٢٨. وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا
২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সেতো শুধু পার্থিব জীবন কামনা করে।	٢٩. فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
৩০। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার রাব্বই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত; তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।	٣٠. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ

মূর্তি পূজকদের মিথ্যা দাবী যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এই উক্তি খণ্ডন করছেন যে, আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁর কন্যা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারাই মালাইকাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।' এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল। এটা তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট শির্ক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের অনুমান মাত্র। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা অনুমান করা হতে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথন।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৪১)

সৎ পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا হে নাবী! যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে তুমি উপেক্ষা করে চল। সেতো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারেনা। দু'আ মাসূরায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছে ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়ার জীবনকে কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয় করবেননা এবং আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যও শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ করবেননা।' (তিরমিযী ৯/৪৭৬)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই ভাল জানেন

কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত। যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু তাঁরই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় বিচারক। স্বীয় শারীয়াতে এবং পরিমাপ নির্ধারণে তিনি কখনও অন্যায় ও যুল্ম করেননা।

৩১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।	٣١. وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى
৩২। যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।	٣٢. ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ

ছোট-বড় সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে, তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দিবেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি অভাবমুক্ত, প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সকলের সৃষ্টিকর্তা। সত্য ও ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলাই বটে। তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান প্রদানকারী। সাওয়াবের জন্য ভাল প্রতিদান এবং পাপের কারণে মন্দ শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন।

সৎ আমলকারীদের ছোট-খাট ত্রুটি আল্লাহ মুছে দিবেন

তাঁর নিকট সৎলোক তারাই যারা তাঁর হারামকৃত জিনিস ও অনৈতিক কাজ হতে, বড় বড় পাপ হতে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে। মানুষ হিসাবে তাদের দ্বারা কোন ছোট-খাটো পাপ হলেও আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩১) আর এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি لَمَمٌ বা মানবীয় ছোট-খাটো অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক لَمَمٌ এর যে তাফসীর করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম তাফসীর আর কিছু হতে পারেনা, যা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের উপর তার যিনা বা ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে। চোখের যিনা হল দর্শন করা, মুখের যিনা হল কথা বলা, অন্তরের অনুরাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগে, এখন লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারূপে প্রদর্শন করে।' (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৬, আহমাদ ২/২৭৬)

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ 'চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হল তাকানো, ওষ্ঠদ্বয়ের যিনা হচ্ছে চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার জড়িয়ে ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হল চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা মিথ্যারূপে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং কুকাজ করেই বসে তাহলে সমস্ত অঙ্গেরই যিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে লজ্জাস্থান বা গুপ্তাঙ্গকে সামলে নিতে পারে এবং কুকার্যে লিপ্ত না হয় তাহলে ঐগুলো সবই لَمَمٌ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।' মাসরূক (রহঃ) এবং শা'বীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৫৩৭)

আবদুর রাহমান ইব্‌ন নাফী (রহঃ), যিনি ইব্‌ন লুবাবাহ আত তাইমী নামেও পরিচিত, তিনি বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) لَمَمٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ উহা হল চুম্বন করা, তাকানো ও জড়িয়ে ধরা। আর যখন গুপ্তস্থানগুলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। (তাবারী ২২/৫৩৭)

নিজকে ত্রুটিমুক্ত না ভাবতে এবং তাওবাহ করতে উৎসাহিত করণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম। ওটা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা পরিবেষ্টনকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। তিনি জানেন

তোমরা কি আচরণ করবে, কি বলবে এবং কোন্ ধরণের পাপে লিপ্ত থাকবে। তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে জান্নাতের জন্য এবং অপর দলকে জাহান্নামের জন্য। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান করছিলে অর্থাৎ ঐ সময় আল্লাহর নির্ধারিত মালাক তোমাদের জীবিকা, বয়স, আমল এবং সুখী কিংবা দুঃখী ইত্যাদি লিখে নেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ অতএব তোমরা তোমাদের ব্যাপারে সাফাই গাইবেনা কিংবা আত্মপ্রশংসা করবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে, কার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৯)

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন 'আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি আমার মেয়ের নাম বাররাহ রেখেছিলাম। তখন আমাকে যাইনাব বিন্ত আবি সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। স্বয়ং আমার নামও বাররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তোমাদের সৎ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবহিত।' তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ 'তাহলে এর নাম কি রাখতে হবে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা এর নাম যাইনাব রেখে দাও।' (মুসলিম ৩/১৬৮৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কোন এক লোকের খুব প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তোমার অকল্যাণ হোক! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে?' এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, কারও প্রশংসা যদি করতেই হয়

তাহলে বলবে ঃ 'আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। আল্লাহর (ঘোষণার) পূর্বে আমি কখনই কারও সততার ব্যাপারে প্রশংসা করবনা ।' (আহমাদ ৫/৪১, ৪৬; ফাতহুল বারী ৫/৩২৪, ১০/৪৯১, ৫৬৭; মুসলিম ৪/২২৯৬, আবূ দাঊদ ৫/১৫৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৩২)

হাম্মাম ইব্ন হারিস (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক লোক উসমানের (রাঃ) সামনে তাঁর প্রশংসা করে। তখন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে বালি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন ঃ 'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে বালি নিক্ষেপ করি।' (আহমাদ ৬/৫, মুসলিম ৪/২২৯৭, আবূ দাঊদ ৫/১৫৩)

৩৩। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;	٣٣. أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ
৩৪। এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়?	٣٤. وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ
৩৫। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে জানবে?	٣٥. أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ
৩৬। তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে,	٣٦. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ
৩৭। এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?	٣٧. وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ
৩৮। ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা।	٣٨. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
৩৯। আর এই যে, মানুষ তা'ই পায় যা সে করে,	٣٩. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا

	مَا سَعَىٰ
৪০। আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে,	٤٠. وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ
৪১। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।	٤١. ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ

যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং দান করা হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ

যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিন্দা করছেন। তিনি বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) এখানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ সে দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২২/৫৪২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সাঈদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এটা হল ঐ লোকদের উদাহরণ যারা একটি কূপ খনন করছিল। কূপটি যখন খনন করার শেষের পথে তখন একটি পাথর খনন কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন তারা বলল ঃ ‘আমরা আর খনন কাজে অগ্রসর হবনা’। অতঃপর তারা কাজটি ত্যাগ করে চলে গেল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খাইরাত করা হতে বিরত থাকছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ ‘হে বেলাল! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের নিকট হতে তুমি কমে যাওয়ার ভয় করনা।’ (তাবারানী ১০/১৯১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯)

'পরিপূর্ণ' করার অর্থ

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন যে, وَفَّى এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ রূপে পৌঁছে দিয়েছে। (তাবারী ২২/৫৪৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই অর্থ করেছেন যে, যে হুকুম তিনি পেয়েছেন তা তিনি পূর্ণরূপে পালন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৩) সঠিক কথা এই যে, অর্থ দু'টিই হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) অতএব ইবরাহীম (আঃ) তাঁর রবের আদেশ পুরাপুরি পালন করলেন, যে বিষয়ের প্রতি নিষেধ করা হল তা থেকে তিনি দূরে থাকলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত বাণী যথাযথভাবে প্রচার করলেন। সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনিই হতে পারেন সর্বোত্তম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৩)

বিচার দিবসে কেহ কারও দায়ভার বহন করবেনা

এরপর মূসার (আঃ) কিতাবে এবং ইবরাহীমের (আঃ) কিতাবে কি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর যুল্ম করেছে, যেমন শির্ক ও কুফরী করেছে তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٌ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অর্থাৎ যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবেনা এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবেনা, অনুরূপভাবে অন্যের সাওয়াবও তার কোন উপকারে আসবেনা।

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (বন্ধ হয়না)। (এক) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে, (দুই) ঐ সাদাকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং (তিন) ঐ ইল্‌ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।' (মুসলিম ৩/১২৫৫) এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও আমল। অন্য কারও আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। (নাসাঈ ৭/২৪১) সুতরাং প্রমাণিত হল যে, যে সন্তান তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ করে তাও প্রকৃতপক্ষে তারই আমল। অনুরূপভাবে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত জিনিস। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡ

আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১২) এখন থাকল ঐ ইল্‌ম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইন্তিকালের পরেও জনগণ ওর উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে বাকী রয়েছে এবং ওর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী হয়, তাদের সবারই কাজের প্রতিদান তাকে প্রদান করা হয়, আর তাদের সাওয়াবের কিছুই কম করা হয়না।' (মুসলিম ৪/২০৬০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে।' অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। উত্তম কাজের উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান!

৪২। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তিতো তোমার রবের নিকট।	٤٢. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ
৪৩। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।	٤٣. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضۡحَكَ وَأَبۡكَىٰ
৪৪। এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,	٤٤. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحۡيَا
৪৫। আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী -	٤٥. وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ
৪৬। শুক্র বিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়;	٤٦. مِن نُّطۡفَةٍ إِذَا تُمۡنَىٰ

৪৭। আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।	٤٧. وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ
৪৮। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।	٤٨. وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
৪৯। আর এই যে, তিনি 'শি'রা' নক্ষত্রের মালিক।	٤٩. وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ
৫০। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।	٥٠. وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ
৫১। এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও, কেহকেও তিনি বাকী রাখেননি।	٥١. وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ
৫২। আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।	٥٢. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ
৫৩। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।	٥٣. وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি!	٥٤. فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ
৫৫। তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?	٥٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

আল্লাহ তা'আলার কিছু বৈশিষ্ট্য

ঘোষিত হচ্ছে যে, সবশেষ প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট। কিয়ামাতের দিন সবাইকেই তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। আমীর ইব্ন মাইমুন আল আউফী

(রহঃ) বলেন, মুআয (রাঃ) বানু আওদ গোত্রের প্রতি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূতরূপে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। তোমরা সবাই জেনে রেখ যে, তোমাদের সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (হাকিম ১/৮৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। অর্থাৎ হাসি-কান্নার মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক। 'তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।' যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى তিনিই শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী যখন তা স্খলিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬-৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই। অর্থাৎ যেমন তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব তাঁরই। **وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى** তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। ধন-সম্পদ তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা তাঁর কাছে পুঁজি হিসাবে থাকে। তিনি তা

থেকে যাকে যতটুকু দান করেন সে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আবূ সালিহ (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৮, ৫৪৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে ভাবার্থ করা হয়েছে ঃ তিনি সম্পদ দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى আর এই যে, তিনি 'শি'রা' নক্ষত্রের মালিক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, **شِعْرَى** 'শি'রা' ঐ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে 'মিরযামুল জাওযা'ও বলা হয়। আরাবের একটি দল ওর ইবাদাত করত। (তাবারী ২২/৫৫১)

আ'দে উলা অর্থাৎ হুদের (আঃ) কাওম, যাকে 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আঃ) বলা হত। এই কাওমকে আল্লাহ তা'আলা ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ. ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ৬-৮) এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী, বদ মেজাজী ও হিংস্র ছিল এবং সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম বিরোধী।

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৭) অনুরূপভাবে ছামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দেন এবং তাদের কেহকেও তিনি বাদ রাখেননি। তাদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করেছিলেন। তাদেরকে যা দিয়ে ঢেকে ফেলার তা দিয়ে ঢেকে

ফেলে। অর্থাৎ পাথরসমূহ, যেগুলির বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৭৩) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশি যুক্তিযুক্ত। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) সাধারণ রাখাকেই পছন্দ করেছেন।

৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী;	٥٦. هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ
৫৭। কিয়ামাত আসন্ন,	٥٧. أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ
৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।	٥٨. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ
৫৯। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করছ!	٥٩. أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
৬০। এবং হাসি- ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছনা?	٦٠. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
৬১। তোমরাতো উদাসীন,	٦١. وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ

৬২। অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদাত কর। [সাজদাহ]	٦٢. فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩

সাজদাহ করা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَذَا نَذِيرٌ ইনি ভয় প্রদর্শক। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ভয় প্রদর্শক। তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী রাসূলদের রিসালাতের মতই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَزِفَتْ الْآزِفَةُ কিয়ামাত আসন্ন। না এটাকে কেহ প্রতিরোধ করতে পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর কারও আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারও জানা নেই।

আরাবী ভাষায় نَذِيْر ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ ভয়ের খবর শুনিয়ে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৬)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী।' (ফাতহুল বারী ১১/৩২৩) অর্থাৎ যেমন কেহ কোন খারাপ জিনিস দেখতে পেয়ে ওটা তার কাওমের কাছে দৌড়ে গিয়ে সতর্ক করে এবং বলে ঃ 'দেখ, এই বিপদ খুব তাড়াতাড়িই আসছে, সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।' যেমন এর পরবর্তী সূরায় রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ

কিয়ামাত আসন্ন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১)

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ছোট ছোট পাপগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে বেঁচে থাক। ছোট ছোট পাপগুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দল কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসতী স্থাপন করল। সবাই এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে এলো। অবশেষে একটা বড় স্তূপ হল যা দ্বারা অনেক খাদ্য রান্না করা যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে ওর সাথীকে ধ্বংস করবে।' (আহমাদ ৫/৩৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্তু তা হতে বিমুখ ও বেপরোয়া হয় এবং বিস্মিতভাবে ওর রাহমাতকে অস্বীকার করে, আর হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ-উপহাস করে। তাদের উচিত ছিল যে, মু'মিনদের মত ওটা শুনে কাঁদত এবং উপদেশ গ্রহণ করত। যেমন আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঃ

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের আনন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১০৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঃ سَمَد গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী ভাষা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেই ঃ سَامِدُوْنَ এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (আবদুর রায্‌যাক ৩/২৫৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁরই মত ইবাদাত করে, তারা যেন একাত্মবাদী ও অকপট হয়ে যায়। فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদাত কর।

আবূ মা'মার (রহঃ) আবদুল ওয়ারিশ (রহঃ) হতে, তিনি আইউব (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা নাজমের সাজদাহর স্থলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক এবং দানব ও মানব সবাই সাজদাহ করে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০)

মুত্তালিব ইব্‌ন আবি ওয়াদাআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সূরা নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ঐ সময় তাঁর কাছে যারা ছিল তারা সবাই সাজদাহ করে। বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং সাজদাহ করলামনা।' তখন পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু এর পরপরই তিনি মুসলিম হয়ে যান। এরপরে যে কেহই এই সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি যদি তা শুনতেন তখন তিনিও তার সাথে সাজদাহ করতেন। (আহমাদ ৬/৩৯৯, নাসাঈ ২/১৬০)

সূরা নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৪ ঃ কামার, মাক্কী ٥٤ – سورة القمر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৫, রুকূ ৩) (اٰيَاتُها : ٥٥، رُكُوْعَاتُها : ٣)

আবূ ওয়াকিদের (রহঃ) রিওয়ায়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে সূরা ق ও সূরা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বড় বড় জমায়েতেও তিনি এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। কেননা এতে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বর্ণনা রয়েছে।'

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে,	١. ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ
২। তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটাতো চিরাচরিত যাদু।	٢. وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ
৩। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই যথাসময়ে লক্ষ্যে পৌঁছবে।	٣. وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ
৪। তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী।	٤. وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

৫। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।	٥. حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয আবূ বাকর আল বাযয্যার (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের সামনে ভাষণ দান করেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হতে অতি অল্প সময় বাকী ছিল। ভাষণে তিনি বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! অতীত যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে, যে পরিমাণ আজকের সময় গত হয়ে যাওয়ার পর বাকী রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছিলাম।' (মাযমা আয যাওয়ায়িদ ১০/৩১১)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর যখন সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'অতীত যুগের তুলনায় তোমাদের সময় ততটুকু বাকী আছে যতটুকু এই দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের পরে রয়েছে।' (আহমাদ ২/১১৫)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি।' অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। (আহমাদ ৫/৩৩৮, ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫, মুসলিম ৪/২২৬৮)

ওহাব আস সুবাই (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি শেষ যামানার সামান্য কিছু আগে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এটি এবং এটির মধ্যে দূরত্ব রয়েছে; যেন পূর্বেরটিকে পরেরটি প্রায় ধরেই ফেলবে। আমাশ (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তখন তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি একত্র করে দেখালেন। (আহমাদ ৪/৩০৯)

আওযায়ী বলেন, ইসমাঈল ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইব্ন আবদিল মালিকের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে কিয়ামাত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমরা ও কিয়ামাত এ দু'টি অঙ্গুলির মত কাছাকাছি।' (আহমাদ ৩/২২৩) এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও হতে পারে, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামগুলির মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে। আর হাশির হলেন তিনি যাকে কিয়ামাতের মাঠে সর্ব প্রথম উপস্থিত করা হবে এবং অন্যান্যদেরকে এর পরে জমায়েত করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৪১)

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَانشَقَّ الْقَمَرُ চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনা। যেমন মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযা দেখানোর আবেদন জানায়। ফলে দুই বার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দু'টিতে রয়েছে।' (আহমাদ ৩/১৬৫, মুসলিম ৪/২১৫৯)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযা দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক খণ্ড এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।' (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯)

যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র

দ্বিখণ্ডিত হয়। এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর দেখা যায়। তখন তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর যাদু করেছে।' তখন জ্ঞানীরা বলল ঃ 'যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন তাহলে তিনিতো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে পারেননা।' (আহমাদ ৪/৮১, দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চাঁদের বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। (তাবারী ২২/৫৬৯)

ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি টুকরো হয়, একটি চলে যায় পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' (দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৭, মুসলিম ৪/২১৫৮, তিরমিযী ৯/১৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক।' (আহমাদ ১/৩৭৭, ফাতহুল বারী ৮/৪৮৩, মুসলিম ৪/২১৫৮) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন আমিও দেখেছি যে, টুকরা দু'টি ভাগ হয়ে পাহাড়ের দুই দিকে চলে যায়।' (আহমাদ ১/৪১৩, তাবারী ২২/৫৬৭)

পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলে ঃ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ এটাতো চিরাচরিত যাদু। এই বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের বিপরীত নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা হতে বিরত থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ আর প্রত্যেক ব্যাপারই তার লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, এতেও তাঁর পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগা এটা তাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদেরকে কেহই হিদায়াত দান করতে পারেনা। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৯) অনুরূপ নিম্নের উক্তিটিও ঃ

وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

৬। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।	٦. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ
৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেই দিন তারা কাবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।	٧. خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ
৮। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন।	٨. مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

বিচার দিবসে কাফিরদের করুণ পরিণতির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যেসব কাফির মু'জিযা দেখার পরও বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে কিয়ামাতের জন্য অপেক্ষা করতে দাও। ঐদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দাঁড়ানোর জন্য একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। যেখানে তাদেরকে বিপদাপদ ঘিরে ফেলবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। লজ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে। তারা কাবর হতে বের হবে। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে। না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। ঐ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবে ঃ এটাতো বড়ই কঠিন দিন!

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৯-১০)

৯। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।	٩. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ
১০। তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর।	١٠. فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ
১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষণে।	١١. فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ

بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ	
١٢. وَفَجَّرۡنَا ٱلۡأَرۡضَ عُيُونًا فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَ	১২। এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবন। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে।
١٣. وَحَمَلۡنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلۡوَٰحٍ وَدُسُرٍ	১৩। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,
١٤. تَجۡرِي بِأَعۡيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ	১৪। যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।
١٥. وَلَقَد تَّرَكۡنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ	১৫। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
١٦. فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ	১৬। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
١٧. وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ	১৭। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

নূহের (আঃ) ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার এই উম্মাতের পূর্বে নূহের (আঃ) উম্মাতও তাদের নাবী আমার বান্দা নূহকে অবিশ্বাস করেছিল, পাগল বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিল ঃ

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ

তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১৬) আমার বান্দা ও রাসূল নূহ (আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বলল ঃ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়। আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে বাঁচাতে পারছিনা এবং আপনার দীনেরও হিফাযাত করতে পারছিনা। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে বিজয় দান করুন। তাঁর এ প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করলেন। আকাশ হতে মুষলধারের বৃষ্টির দরজা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। ফলে চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ আমি তাকে (নূহকে) আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, دُسُر শব্দের অর্থ হল পেড়েক। (তাবারী ২২/৫৮০, কুরতুবী ১৭/১৩২) ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৭৮) বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার উপর ঢেউ এসে লাগে। ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا 'ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত, এটা পুরস্কার তার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।' নূহকে (আঃ) সাহায্য করার মাধ্যমে এটা ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরাও ঐ নৌকাটি দেখেছে।

(তাবারী ২২/৫৮২) কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ হল ঃ ঐ নৌকার নমুনায় অন্যান্য নৌকাগুলি আমি নিদর্শন হিসাবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ ‘সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?’

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পাঠ করিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৪) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও এই শব্দের কিরআত এরূপই বর্ণিত আছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী। অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের শত্রুদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনুল হাকীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য সহজ করে দিয়েছি যে, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ

এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। তিনি আরও বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? অর্থাৎ এর থেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে।

১৮। আ'দ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	١٨. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
১৯। তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে।	١٩. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ
২০। মানুষকে ওটা উৎখাত করেছিল উন্মুলিত খর্জুর কান্ডের ন্যায়।	٢٠. تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

২১। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٢١. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
২২। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٢٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

‘আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম আদও আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নূহের (আঃ) কাওমের মতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা হয়। ওটা ছিল তাদের জন্য সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। ঐ ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবাহ তাদের উপর আসত এবং তাদের কেহকেও উঠিয়ে নিয়ে যেত, এমন কি সে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত। অতঃপর তাকে অধঃমুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হত। তার মস্তক পিষ্ট করা হত এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। দেখে মনে হত যেন উন্মুলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

দেখ, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমিতো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩। ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।	٢٣. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ
২৪। তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলেতো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে গন্য হব।	٢٤. فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ

২৫। আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٥. أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
২৬। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٦. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ
২৭। আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও,	٢٧. إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ
২৮। আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে।	٢٨. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ
২৯। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল।	٢٩. فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ
৩০। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩১। আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখন্ডিত শুস্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।	٣١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ

৩২। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ছামূদ জাতির ঘটনা

এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, ছামূদ সম্প্রদায় আল্লাহর রাসূল সালিহকে (রাঃ) মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নাবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত হয়ে বলে ঃ ‘এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত হব? তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’ এর চেয়ে আরও আগ বাড়িয়ে বলে ঃ ‘আমরা এটা মেনে নিতে পারিনা যে, আমাদের সবার মধ্য হতে শুধুমাত্র এই লোকটির উপরই আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে।’ তারপর তারা আল্লাহর নাবীকে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ এখন তোমরা যা চাও তা বলতে থাক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা কালই প্রকাশিত হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী। ঐ লোকদের দাবী অনুযায়ী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলেন ঃ তাদের পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিও এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য ধারণ কর। দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে। তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উষ্ট্রীর। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৫৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করতনা সেদিন তারা পানি পেত, আর যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করত সেদিন তারা ওর দুধ পান করত। (তাবারী ২২/৫৯২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যাকারী লোকটির নাম ছিল কুদার ইব্‌ন সালিফ। সে ছিল তার কাওমের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা আশ্‌ শাম্‌স, ৯১ ঃ ১২) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে জমির কর্তিত পাতা শুকিয়ে মরে যায়, সেইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক কাঁটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া হত। যখন ঐ বেড়াকে পদদলিত করা হত তখন উটগুলোর যে অবস্থা হত ঐ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের একজনও রক্ষা পায়নি।

৩৩। লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে।	٣٣. كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطِۭ بِٱلنُّذُرِ
৩৪। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে -	٣٤. إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٍ
৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٣٥. نِّعۡمَةً مِّنۡ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِى مَن شَكَرَ

৩৬। লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্ক বাণী সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল।	٣٦. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ
৩৭। তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।	٣٧. وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল।	٣٨. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ
৩৯। (আমি বললাম) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।	٣٩. فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৪০। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	٤٠. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

লূতের (আঃ) কাওমের ঘটনা

লূতের (আঃ) কাওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, যে কাজ তাদের পূর্বে কেহ কখনও করেনি, অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্বংসের অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেন

এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন। আর আকাশ হতে তাদের নামে নামে পাথর বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু লূতের (আঃ) অনুসারীদেরকে প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাঁচিয়ে নেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন ঐ বস্তী ছেড়ে চলে যান। লূতের (আঃ) কাওমের কেহই ঈমান আনেনি। এমন কি স্বয়ং লূতের (আঃ) স্ত্রীও ছিল বেঈমান। তাঁর কাওমের সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তাঁর কন্যাগণ এই ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পান। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন। শাস্তি আসার পূর্বেই লূত (আঃ) স্বীয় কাওমকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি। বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল।

তাঁর মেহমানদেরকে তাঁর নিকট হতে ছিনতাই করতে চেয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ন মালাইকা মানুষের রূপ ধরে লূতকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে এসেছিলেন। এদিকে রাত্রিকালে তাঁরা লূতের (আঃ) বাড়ীতে অবতরণ করেন, আর ওদিকে তাঁর বে-ঈমান স্ত্রী কাওমকে খবর দেয় যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই ঐ দুশ্চরিত্র লোকগুলো বিভিন্ন দিক হতে দৌড়ে আসে এবং লূতের (আঃ) বাড়ী ঘিরে ফেলে। লূত (আঃ) তখন দরজা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই মেহমানদেরকে হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় ঐ লোকগুলো ওঁৎ পেতে থাকে। লূত (আঃ) বলছিলেন ঃ

قَالَ هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ

আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১)

কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিল ঃ

قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

তারা বলল ঃ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন আবশ্যক নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৯)

যখন এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ লোকগুলো আক্রমণোদ্যত হয় এবং লূত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেন তখন জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ডানা দ্বারা তাদের চোখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং লূতকে (আঃ) গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায়। কিন্তু সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা পালাতে পারল, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হল। তাইতো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ এই কুরআনুল কারীম খুবই সহজ, যে কেহই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৪১। ফির'আউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী	٤١. وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ
৪২। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।	٤٢. كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَـٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ
৪৩। তোমাদের মধ্যকার কাফিরেরা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?	٤٣. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُو۟لَـٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى ٱلزُّبُرِ
৪৪। এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?	٤٤. أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

৪৫। এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,	٤٥. سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ
৪৬। অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।	٤٦. بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَٱلسَّاعَةُ أَدۡهَىٰ وَأَمَرُّ

ফির'আউন ও তার কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এই খবর শোনাতে এলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা সবকিছুই অবিশ্বাস করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কুরাইশদের প্রতি পরামর্শ ও ভয় প্রর্দশন

এরপর বলা হচ্ছে ঃ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ হে কুরাইশ মুশরিকের দল! তোমরা কি ঐ ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। তাদের দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারাই যখন আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা রক্ষা পাবে বলে কি মনে করছ? তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাঁর কাছে অতি সহজ। তোমরা কি ধারণা করছ যে, আল্লাহর কিতাবসমূহে এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা? তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা একটি বড় দল রয়েছ, সুতরাং তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা?

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু‘আ করছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি আপনার ইচ্ছা এটাই থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠে আপনার ইবাদাত আর কখনও করা হবেনা।’ তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁবু হতে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর মুখে ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ এ দু’টি আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৫, ৪৮৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘যে সময় আমি মাক্কায় অতি অল্প বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গিনীদের সাথে খেলা করতাম ঐ সময় بَلِ السَّاعَةُ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৬, ৮/৬৫৫)

৪৭। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।	٤٧. إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَـٰلٍ وَسُعُرٍ
৪৮। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।	٤٨. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ
৪৯। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।	٤٩. إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ
৫০। আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর	٥٠. وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ

كَلَمۡحٍۭ بِٱلۡبَصَرِ	পলকের মত।
٥١. وَلَقَدۡ أَهۡلَكۡنَآ أَشۡيَاعَكُمۡ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٍ	৫১। আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
٥٢. وَكُلُّ شَيۡءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ	৫২। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে ‘আমলনামায়,
٥٣. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسۡتَطَرٌ	৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব কিছুই লিপিবদ্ধ;
٥٤. إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّـٰتٍ وَنَهَرٍ	৫৪। মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে -
٥٥. فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقۡتَدِرِۭ	৫৫। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।

অপরাধীদের আবাসস্থল

পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার মধ্যে পতিত হয়েছে। এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুষ্কর্ম তাদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখানে যেমন তারা উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে ঃ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর।

প্রতিটি জীবকে তার তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى. ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ. وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১-৩)

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়েছে। কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীগণের (রাঃ) প্রান্তিক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আহলে সুন্নাত ঐ লোকদের মাযহাবের বিপক্ষে এই প্রকারের আয়াতগুলিকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলিকেও আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু ঐ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করা হল যেগুলি আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। তখন ... يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (আহমাদ ১/৪৪৪, মুসলিম ৪/২০৪৬, তিরমিযী ৯/১৭৬, ইব্ন মাজাহ ১/৩২)

আল বাযযার (রহঃ) আমর ইব্ন শুআয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন ঃ এ আয়াতগুলি তাকদীর অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়।' (কাস্ফ আল আসতার ৩/৭২)

যুরারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ 'এই আয়াতগুলি আমার উম্মাতের ঐ লোকদের

ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করবে।'

'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি যম্‌যম্ কূপ হতে পানি উঠাচ্ছিলেন। তাঁর কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছিল। আমি বললাম ঃ তাকদীরের ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেহ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে এবং কেহ বিপক্ষে রয়েছে। তিনি তখন বললেন ঃ 'জনগণ এরূপ করছে।' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এরূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ এ আয়াতগুলি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। জেনে রেখ যে, এ লোকগুলো হল এই উম্মাতের নিকৃষ্টতম লোক। তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেওনা এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়োনা। তাদের কেহকেও যদি আমি আমার সামনে দেখতে পাই তাহলে আমার অঙ্গুলি দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিব।' (ইব্ন আবী হাতিম ১৮৭১৫)

নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমাইরের (রাঃ) সিরিয়াবাসী একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তাঁর পত্র আদান প্রদান চলত। তিনি তাকে পত্র লিখেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি তাকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাক। যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আজ হতে তুমি আমার নিকট আর কোন চিঠি লিখনা। আজ হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে।' (আহমাদ ২/৯০, আবূ দাঊদ ৫/২০)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে, এমনকি অলসতা ও নির্বুদ্ধিতাও।' (আহমাদ ২/১১০, মুসলিম ৪/২০৪৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও নির্বোধ হয়োনা। যদি কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে বল যে, এটা আল্লাহ কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এ কথা বলনা ঃ যদি এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। কেননা এভাবে 'যদি' বলায় শাইতানী আমলের দরজা খুলে যায়।' (মুসলিম ৪/২০৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, যদি সমস্ত উম্মাত একত্রিত হয়ে তোমার ঐ উপকার করার ইচ্ছা করে যা আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তাহলে তারা তোমার ঐ উপকার কখনও করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে, যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করে যা তোমার তাকদীরে লিখা নেই তাহলে কখনও তারা তোমার ঐ ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর জড়িয়ে নেয়া হয়েছে। (তিরমিযী ৭/২১৯)

উবাদাহ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা উবাদাহ (রাঃ) যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় তখন ওয়ালীদ (রহঃ) তাঁর পিতাকে বলেন ঃ 'হে পিতা! আমাদেরকে কিছু অন্তিম উপদেশ দিন!' তখন তিনি বলেন ঃ 'আমাকে বসিয়ে দাও।' তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলে তিনি বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পার না এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার শেষ সীমায় তুমি পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তাকদীরের ভাল মন্দের উপর তোমার বিশ্বাস হয়।' আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আব্বা! কি করে আমি জানতে পারব যে, তাকদীরের ভাল মন্দের উপর আমার ঈমান রয়েছে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি যা পেয়েছ তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিলনা এই বিশ্বাস যখন তোমার থাকবে। হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে শুনেছি ঃ 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেন ঃ 'লিখ।' তখনই কলম কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার সবই লিখে ফেলল।' হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তুমি তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাক তাহলে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৬/৩৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ হাসান গারীব বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ইব্ন ওহাব (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ

এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭) (তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে নাসীহাত

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমি যা নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার জন্য শুধু একবার 'হও' বলাই যথেষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্য হুকুম দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয়না। চোখের পলক ফেলা মাত্রই ঐ কাজ আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫৪)

তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত মালাইকার হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে। এমন কিছুই নেই যা লিখতে বাদ পড়ে গেছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'হে আয়িশা! পাপকে তুচ্ছ মনে করনা, জেনে রেখ যে, আল্লাহর এমন কেহ রয়েছেন যারা সবকিছু লিখে রাখেন।' (আহমাদ ৬/১৫১, নাসাঈ ১২/২৫০ এবং ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৭)

আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফল পরিসমাপ্তি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ যারা সৎ এবং আল্লাহভীরু তারা থাকবে জান্নাতের বাগানে যেখানে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদের অবস্থা হবে এই পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত, যারা থাকবে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর তাদের উপর হবে কঠিন শাস্তি ও শাসন গর্জন। পক্ষান্তরে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরুগণ মর্যাদা ও সম্মান, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, দান ও ইহসান, সুখ ও শান্তি, নি'আমাত ও রাহমাত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে।

অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবান্বিত হবে। যে আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। তিনি ঐ আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আলোর মঞ্চে রাহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দুই হাতই ডানই বটে। এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক তারাই যারা তাদের বিচার কাজে, নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রতি এবং যাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করেনা।' (আহমাদ ২/১৬০, মুসলিম ৩/১৪৫৮, নাসাঈ ৮/২২১)

সূরা কামার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৫ ঃ আর রাহমান, মাদানী ٥٥ – سورة الرحمن، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৭৮, রুকূ ৩) (اَيَاتُهَا : ٧٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

যির (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক (ইব্ন মাসউদকে) বলে ঃ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ এর মধ্যে آسِنٍ হবে নাকি أَسِنٍ হবে?' তখন তাকে জবাবে বলেন ঃ 'তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআনই পাঠ করেছ?' সে উত্তর দেয় ঃ 'আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়ে থাকি।' তিনি তখন বলেন ঃ 'এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে যে, কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয়তো এভাবেই কুরআনও পাঠ করে থাক! আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুফাসসালের প্রাথমিক সূরাগুলির কোন দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন তা আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম সূরা হল এই সূরা আর রাহমান।' (আহমাদ ১/৪১২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সূরা আর-রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ 'আমি জিনের রাতে এ সূরাটি তাদের কাছে পাঠ করেছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল। যখনই আমি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এই আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছে ঃ

لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার অনুগ্রহসমূহের কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করিনা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। (তিরমিযী ৯/১৭৭, গারীব, হাকিম ২/৪৭৩)

এই রিওয়ায়াতটিই তাফসীর ইব্ন জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন অথবা তাঁর সামনে এটা পাঠ করা হয়েছিল। ঐ সময় সাহাবীগণকে নীরব থাকতে দেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। আর জিনদের উত্তরের শব্দগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ

لاَ بِشَىْءٍ مِّنْ نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ

'আমাদের রবের এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।' হাফিয বাযযারও (রহঃ) উপরোক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (তাবারী ২৩/২৩, কাস্‌ফ আল আসতার ৩/৭৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। দয়াময় আল্লাহ!	١. ٱلرَّحۡمَـٰنُ
২। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।	٢. عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ
৩। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।	٣. خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ
৪। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।	٤. عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ
৫। সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।	٥. ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ
৬। 'তারকা ও বৃক্ষ উভয়ে (আল্লাহকে) সাজদাহ করে।	٦. وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ
৭। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড -	٧. وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ
৮। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।	٨. أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِى ٱلۡمِيزَانِ
৯। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিওনা।	٩. وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ

১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।	١٠. وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ
১১। এতে রয়েছে ফল-মূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত -	١١. فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ
১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।	١٢. وَٱلۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيۡحَانُ
১৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহই কুরআন নাযিল করেছেন এবং এর পঠন সহজ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও কাওমে ওর মুখস্থকরণ খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। এটা হাসানের (রহঃ) উক্তি। আর যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, بَيَانٌ দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কথা বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ এর সাথে সাথেই কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক অক্ষরকে ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে থাকে। তা কণ্ঠ হতে বের হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক।

পৃথিবী, আকাশ, চাঁদ, সূর্য সবই আল্লাহর নির্দশন

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে না আছে টক্কর এবং না আছে কোন অস্থিরতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, **شَجَر** বলা হয় ঐ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি আছে। কিন্তু **نَجْم** এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, গুঁড়িবিহীন লতা গাছকে **نَجْم** বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং সুফিয়ান শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **نَجْم** হল ঐ তারকা যা আকাশে রয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২৩/১২) এ উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান, যদিও প্রথম উক্তিটিকেই ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটিও দ্বিতীয় উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে - সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমন্ডলী, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের সাথে থাকে। তাই তিনি বলেন ঃ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিওনা। অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে। কম-বেশি করবেনা। অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশি নিবে এবং দেয়ার সময় কম দিবে এরূপ করনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ

এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৫) এর পর তিনি বলেন ঃ

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর পৃথিবীকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবূত পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের মত করে গেড়ে দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না করে। আর তাতে যে সব সৃষ্টজীব বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। হে মানুষ! তোমরা যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও

অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার পরিমাপ করে নাও। সাথে সাথে যমীনের উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখ। এতে রং বেরংয়ের টক-মিষ্টি ফল, নানা প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল। বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ এবং যা রোপন হওয়ার পর হতে শুকনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং এর পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল। ওর উপর খোসা থাকে যা ভেদ করে ওটা বের হয়ে আসে। অতঃপর ওটা হয় কাদার মত, এরপর হয় রসাল এবং এরপর পেকে খাবার যোগ্য হয়। এটা খুবই উপকারী, আর এর গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর।

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ عَصْفٌ এর অর্থ হল ঐ সবুজ পাতা যাকে কান্ড হতে কেটে দেয়া হয় এবং শুকিয়ে যায়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) বলেন যে, 'আসাফ' এর অর্থ হল খড়-কুটা। (তাবারী ২৩/১৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, رَيْحَانٌ এর অর্থ হল সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে গাছের ঘ্রাণযুক্ত সুমিষ্টি পাতা। (বাগাভী ৪/২৬৮) ভাবার্থ এই যে, গম, যব ইত্যাদির ঐ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা ওগুলির গাছের উপর জড়িয়ে থাকে।

মানব জাতিকে ঘিরে আল্লাহর অনুগ্রহ ছড়িয়ে রয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও মানব) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অর্থাৎ হে দানব ও মানব! তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নি'আমাতরাজির মধ্যে ডুবে রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন নি'আমাতকেই অস্বীকার করতে পারনা। এ জন্যইতো মু'মিন জিনেরা এ কথা শোনামাত্রই উত্তরে বলেছিল ঃ

اَللَّهُمَّ وَلاَ بِشَىءٍ مِّنْ اَلاَءِكَ رَبَّنَا نَكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/২৩)

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুস্ক মৃত্তিকা হতে -	١٤. خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلٍ كَٱلۡفَخَّارِ
১৫। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে।	١٥. وَخَلَقَ ٱلۡجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٦. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।	١٧. رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقَيۡنِ وَرَبُّ ٱلۡمَغۡرِبَيۡنِ
১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	١٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়,	١٩. مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيَانِ
২০। কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা।	٢٠. بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٌ لَّا يَبۡغِيَانِ
২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٢١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।	٢٢. يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلُؤُ

وَٱلۡمَرۡجَانُ	
٢٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	**২৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?**
٢٤. وَلَهُ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡمُنشَـَٔاتُ فِي ٱلۡبَحۡرِ كَٱلۡأَعۡلَـٰمِ	**২৪। সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত সদৃশ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।**
٢٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	**২৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?**

জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ তিনি মানুষকে শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যে মাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/২৭) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে (আঃ) ঐ মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদেরকে করা হয়েছে।' (আহমাদ ৬/১৬৮, মুসলিম ৪/২২৯৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নি'আমাতকে অস্বীকার না করার হিদায়াত দান করেন।

আল্লাহই হচ্ছেন দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রাব্ব

এরপর তিনি বলেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰرِقِ وَٱلۡمَغَٰرِبِ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! (সূরা মা'আরিজ,৭০ ঃ ৪০) গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দু'টি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত হওয়ারও দু'টি পৃথক জায়গা। ওখান হতে সূর্য উপরে উঠে ও নীচে নেমে আসে। ঋতুর পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلاً

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯) উদয় ও অস্তের দু'টি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ রয়েছে বলে আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ 'হে মানব ও জিন জাতি! তোমরা তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

আল্লাহই বিভিন্ন স্বাদের পানি সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ তাঁর ক্ষমতার দৃশ্য অবলোকন কর যে, দু'টি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। একটির পানি লবণাক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্টি। কিন্তু না ওর পানি এর পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে মিষ্টি করতে পারে! বরং দু'টিই নিজ নিজ গতি পথে চলছে! উভয়ের মধ্যে এক অন্তরায় রয়েছে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান এ দুটোর মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ দুটোর পানিই মিলিতভাবে রয়েছে। সূরা ফুরকানের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَٰذَا عَذۡبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخًا وَحِجۡرًا مَّحۡجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (*উভয় হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল*) মুক্তার অর্থতো সবারই জানা, আর مَرْجَان *'মারযান'* সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ রুজাইন (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা হল ছোট ছোট মুক্তার সমাহার। আলীও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৩, কুরতুবী ১৭/১৬৩) সালাফগণের উদ্বৃতি দিয়ে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল অতি উজ্জ্বল বড় বড় মুক্তা। (তাবারী ২৩/৩৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের ঝিনুকের মুখে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। (তাবারী ২৩/৩৫) এ বর্ণনাটির বর্ণনাধারাও সহীহ। তাই এই নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর আবার বলেন ঃ তোমাদের যে রবের এসব অসংখ্য নি'আমাত তোমাদের উপর রয়েছে তাঁর কোন নি'আমাতকে তোমরা অস্বীকার করবে? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলি হাজার হাজার মণ মাল এবং শত শত মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় বলেন ঃ এখন বল তো, তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?

২৬। ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর,	٢٦. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
২৭। অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।	٢٧. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ
২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٢٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
২৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর	٢٩. يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ

নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।	وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ
৩০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٠. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অভাবমুক্ত

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলূকই ধ্বংসশীল। এমন একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবেনা। প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন সেটা ভিন্ন কথা। শুধু আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আগুলির মধ্যে একটি দু'আ নিম্নরূপও রয়েছে ঃ

يَاحَيُّ يَاقَيُّمْ يَابَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ

'হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আমরা আপনার করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক করে দিন! চোখের পলক পরার সময়টুকুও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে সমর্পণ করবেননা এবং আপনার সৃষ্টির কারও কাছেও নয়।'

শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ 'যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ করবে তখন সাথে সাথে وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এটাও পড়ে নিও।' (দুররুল মানসুর ৭/৬৯৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ

তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার প্রশংসায় বলেন ঃ 'তিনি মহিমময় ও মহানুভব।' অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। তিনি এই অধিকার রাখেন যে, তাঁর উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) আর যেমন তিনি দান-খাইরাতকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর অর্থ হল তিনি শ্রেষ্ঠ ও আড়ম্বরপূর্ণ। (তাবারী ২৩/৮৬)

সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, এরপর তাদেরকে আখিরাতে মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুনরায় বলেন ঃ হে দানব ও মানব! সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলূক তাঁরই মুখাপেক্ষী। ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, তাঁর দয়ার ভিখারী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি দান করেন। যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা প্রদান করেন। বিপদগ্রস্ত দেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা। (তাবারী ২৩/৩৯)

৩১। হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্র তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব।	٣١. سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ
৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٢. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৩। হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে।	٣٣. يَـٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَـٰنٍ
৩৪। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٤. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।	٣٥. يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ
৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٦. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

জিন ও মানব জাতির প্রতি সতর্ক বাণী

ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, سَنَفْرُغُ لَكُمْ দ্বারা ‘আমি তোমাদের বিচার করব’ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। এখন সঠিকভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। ইমাম বুখারীর (রহঃ)

মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'এখন আল্লাহ তা'আলাকে আর কোন কিছুই মশগুল করবেনা, বরং তিনি শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৭) আরাবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী এ কথা বলা হয়েছে। যেমন ক্রোধের সময় কেহ কেহকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে দেখে নিচ্ছি।' এখানে এ অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে দেখে নিব।

ثَقَلَيْن দ্বারা মানব ও দানবকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ الاَّ الثَّقَلَيْنِ (কাবরে শায়িত ব্যক্তির চীৎকারের শব্দ) প্রত্যেক জিনিসই শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত। (ফাতহুল বারী ৩/২৪৪) অন্য রিওয়ায়াতে আছে ঃ الاَّ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ মানুষ ও জিন ছাড়া। মহান আল্লাহ আবারও বলেন ঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তাঁর নির্ধারণকৃত তাকদীর হতে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা, বরং তিনি তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তাঁর হুকুম তোমাদের উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তাঁরই রাজত্ব। এটা সত্যি সত্যিই ঘটবে হাশরের মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলূককে মালাইকা চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন। চতুস্পার্শ্বে তাদের সাতটি করে সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর হুকুম ছাড়া এদিক ওদিক যেতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন ঃ

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর

শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্ত কাল থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ *তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, شُوَاظٌ শব্দের অর্থ হল অগ্নিশিখা যা পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে দেয়। আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল ধূম্রবিহীন অগ্নির উপরের শিখা যা ধূম্রের নিচের অংশ।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ وَنُحَاسٌ এর অর্থ হচ্ছে ধূম্র। আবূ সালিহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ সীনাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আরাবরা সাধারণতঃ আগুনের ধূয়াকে 'নুহাস' এবং 'নিহাস' বলত। তিনি এও বলেন, কুরআনের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতাংশের উচ্চারণ হবে 'নুহাস'। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَنُحَاسٌ দ্বারা ঐ গলানো তামা বুঝানো হয়েছে যা তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে। (তাবারী ২৩/৪৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মোট কথা, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি তোমরা কিয়ামাতের দিন হাশরের মাইদান হতে পালানোর ইচ্ছা কর তাহলে মালাইকা ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধূম্র ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত তামা ঢেলে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে কিংবা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি'আমাতকে অস্বীকার করা তোমাদের মোটেই উচিত নয়।

৩৭। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেইদিন ওটা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে;	٣٧. فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ

৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٣٨. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৩৯। সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে।	٣٩. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ
৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٠. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪১। অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।	٤١. يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ
৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٢. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৪৩। এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।	٤٣. هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ
৪৪। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।	٤٤. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

৪৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٤٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। এটা অন্যান্য আয়াতগুলিতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি ঃ

وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلاً

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১-২) সোনা-রূপা ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন আকাশ লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ধারণ করবে। এটা হবে কিয়ামাত দিবসের কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَيَوْمَئِذ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِه إِنسٌ وَلَا جَانٌّ সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয্র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬) আবার অন্য আয়াতে তাদের কথা বলা, ওযর পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন প্রশ্ন করা হবে, হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং ওযর-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা কি করেছে। (তাবারী ২৩/৫২) এর পরেই রয়েছে ঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুখ হবে কালো ও মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট। (তাবারী ২৩/৫২) অপর পক্ষে মু'মিনদের চেহারা হবে মর্যাদামণ্ডিত। তাদের উযূর অঙ্গগুলি চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জাহান্নামীদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), বলেছেন ঃ যেভাবে বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হয় তদ্রূপ তাদের গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দুররুল মানসুর ৭/৭০৪) ঐ পাপী ও অপরাধীদেরকে বলা হবে ঃ

هَذِه جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছ। এ কথা তাদেরকে বলা হবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করার জন্য এবং তাদেরকে হেয় করার জন্য। অতঃপর তাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, কখনও তাদের আগুনের শাস্তি হচ্ছে, কখনও গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্রের মত শুধু অগ্নি, যা নাড়ী-ভূঁড়ি ছিঁড়ে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٢) فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭১-৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হবে তাপমাত্রার সর্বোচ্চ উত্তাপ যা সবকিছু পুড়ে ধ্বংস করে ফেলে। (তাবারী ২৩/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৪, ৫৫, কুরতুবী ১৭/১৭৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত ওটা গরম করা হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার ঝুঁটি ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। শুধু দুই চোখ ও অস্থির কাঠামো রয়ে যাবে। এটাকেই বলা হয়েছে ঃ

فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ

ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫) যা কখনও পান করা যাবেনা। কেননা ওটা আগুনের মত সীমাহীন গরম। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ

আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩) এখানে এর দ্বারা খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পাপীদের শাস্তি এবং সৎ আমলকারীদের পুরস্কার এবং আল্লাহর ফাযল, রাহমাত, ইনসাফ ও স্নেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শির্ক ও অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তাঁর নি'আমাত। সেই হেতু আবারও তিনি প্রশ্ন করেন ঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৬। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।	٤٦. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ
৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্	٤٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ	অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
٤٨. ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ	৪৮। উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।
٤٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
٥٠. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ	৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ;
٥١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
٥٢. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوْجَانِ	৫২। উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়।
٥٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	৫৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জান্নাতে আনন্দোল্লাস

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ *আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে।* ইহা হল বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া।

وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪০) তারা কু-কর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহীই হবেনা এবং পার্থিব জীবনের কোন বিষয়কেই প্রাধান্য দিবেনা। যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে, হঠকারিতা করেনা, পার্থিব জীবনের পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই

বেশি করে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফার্‌য কাজগুলি সম্পাদন করে এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামাতের দিন তাকে দু'টি জান্নাত দান করা হবে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি জান্নাত রূপার হবে এবং ওর সমস্ত আসবাবপত্র রূপারই হবে। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর আসবাবপত্র সবই হবে সোনার। ঐ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা, থাকবে শুধু তাঁর 'কিবরিয়ার আড়াল' যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে আদনে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৭/২৩২, নাসাঈ ৪/৪১৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৬)

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর ভীতি অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে। এ জন্যই এরপরে দানব ও মানবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?'

এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দু'টির গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, উভয় জান্নাতই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, اَفْنَانٌ বলা হয় শাখা বা ডালকে। এগুলি বহু সংখ্যক রয়েছে এবং একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে।

ঐ জান্নাতদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে ঐ উদ্যানগুলির গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ অতএব হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, প্রস্রবণ দু'টির একটির নাম তাসনীম এবং অপরটির নাম সালসাবীল। (কুরতুবী ১৭/১৭৮) আতিইয়্যা (রহঃ) বলেন, এ দু'টি প্রস্রবণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হল স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং অপরটি হল সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবেনা। (কুরতুবী ১৭/১৭৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। বহু ফল রয়েছে যেগুলির আকৃতি তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ মোটেই পরিচিত নয়। কেননা তথাকার নি'আমাত না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নি'আমাত অস্বীকার করবে?

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইব্ন আবান (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে শুনেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় যত প্রকারের তিক্ত ও মিষ্টি ফল আছে এগুলির সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও থাকবে। (কুরতুবী ১৭/১৭৯) তবে হ্যাঁ, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি এবং জান্নাতের ঐ জিনিসগুলির নামেতো মিল থাকবে বটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

৫৪। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।	٥٤. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
৫৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٥. فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫৬। সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।	٥٦. فِيهِنَّ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ
৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٧. فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৫৮। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ;	٥٨. كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ

৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٥٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?	٦٠. هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ
৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, শুইয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক। তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খাঁটি মোটা রেশমের তৈরী। তাহলে উপরটা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আস্তর বা আবরণ যদি এরূপ হয় তাহলে বাইরের অংশতো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রাহমাতের বহিঃপ্রকাশ ও নূর হবে। তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা থাকবে তা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এই জান্নাতের ফলগুলি জান্নাতীদের খুবই নিকটে থাকবে। যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে। শুইয়ে থাকুক অথবা বসে থাকুক, ডালগুলি নিজে নিজেই ঝুঁকে পড়বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১৪) সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।'

ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, ঐ জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়ত নয়না হুরেরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর কারও দিকে তাকাবেনা এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত থাকবে। এই জান্নাতী হুরীরাও তাদের এই মু'মিন স্বামীদের অপেক্ষা উত্তম আর কেহকেও পাবেনা। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুর তার জান্নাতী স্বামীকে বলবে ঃ 'আল্লাহর শপথ! সমস্ত জান্নাতের মধ্যে আপনার চেয়ে সুদর্শণ আর কেহকে দেখিনি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তরে আর কারও জন্য ভালবাসা নেই যেমনটি আপনার প্রতি রয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এই হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা হচ্ছে সম বয়স্কা, উচ্ছল, উজ্জীবিত, সতী-সাধ্বী নারী যাদের সাথে কারও কোনদিন মিলন ঘটেনি, তা মানব হোক কিংবা জিন হোক। এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করে যে, জিনেরাও জান্নাতে যাবে।

আরতাত ইব্ন মুনযির (রহঃ) বলেন, যামরাহ ইব্ন হাবীবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'মু'মিন জিনও কি জান্নাতে যাবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, মহিলা জিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানবী নারীর সাথে মানব পুরুষের বিয়ে হবে।' (তাবারী ২৩/৬৫) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর ঐ হুরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকূত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তাদেরকে খাঁটির (সচ্চরিত্র) দিক দিয়ে ইয়াকূতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ গৌরব হিসাবে অথবা আলোচনা হিসাবে লোকদের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে, না নারীর সংখ্যা বেশি হবে? তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ উক্তি করেননি? তিনি বলেছেন ঃ 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা

বিশিষ্ট। তাদের প্রত্যেকেরই এমন দু'জন করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা গোশ্ত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেহই স্ত্রীবিহীন থাকবেনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৭, ৪১৭; মুসলিম ৪/২১৭৮-২১৮০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন একজন মহিলা দুনিয়ায় উঁকি মারে তাহলে যমীন ও আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হবে। তাদের ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম।' (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী ৬/১৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত কিছুও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) যেহেতু এটা একটা খুব বড় নি'আমাত এবং যা প্রকৃতপক্ষে কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর পরই বলেন ঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে -	٦٢. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৪। ঘন সবুজ এ উদ্যানটি দু'টি।	٦٤. مُدْهَآمَّتَانِ

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৬। উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবন।	٦٦. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৬৮। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার।	٦٨. فِيهِمَا فَـٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٦٩. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭০। সেই সকলের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।	٧٠. فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ
৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧١. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭২। তারা তাবুতে সুরক্ষিত হুর।	٧٢. حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِي ٱلْخِيَامِ
৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٣. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৪। তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।	٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٥. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর।	٧٦. مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
৭৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٧. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
৭৮। কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!	٧٨. تَبَـٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

এ আয়াতগুলিতে যে দু'টি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দু'টি জান্নাত ঐ দু'টি জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দু'টির বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসের বর্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত স্বর্ণের ও দু'টি জান্নাত রৌপ্যের। প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে ইয়ামীনের স্থান। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১) মোট কথা, এ দু'টির মান ঐ দু'টির তুলনায় কম। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, ঐ দু'টির গুণাবলীর বর্ণনা এ দু'টির পূর্বে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই ঐ দু'টির ফাযীলাতের বড় প্রমাণ। তারপর এখানে وَمِن دُونِهِمَا বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এ দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা নিম্নমানের। ওখানে ঐ দু'টির প্রশংসায় ذَوَاتَا أَفْنَانٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা হয়েছে مُدْهَامَّتَانِ ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন পানি প্রবাহের ফলে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করা। (দুররুল মানসুর ৭/৭১৫) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল সম্পূর্ণ সবুজাভ।

ঐ দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণের ব্যাপারে تَجْرِيَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবহমান দু'টি প্রস্রবণ। আর এই দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রস্রবণ সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছ্বলিত দু'টি প্রস্রবণ। আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, উচ্ছ্বলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর।

ঐখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। আর এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দু'টিতে রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দু'টির শব্দগুলি সাধারণত্বের জন্য। ওটা প্রকারের দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর ফাযীলাত রাখে।

خَيْرَاتٌ এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায় অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হুরেরা যে গান গাইবে, তাতে এও থাকবে ঃ 'আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাধ্বী। আমাদেরকে সম্মানিত স্বামীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (তাবারানী ৭/২৫৭) এই পূর্ণ হাদীসটি সূরা ওয়াকি'আহয় সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে এমন ধরণের তাবু দেয়া হবে যা হবে মনি-মুক্তার তৈরী এবং এর প্রশস্ততা হবে ৬০ মাইল। এর ভিতর মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রীরা থাকবে যাদের একজন অন্যজনকে দেখতে পাবেনা এবং মু'মিন ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১)) অন্য বর্ণনায় তাঁবুটির প্রস্থ ত্রিশ মাইলের কথাও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করছেন ঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। এখানেও ঐ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল হুরেরা নিজেরাই তাদের চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু নীচু করানো হয়েছে। সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো এই দুয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই তাঁবুতে সুরক্ষিত।

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে যা খাঁটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

ওর প্রস্থ ষাট মাইল। ওর প্রত্যেক কোণায় জান্নাতীদের স্ত্রীরা রয়েছে যারা অন্য কোণার স্ত্রীদেরকে দেখতে পায়না। মু'মিনরা তাদের সকলের কাছে আসা যাওয়া করতে থাকবে।' (মুসলিম ৪/২১৮২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এদেরকে (অর্থাৎ এই হুরদেরকে) ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর পূর্বে গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হুরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু বেশি আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'রাফ রাফ" অর্থ হচ্ছে গদিআটা আসনসমূহ। (তাবারী ২৩/৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে 'রাফ রাফ' এর অর্থ একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৮৪) আল আলা ইব্ন বাদ্র (রহঃ) বলেছেন, 'রাফ রাফ' হল চৌকির উপর সাজানো আসনসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (*সুন্দর গালিচার উপর*) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবকারী' এর অর্থ হল অতি উন্নত মানের কার্পেট। (তাবারী ২৩/৮৫)

'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।' তিনি যুল-জালাল বা মহিমান্বিত। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ তাঁর ইবাদাত করা হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবেনা। তাঁকে স্মরণ করা হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বয়স্ক মুসলিমকে সম্মান করা, শাসককে মেনে চলা এবং কুরআনের ঐ হাফিযকে সম্মান করা যে কুরআন পাঠের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেনা (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ভুল অর্থ করেনা) এ বিষয়গুলি হল আল্লাহকে সম্মান করার সামিল। (আবূ দাউদ ৫/১৭৪)

রাবীআহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর সাথে

লটকে যাও।’ (আহমাদ ৪/১৭৭, নাসাঈ ৬/৪৭৯)

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবায় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত হতে সালাম ফিরানোর পর শুধু নিম্নের কালেমাগুলি পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেন ঃ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّـــلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি কল্যাণময়। (মুসলিম ৪১৪, আবূ দাউদ ২/১৭৯, তিরমিযী ২/১৯২, নাসাঈ ৩/৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/২৯৮)

সূরা আর-রাহমান এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৬ ঃ ওয়াকি‘আহ, মাক্কী ٥٦ – سورة الواقعة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯৬ রুকূ ৩) (اَيَاتُهَا : ٩٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

সূরা ওয়াকি‘আহর বৈশিষ্ট্য

আবূ ইসহাক (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একদা আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, আমাকে সূরা হুদ (১১), সূরা ওয়াকিআহ (৫৬), সূরা মুরসালাত (৭৭), সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলুন (৭৮) এবং সূরা ইযাশ্ শামসু কুউয়িরাত (৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে।’ (তিরমিযী ৯/১৮৪, হাসান গারীব)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে -	١. إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ
২। তখন সংঘটন অস্বীকার করার কেহ থাকবেনা।	٢. لَيۡسَ لِوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ
৩। এটা কেহকে করবে নীচ, কেহকে করবে সমুন্নত;	٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝
৪। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী -	٤. إِذَا رُجَّتِ ٱلۡأَرۡضُ رَجًّا
৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।	٥. وَبُسَّتِ ٱلۡجِبَالُ بَسًّا
৬। ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় -	٦. فَكَانَتۡ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا
৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।	٧. وَكُنتُمۡ أَزۡوَٰجًا ثَلَـٰثَةً

৮। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।	٨. فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ
৯। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!	٩. وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ
১০। আর অগ্রবর্তীগণইতো অগ্রবর্তী।	١٠. وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ
১১। তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত -	١١. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ
১২। সুখ উদ্যানের।	١٢. فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ বর্ণনা

ওয়াকিআহ কিয়ামাতের নাম। কেননা এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ

সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৫) এটার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। না এটাকে কেহ টলাতে পারে, না কেহ হটাতে পারে। এটা নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবেই। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ

তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। (সূরা মা‘আরিজ,৭০ ঃ ১-২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَيَوۡمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُۚ قَوۡلُهُ ٱلۡحَقُّۚ وَلَهُ ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ

যেদিন তিনি বলবেন ঃ হাশর হও সেদিন হাশর হয়ে যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্তবানুগ। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটা অবশ্যই ঘটবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটি থেমে যাবেনা, উঠিয়ে নেয়া হবেনা কিংবা পরিত্যাগও করা হবেনা। (তাবারী ২৩/৮৯)

এটা কেহকেও করবে নীচ, কেহকেও করবে সমুন্নত। ঐদিন বহু লোক নীচতম ও হীনতম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলনা। হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এই কিয়ামাত নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে। এটা নীচু হবে এবং নিকটের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে। তারপর উঁচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে শোনাবে। যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং দুলতে থাকবে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাসহ প্রকম্পিত হবে, যেমন করে চালুনী দ্বারা ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকে নাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ১) অন্যত্র আছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٌ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১)

এরপর বলেন ঃ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন ঃ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا এর অর্থ হচ্ছে পর্বতসমূহকে নির্মমভাবে ধূলিকণায় পরিণত করা হবে। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ পর্বতমালাসমূহের ঐ অবস্থা হবে যেমনটি নিচের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَثِيبًا مَّهِيلاً

পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৪) আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায়।

আবূ ইসহাক (রহঃ) হারিস (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ هَبَاء হল এমন প্রচন্ড ধূলি ধুসরিত ঝড় যা ক্ষণিকের মধ্যেই সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিবে যাতে ওর পূর্বের কোন অস্তিস্ব খুজে পাওয়া যাবেনা। আল আউফী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইহা হল ঐ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন উহা আগুনের উৎস থেকে উপরের দিকে উঠে এবং আবার নীচে পতিত হয়ে অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (তাবারী ২৩/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল ভাসমান বস্তু যাকে প্রচন্ড বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল যেন গাছের বিভিন্ন শুকনা অংশ, যা বাতাস এদিক ওদিক নিয়ে যায়।

বিচার দিবসে তিন ধরণের লোকের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। একটি দল আর্শের ডান দিকে থাকবে। তারা হবে ঐসব লোক যারা আদমের (আঃ) ডান পার্শ্বদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা হবেন জান্নাতের বেশির ভাগ লোক। দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম দিকে থাকবে। এরা হবে ঐসব লোক যাদেরকে আদমের (আঃ) বাম পার্শ্বদেশ হতে বের করা হয়েছিল। এদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব জাহান্নামী। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন!

তৃতীয় দলটি মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে থাকবেন। তাঁরা হবেন বিশিষ্ট দল। তাঁরা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী। তাঁরা হবেন ডান দিকের জান্নাতবাসীদের নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। ডান দিকের লোকদের চেয়ে তাঁরা সংখ্যায় কম হবেন। সুতরাং হাশরের মাইদানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন এই সূরার শেষে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২)

সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব (রহঃ), আবূ হাজরাহ ইয়াকূব ইব্‌ন মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ এর অর্থ হচ্ছে নাবী/রাসূলগণ। (কুরতুবী ১৭/১৯৯) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা হলেন ইল্লীয়্যিনের বাসিন্দাগণ। যারা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার ফরমান পালন করে থাকেন তারা সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৩) অন্যত্র বলেন ঃ

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১) সুতরাং এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সাওয়াবের কাজে অগ্রগামী হবে, সে আখিরাতে আল্লাহ তা‘আলার নি‘আমাতের দিকেও অগ্রবর্তীই থাকবে। প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ

শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই সে ফল পায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই থাকবে সুখদ উদ্যানে।

১৩। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে;	١٣. ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,	١٤. وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ
১৫। স্বর্ণ খচিত আসনে -	١٥. عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
১৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।	١٦. مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيۡهَا مُتَقَـٰبِلِينَ
১৭। তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা -	١٧. يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ
১৮। পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।	١٨. بِأَكۡوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٍ مِّن مَّعِينٍ
১৯। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা।	١٩. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنۡهَا وَلَا يُنزِفُونَ
২০। এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল -	٢٠. وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
২১। আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশত দিয়ে;	٢١. وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ

২২। আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর -	٢٢. وَحُورٌ عِينٌ
২৩। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ -	٢٣. كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ
২৪। তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	٢٤. جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
২৫। সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য,	٢٥. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
২৬। ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত।	٢٦. إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا

অগ্রবর্তী দলের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা ঐ বিশিষ্ট নৈকট্য লাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হল এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহ এবং পরবর্তী দ্বারা এই উম্মাত অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) এরূপ বলেছেন এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন (তাবারী ২৩/৯৮) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির সবলতার পক্ষে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা হলাম পরবর্তী, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরাই হব পূর্ববর্তী।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬) এই উক্তির সহায়ক মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও হতে পারে। তা হল ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমের আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অবতীর্ণ হয় তখন এটা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ঐ সময় ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَمِنَ الْآخِرِينَ এই আয়াত অবতীর্ণ

হয়। অর্থাৎ 'বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ। আর বাকী অর্ধাংশের মধ্যেও তোমরা থাকবে।' (আহমাদ ২/৩৯১)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল। কেননা কুরআনের ভাষা দ্বারা এই উম্মাতের অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্য হতে বেশি এবং এই উম্মাতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা হতে অধিক হবেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকদের মধ্য হতে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য হতে কম হবে। এ উক্তিটি রীতি সম্মত।

শা'বি ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন ঃ 'এই উম্মাতের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অনেক ছিলেন।' ইমাম ইব্ন সীরীনও (রহঃ) এ কথাই বলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব কম সংখ্যকই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব যে, প্রত্যেক উম্মাতেরই প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা কম। কারণ সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, তারপর এর পরবর্তী যুগ, এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্যন্ত)।' (বুখারী ৩৬৫১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

‘আমার উম্মাতের একটি দল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী থাকবে। তাদের শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না কিয়ামাত সংঘটিত হবে।’ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ ... যে পর্যন্ত না আল্লাহর নির্দেশ হবে ততদিন তারা ঐ রূপই থাকবে। (বুখারী ৭১. ৩১১৬, ৩৬৪০, ৩৬৪১, ৭৩১১, ৭৩১২, ৭৪৫৯, ৭৪৬০)

মোট কথা, এই উম্মাত বাকী সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উম্মাতের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। তারা হবে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা দীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম। ধারাবাহিকতার সাথে এ হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং প্রতি জনের জন্য আরও সত্তর হাজার করে লোক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের পালঙ্গটি সোনার তৈরী হবে। (তাবারী ২৩/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১০০) তারা ঐ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। কেহ কারও দিকে পিঠ করে বসবেনা।

তাদের সেবায় ঘুরাফিরা করবে চির কিশোরেরা। অর্থাৎ ঐ সেবকরা বয়সে একই অবস্থায় থাকবে। তারা বড়ও হবেনা, বৃদ্ধও হবেনা এবং তাদের বয়সে কোন পরিবর্তনও হবেনা, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে। তাদের হাতে থাকবে ঐ পানপাত্র যাতে চোঙ্গ এবং ধরে রাখার জিনিস থাকবে। এগুলি সুরার প্রবহমান প্রস্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সুরা কখনও শেষ হবার নয়। কেননা ওর প্রস্রবণ সদা জারী থাকবে। এই সদা-কিশোরেরা সুরাপূর্ণ পানপাত্রগুলি তাদের নরম হাতে নিয়ে ঐ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে থাকবে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবেনা এবং তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় তারা ঐ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি মদের মধ্যে চারটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

(এক) নেশা, (দুই) মাথা ব্যথা, (তিন) বমি বমি ভাব এবং (চার) অতিরিক্ত প্রস্রাব। মহান রাব্ব আল্লাহ জান্নাতের সুরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন। (কুরতুবী ১৭/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا এর অর্থ হচ্ছে, ইহা পান করায় কোন মাথা ব্যথা বা ঝিমুনি আসবেনা। তারা আরও বলেন যে, وَلَا يُنزِفُونَ এর অর্থ হচ্ছে তাদের জ্ঞানও লোপ পাবেনা। (তাবারী ২৩/১০৪, ১০৫) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ঐ চির কিশোরেরা তাদের কাছে ঘুরাফিরা করবে তাদের পছন্দ মত নানা প্রকারের ফলমূল নিয়ে এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে। যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশ্ত খেতে তাদের মন চাবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ ফল পছন্দ করে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন খুব পছন্দ করতেন। কেহ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। কেহ কোন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি আনন্দিত হলে ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেত। একদা এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে যেন কেহ এলো এবং আমাকে মাদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিল। তারপর আমি এক হৈ চৈ শুনলাম, যার ফলে জান্নাত কাঁদছিল। আমি চোখ তুলে তাকালে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই।’ এভাবে মহিলাটি বারোজন লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি বাহিনীকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকেই স্বপ্নে জান্নাতে দেখানো হয়েছে। তাদের দেহের আঘাত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। শিরাগুলো ফুটতে ছিল। নির্দেশ দেয়া হয় ঃ ‘তাদেরকে নাহরে বায়দাখ বা নাহরে বায়যাখে নিয়ে যাও।’ যখন তাঁরা ঐ নদীতে ডুব দিলেন তখন তাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত চমকাতে থাকল। অতঃপর তাঁদের জন্য সোনার থালায় খেজুর আনা হয় যা তাঁরা ইচ্ছা মত খেলেন। তারপর নানা প্রকারের ফল-মূল তাঁদের কাছে হাযির করা হল যেগুলি

চারদিক হতে বাছাই করে রাখা হয়েছিল। এগুলি হতেও তাঁরা তাঁদের মনের চাহিদা মত খেলেন। আমিও তাঁদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম।’

কিছুদিন পর একজন দূত এলো এবং বলল ঃ ‘অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন যাঁদেরকে আপনি রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন।’ দূতটি ঐ বারোজনেরই নাম করল যে বারোজনকে ঐ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সতী মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাঁকে বলেন ঃ ‘পুনরায় তুমি তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।’ মহিলাটি এবারও ঐ লোকগুলিরই নাম করলেন যাঁদের নাম ঐ দূতটি করেছিলেন। (আহমাদ ৩/১৩৫, মুসনাদ আবুল ইয়ালা (৬/৪৪) হাফিয আদ দি‘আ (রহঃ) বলেছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত পূরণ করে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে বেড়াবে।’ এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে ঐ পাখীতো বড় নি‘আমাত উপভোগ করবে?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই হবে বেশি নি‘আমাতের অধিকারী।’ তিনবার তিনি এ কথাই বলেন। তারপর বলেন ঃ ‘হে আবূ বাকর (রাঃ)! আমি আশা করি যে, আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা এই পাখীগুলির গোশত খাবে।’ (আহমাদ ৩/২২১)

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ *সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ* । এই হূরগুলি এমন হবে যেমন সতেজ, সাদা ও পরিষ্কার মুক্তা হয়ে থাকে। যেমন সূরা সাফফাতে রয়েছে ঃ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৯) সূরা আর-রাহমানেও এই বিশেষণ তাফসীরসহ গত হয়েছে।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এটা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান। অর্থাৎ এই উপঢৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। ঘৃণ্য ও মন্দ কথার একটি শব্দও তাদের কানে আসবেনা। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً

সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ১১) তবে হ্যাঁ, তারা শুনবে শুধু ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَـٰمٌ

সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৩) তাদের কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে।

২৭। আর ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!	٢٧. وَأَصۡحَـٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡيَمِينِ
২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ,	٢٨. فِي سِدۡرٍ مَّخۡضُودٍ
২৯। কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,	٢٩. وَطَلۡحٍ مَّنضُودٍ
৩০। সম্প্রসারিত ছায়া,	٣٠. وَظِلٍّ مَّمۡدُودٍ
৩১। সদ্য প্রবাহমান পানি,	٣١. وَمَآءٍ مَّسۡكُوبٍ
৩২। ও প্রচুর ফলমূল -	٣٢. وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
৩৩। যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা,	٣٣. لَّا مَقۡطُوعَةٍ وَلَا مَمۡنُوعَةٍ
৩৪। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ।	٣٤. وَفُرُشٍ مَّرۡفُوعَةٍ
৩৫। তাদের জন্য আমি করেছি বিশেষ সৃষ্টি।	٣٥. إِنَّآ أَنشَأۡنَـٰهُنَّ إِنشَآءً

৩৬। তাদেরকে করেছি কুমারী,	٣٦. فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا
৩৭। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা -	٣٧. عُرُبًا أَتْرَابًا
৩৮। (এ সবই) ডান দিকের লোকদের জন্য।	٣٨. لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ
৩৯। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।	٣٩. ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ
৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।	٤٠. وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ

ডান দিকের দলের পুরস্কার

অগ্রবর্তীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ এরা ঐ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন আহওয়াস (রহঃ), কাসামাহ ইব্ন যুহাইর (রহঃ), সাফর ইব্ন নুসাইয়ির (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ হাজরাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ঐ কুলবৃক্ষগুলি কন্টকহীন হবে। (তাবারী ২৩/১১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ গাছে ফল হবে অধিক ও উন্নতমানের। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলি হয় কাঁটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলি হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন। ফলের ভারে শাখাগুলি নুয়ে পড়বে। উৎবাহ ইব্ন আবদ আস সুলামি (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি বলবেন, জান্নাতের ঐ গাছটি কোন গাছ যাতে প্রচুর কাটা রয়েছে এবং ওর চেয়ে বেশী কাটা আর কোন গাছে নেই? বলা হল, ওটা হল কুল গাছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঐ গাছের যেখানেই কাটা রয়েছে সেখানেই ওর

পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা কুল সৃষ্টি করে দিবেন এবং প্রতিটি কুলের থাকবে সত্তরটি রং এবং একটি থেকে অন্যটি হবে ভিন্নতর। (তাবারানী ৪০২, আহমাদ ৪/১৮৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ সেখানে আরও রয়েছে *মানদূদ বৃক্ষ।* طَلْحٌ হল এক ধরনের গাছ, যা হিজাযের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা কন্টকময় বৃক্ষ। এতে কাঁটা খুব বেশি থাকে।

مَنْضُوْدٍ এর অর্থ হল কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। এ দু’টি গাছের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরাবরা এই গাছগুলির গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই পছন্দ করত। এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাঁটার স্থলে মিষ্টি ফল হবে।

জাওহারী (রহঃ) বলেন, এই গাছকে طَلْحও বলে এবং طَلْعও বলে। আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তবে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাছগুলি কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাসামাহ ইব্‌ন যুহাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ হাজরাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন طَلْح দ্বারা কলা গাছকে বুঝিয়েছেন। (তাবারী ২৩/১১২, ১১৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) আরও বলেন যে, ইয়ামানবাসী কলাকে طَلْح বলে। আল্লাহ বলেন ঃ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়া সেখানে থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, ‘জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশ’ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তথাপি ছায়া শেষ হবেনা। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ এ আয়াতটি পাঠ কর।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৫, মুসলিম ৪/২১৭৫)

অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতী গাছের ছায়া অতিক্রম করতে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর একশ’ বছর পর্যন্ত চলতে লাগবে। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ

مَّمْدُودٍ এ আয়াতটি পাঠ কর।' (আহমাদ ২/৪৮২, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৫) আরও আছে মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১১/৪১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ আর তাদের কাছে থাকবে প্রচুর ফলমূল। ওগুলি হবে খুবই সুস্বাদু। এগুলি না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল জেগেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًا

যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে ঃ আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল; বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫) জান্নাতের ফলগুলি দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই মনে হবে, কিন্তু যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম পাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, ওর পাতাগুলি হবে হাতীর কানের মত এবং ফলগুলি বড় বড় মটকার মত হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৪৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্যে গ্রহণ লাগা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও রয়েছে যে, সালাত শেষে তাঁর পিছনে সালাত আদায়কারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমি জান্নাত দেখেছি। জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।' (ফাতহুল বারী ২/৬২৭, মুসলিম ২/৬২৬)

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, উতবাহ ইব্ন আবদ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাউযে কাওসার এবং জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সে প্রশ্ন করে ঃ 'সেখানে কি ফলও

আছে?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘হ্যাঁ সেখানে তূবা নামক একটি গাছও আছে।’ বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পরে আরও বর্ণনা করেন যা আমার স্মরণ নেই। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করে ঃ ‘ঐ গাছটি কি আমাদের ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ ‘তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কোন গাছ নেই। তুমি কোন দিন সিরিয়ায় গেছ কি?’ উত্তরে সে বলল ঃ ‘না।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘সিরিয়ায় এক প্রকার গাছ জন্মে যাকে জাওযাহ বলা হয়। ও একটি মাত্র কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওর শাখা প্রশাখা থাকে চারিদিকে বিস্তৃত।’ লোকটি প্রশ্ন করল ঃ ‘ওর গুচ্ছ কত বড় হয়?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘একটি কাক এক মাস যত দূর পর্যন্ত উড়ে যাবে ততো বড়।’ লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ ‘ঐ গাছের গুঁড়ি কত মোটা?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘তুমি যদি তোমার চার বছরের উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার কাঁধ বেঁকে যায় তবুও সে ঐ গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবেনা।’ লোকটি প্রশ্ন করল ঃ ‘সেখানে কি আঙ্গুর ধরবে?’ তিনি জবাব দেনঃ ‘হ্যাঁ।’ সে জিজ্ঞেস করল ঃ ‘কত বড়?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ হতে কোন মোটা-তাজা ভেড়া নিয়ে যবাহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে ‘এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও’ এ কথা বলতে শুনেছ?’ সে জবাবে বলে ঃ ‘হ্যাঁ।’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘বেশ, এরূপই বড় বড় আঙ্গুরের দানা হবে।’ সে বলল ঃ ‘তাহলেতো একটি আঙ্গুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘শুধু তোমার ও তোমার পরিবারের জন্যই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যও যথেষ্ট হবে।’ (আহমাদ ৪/১৮৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ যা শেষ হবেনা ও যা নিষিদ্ধও হবেনা। এ নয় যে, শীতকালে থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে থাকবেনা অথবা গ্রীষ্মকালে থাকবে এবং শীতকালে থাকবেনা। বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল। চাইলেই পাওয়া যাবে। আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এমন কি কোন কাঁটাযুক্ত শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা এবং দূরেরও হবেনা। (তাবারী ২৩/১১৮) গাছের ফল তুলে নিতে কোন কষ্টই হবেনা। এদিকে একটি ফল তুলবে, আর ওদিকে আর একটি ফল এসে ঐ স্থান পূরণ করে দিবে। যেমন এ ধরনের হাদীস ইতোপূর্বে গত হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ‘আর তাদের জন্য রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ।’ এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ.إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا

এখানে ঐ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যারা থাকবেন উঁচু উঁচু সোফা এবং বিছানায়, কিন্তু এ আয়াতে তাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা সুলাইমানের (আঃ) জবানে বলেন ঃ

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ

যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল তখন সে বলল ঃ আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩১-৩২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী। ইতোপূর্বে তারা ছিল একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টিত্বের কারণে তাদের স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতে মু’মিনকে এত এত স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে।’ আনাস (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এত ক্ষমতা সে রাখবে?’ জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘একশ’ জন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।’ (মুসনাদ তায়ালেসী ২৬৯, তিরমিযী ৭/২৪১, সহীহ গারীব)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘প্রতিদিন একজন লোক একশ’ জন কুমারীর সাথে মিলিত হবে।’ (তাবারানী সাগীর ২/৬৮) হাফিয আবূ

আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) বলেন ঃ আমার মতে এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার শর্ত পূরণ করে। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) عُرُبًا এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১২১-১২৩) যাহ্হাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, '*আতরাব*' অর্থ হচ্ছে, তারা হবে সবাই তেত্রিশ বছরের সম বয়স্কা। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে একই ধরনের (বয়স)। (তাবারী ২৩/২৪) আতিয়্যিয়া (রহঃ) বলেছেন, 'তুলনামূলক'। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ এই মহিলাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিয়ের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে ঐ সব লোকদের জন্য, যারা হচ্ছে ডান দিকের দল। ইহা হল ইব্ন জারীরের (রহঃ) অভিমত।

أَتْرَاب এর অর্থ হল সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَتْرَابًا. لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরই জন্য রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশি প্রকাশমান এটাই যে, এটা ... إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি।

এও হতে পারে যে, এই لَام সম্পর্কযুক্ত اَتْرَابًا এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা

পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু এবং নাকের শ্লেষ্মা হতে পবিত্র হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণনির্মিত। তাদের দেহের ঘাম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই গঠন হবে একই রকম। তারা সবাই তাদের পিতা আদমের (আঃ) আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোক অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন ঃ ‘আজ আমার সামনে নাবীদেরকে তাঁদের উম্মাতসহ পেশ করা হয়। কোন কোন নাবীর (আঃ) একটি দল ছিল, কারও সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিল এবং কারও সাথে একজনও ছিলনা।’ হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রহঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ পর্যন্ত মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) আগমন করেন। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমার রাব্ব! ইনি কে? উত্তর হল ঃ ‘ইনি তোমার ভাই মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উম্মাত। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হে আমার রাব্ব! তাহলে আমার উম্মাত কোথায়? আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বললেন ঃ ‘তোমার ডানে পাহাড়ের দিকে তাকাও।’ আমি তাকালাম এবং এক বিরাট জামা‘আতের লোকের চেহারা দেখা গেল। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তুমি কি খুশি?’ আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ ‘এখন তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে তাকাও।’ আমি তখন তাকিয়ে অসংখ্য লোকের চেহারা দেখলাম। আবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘এখন তুমি খুশি হয়েছতো?’ আমি উত্তর দিলাম ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, এদের সাথে আরও সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।’ এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় লোক ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে

অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর জন্য দু'আ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্যও দু'আ করুন।' তিনি বলেন ঃ 'উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তোমাদের দ্বারা সম্ভব হলে তোমরা ঐ সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তা সম্ভব না হলে দিকচক্রবালের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আমি অধিকাংশ লোককেই দেখেছি যে, তারা ওখানে জমায়েত হয়ে আছে।' তারপর তিনি বলেন ঃ 'আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।' (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) তাঁর এ কথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।' আমরা তাঁর এ কথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম। আবার তিনি বললেন ঃ 'তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক।' এ কথা শুনে আমরা আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

'তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।' এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সত্তর হাজার লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে ঐ সব লোক যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনই শিরক করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'বরং এরা হবে ঐসব লোক যারা শরীরে দাগ দিয়ে নেয়না, ঝাঁড় ফুঁক করায়না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারণ করেনা, বরং সদা রবের উপর নির্ভরশীল থাকে।' (হাকিম ৪/৫৭৭, ফাতহুল বারী ১০/১৬৪, ২২৪; ১১/৩১২, ৪১৩; মুসলিম ১/১৯৮, ১৯৯; তিরমিযী ৭/১৩৯, আহমাদ ১/৪০১)

৪১। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল!	٤١. وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ
৪২। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,	٤٢. فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
৪৩। কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,	٤٣. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
৪৪। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।	٤٤. لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
৪৫। ইতোপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে।	٤٥. إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
৪৬। এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে।	٤٦. وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ
৪৭। তারা বলতো ঃ মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব আমরা?	٤٧. وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
৪৮। এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও?	٤٨. أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ
৪৯। বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা -	٤٩. قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ

	وَٱلۡأٓخِرِينَ
৫০। সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে।	٥٠. لَمَجۡمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ
৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!	٥١. ثُمَّ إِنَّكُمۡ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلۡمُكَذِّبُونَ
৫২। তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাককুম বৃক্ষ হতে,	٥٢. لَأٓكِلُونَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُّومٖ
৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,	٥٣. فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ
৫৪। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি -	٥٤. فَشَٰرِبُونَ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡحَمِيمِ
৫৫। পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।	٥٥. فَشَٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِيمِ
৫৬। কিয়ামাত দিনে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।	٥٦. هَٰذَا نُزُلُهُمۡ يَوۡمَ ٱلدِّينِ

বাম দিকের দলের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ. كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে। ইহা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২৯-৩৪) এজন্যই এখানে বলেছেন ঃ

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্র ছায়ায়। যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। এটা আরাবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন কোন জিনিসের মন্দ গুণ অধিকবার বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ গুণ বর্ণনা করার পর **وَلَا كَرِيمٍ** বলে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা করছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ দুনিয়ায় তাদেরকে যে নি'আমাতের অধিকারী করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা মত্ত ছিল। রাসূলদের (আঃ) কথায় তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, **حنث الْعَظِيمِ** দ্বারা মূর্তি পূজা উদ্দেশ্য। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৩২) এরপর তাদের আর একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকেও অসম্ভব মনে করে। তারা এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত হওয়া কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর

দেয়া হচ্ছে ঃ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوم কিয়ামাতের দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং সবাই এক মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবেনা যে দুনিয়ায় এসেছে অথচ সেখানে থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতকতো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩-১০৫) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوم সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। কিয়ামাতের দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। কম বেশি কিংবা আগে-পরে হবেনা। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। কেননা ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি এবং ঐ পানি তোমরা পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কঠিন তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রকে هَائِم বলা হয়। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে উটের পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয়না। এই রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করানো হবে, যা নিজেই একটা

জঘন্যতম শাস্তি। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা কিরূপে নিবারণ হতে পারে? এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ কিয়ামাতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্যান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন।

৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাহলে কেন তোমরা বিশ্বাস করছনা?	٥٧. نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?	٥٨. أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ
৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	٥٩. ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ
৬০। আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই -	٦٠. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা।	٦١. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ
৬২। তোমরাতো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তাহলে	٦٢. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ

তোমরা অনুধাবন করনা কেন?	ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

কিয়ামাত দিবসে বিচার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং পৌত্তলিক ও কাফিরদের ঐ দাবীও নাকচ করে দিচ্ছেন যারা বলে ঃ

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৫৬ ঃ ৪৭)

আল্লাহ তা‘আলা ঐ কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তখন তোমরা কিছুই ছিলেনা, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। লক্ষ্য কর! মানুষের বিশেষ পানির বিন্দুতো স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে থাকে। কিন্তু ঐ বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন চেষ্টা-তাদবীর নেই। এ কাজতো শুধুমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইয্যাত আল্লাহর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ঠিক তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম। আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকলেরই মৃত্যুর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি এ ক্ষমতা রাখেননা যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদের মৃতকে যে বিশেষণে ও যে অবস্থায় ইচ্ছা পরিবর্তিত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? এটাকেই অন্য জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا

মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৭) অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৬-৪০)

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?	٦٣. أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ
৬৪। তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?	٦٤. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।	٦٥. لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
৬৬। বলবে ঃ আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে!	٦٦. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
৬৭। আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি।	٦٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
৬৮। তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি?	٦٨. أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ
৬৯। তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি?	٦٩. ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ
৭০। আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?	٧٠. لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি?	٧١. أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ
৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	٧٢. ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ
৭৩। আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের	٧٣. نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا

প্রয়োজনীয় বস্তু।	لِّلْمُقْوِينَ
৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর।	٧٤. فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

উদ্ভিদের অংকুরোদগম, বৃষ্টি বর্ষণ, আগুন প্রজ্জ্বলন এ সবই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাক, জমি চাষ করে বীজ বপন কর। আচ্ছা এখন বলত! তোমরা যে বীজ বপন কর তা অংকুরিত করার ক্ষমতা কি তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার কাজ একমাত্র আমার।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা বল ঃ ‘আমি বীজ বপন করেছি,’ এ কথা বলনা ‘আমি অংকুরিত করেছি’। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি শোনার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি শুননি ঃ ‘তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি বীজ অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?’ (তাবারী ২৩/১৩৯, বায্যার ১২৮৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা বলতে শুরু করবে ঃ হায়! আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে। আমাদেরতো আসলটাও চলে গেল। লাভতো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও হারালাম! তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাক। কখনও কখনও বলে থাক ঃ হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যদি এরূপ করতাম বা ঐরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ ঐ সময় তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাক।

تَفَكُّه শব্দটির দু’টি অর্থই হতে পারে। একটি হল লাভ বা উপকার এবং অপরটি দুঃখ বা চিন্তা। مُزْن বলা হয় মেঘকে। মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ

أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ দেখ, বৃষ্টি বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুক্ত। কেহ কি মেঘ হতে পানি বর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও লবণাক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাক। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচ কর এবং জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাক। তাহলে কেন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১০-১১)

আরাবে মার্‌খ ও আফার নামক দু’টি গাছ জন্মে যেগুলির সবুজ শাখাগুলি পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়। এই নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً এই যে আগুন, যদ্দ্বারা তোমরা রান্না-বান্না কর এবং আরও বহুবিধ উপকার লাভ করে থাক, বলত, এর মূল অর্থাৎ এই গাছ সৃষ্টিকারী তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। অর্থাৎ এই আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।’ সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাইতো (জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য) যথেষ্ট।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, এ আগুনকেও দু’বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে যাতে আদম সন্তান এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে এবং ওর নিকট যেতে পারে।’ (তাবারী ২৩/১৪৪) এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হাদীস।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে আগুন ব্যবহার কর নিশ্চয়ই তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। অতঃপর উহা দু’বার সমুদ্রের পানিতে ধৌত করা হয়েছে যাতে উহা থেকে তোমরা উপকার পেতে পার। (আহমাদ ২/২৪৪)

ইমাম মালিক (রহঃ) অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে আগুন জ্বালায় তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তখন তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উত্তাপের জন্য এই পৃথিবীর আগুনইতো যথেষ্ট! তিনি বললেন ঃ (জাহান্নামের আগুন) এর চেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি গরম। (মুআত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং নায্র ইব্ন আরাবী (রহঃ) বলেন যে, مُقْوِيْنَ দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৫) কারও কারও মতে নির্জন ঘরকে مُقْوِيْنَ বলে। আবার আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষুধার্তকেই مُقْوِيْنَ বলা হয়। মোট কথা, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আগুন দ্বারা উপকার লাভের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের প্রয়োজন হয়। রান্নার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন জ্বালানোর কাজে

ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার। এটা আল্লাহ তা‘আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ যিনি এই বিরাট ক্ষমতার অধিকারী সদা-সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। যে আল্লাহ আগুন জ্বালানোর মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানিকে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই পানি তিনি করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ। দুনিয়ায় আল্লাহ তা‘আলা এই আগুন তোমাদের উপকারের জন্য বানিয়েছেন এবং সাথে সাথে এজন্যও যে, যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার এবং তা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা‘আলার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও।

৭৫। আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের!	٧٥. فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ
৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।	٧٦. وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ
৭৭। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন -	٧٧. إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ
৭৮। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,	٧٨. فِي كِتَٰبٍ مَّكۡنُونٍ
৭৯। যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা।	٧٩. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ
৮০। এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতারিত।	٨٠. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে?	٨١. أَفَبِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَنتُم مُّدۡهِنُونَ

৮২। এবং তোমরা মিথ্যা-আরোপকেই তোমাদের উপজীবা্য করে নিয়েছ!	٨٢. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের শপথ করছেন

لَا অক্ষরটি বিনা প্রয়োজনে অর্থহীনভাবে আলোচিত আয়াতে ব্যবহার করা হয়নি, যেমনটি বিভিন্ন বিজ্ঞজন বলেছেন। বরং যখন কোন জিনিসের উপর শপথ খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই لَا এসে থাকে। যেমন আয়িশার (রাঃ) নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ

لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাতকে স্পর্শ করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪) অর্থাৎ বাইআত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি। অনুরূপভাবে এখানেও لَا কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসাবে নয়। তাহলে কালামের ভাবার্থ হবে ঃ কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে যে, এটা যাদু, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর কালাম। অতঃপর আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৭)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ দ্বারা আসমানের তারকাদের উদয় ও অন্তর্ধানকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৪৮) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ তারকাগুলির অবস্থান বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৮) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা যে বিষয়ের উপর শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয়। অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সম্মানিত কিতাব। এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। অর্থাৎ শুধু মালাইকা/ফেরেশতারাই এটা স্পর্শ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় এটাকে সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, পুতঃ পবিত্র বলতে মালাইকার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৫০) আনাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), আবূ আশ শা’সা (রহঃ), যাবির ইব্‌ন যায়িদ আবূ নাহিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৫১, কুরতুবী ১৭/২৩৫)

ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে مَا يَمُسُّهُ রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষতো পাপী। (তাবারী ২৩/১৫২) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। তারা বলত যে, এই কুরআন নিয়ে শাইতান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

শাইতানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকেতো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশি ধরছে। তবে অন্যান্য উক্তিগুলিও এর অনুরূপ হতে পারে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য। কারণ এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব। এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করবে?

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর (রহঃ) হতে, তিনি শুবাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ বিশর (রহঃ) হতে,

তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কোন কোন লোকের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হলে তারা কুফরী করত এই বলে যে, অমুক অমুক তারকার জন্য তোমরা বৃষ্টি পেয়েছ। এরপর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেন وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ *এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ!* (তাবারী ২৩/১৫৪) এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

ইমাম মালিক (রহঃ) সালিহ ইব্ন কাইসান (রহঃ) হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদল্লাহ ইব্ন উতবাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রহঃ) হতে, তিনি যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বলেন ঃ ‘আমরা হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলাম, রাতে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের দিকে মুখ করে বলেন ঃ ‘আজ রাতে তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?’ জনগণ বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।’ তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ ‘আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে এবং অনেকে মু’মিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও কাওমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।’ (মুআত্তা মালিক ১৯২, ফাতহুল বারী ২/৩৮৮, মুসলিম ১/৮৩, আবূ দাঊদ ৪/২২৭, নাসাঈ ৩/১৬৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) মাঝে মাঝে বলতেন ঃ কতইনা হতভাগা তারা যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করার পরেও আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা কুরআন পাঠ করলেও ওর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার ফলে কোন উপকারই তারা লাভ করেনা।

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

৮৩। পরন্তু কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়,	٨٣. فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ
৮৪। এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক,	٨٤. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

৮৫। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।	٨٥. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ
৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও -	٨٦. فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
৮৭। তাহলে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	٨٧. تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

মৃত্যুর সময় রূহ গলার কাছে আসার পর যেমন উহা আর ফিরে যায়না তেমনি কিয়ামাত দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍۢ. وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ. وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ

যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে ঃ কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ২৬-৩০) এ জন্যই এখানে বলেন ঃ তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। অর্থাৎ একটি লোক বিদায় ক্ষণে উপস্থিত, সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, রূহ বিদায় হতে চলেছে। তোমরা সবাই তার পার্শ্বে বসে তার দিকে তাকাতে থাক। কিন্তু তোমাদের কেহ কিছু করতে পারে কি? না, কেহই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার মালাইকা ঐ মৃত্যুমুখী ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশি নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ক্রটি করেনা। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬১-৬২) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَا তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবেনা এবং তোমাদেরকে হাশরের মাইদানে হাযির করা হবেনা, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা ইত্যাদি, তাহলে আমি বলি যে, তোমরা তাহলে ঐ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? কিন্তু তোমরা তা কখনও পারবেনা। সুতরাং জেনে রেখ যে, যেমন এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম তেমনই দ্বিতীয়বার ঐ রূহকে দেহে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে জীবন দানেও আমি সক্ষম হব।

৮৮। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় -	٨٨. فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ
৮৯। তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান;	٨٩. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ
৯০। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় -	٩٠. وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ

أَصۡحَـٰبِ ٱلۡيَمِينِ	
٩١. فَسَلَـٰمٌ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَـٰبِ ٱلۡيَمِينِ	৯১। তাকে বলা হবে ঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।
٩٢. وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ	৯২। কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় -
٩٣. فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِيمٍ	৯৩। তাহলে রয়েছে আপ্যায়ন, অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা -
٩٤. وَتَصۡلِيَةُ جَحِيمٍ	৯৪। এবং দহন, জাহান্নামের।
٩٥. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ	৯৫। এটাতো ধ্রুব সত্য।
٩٦. فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ	৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মৃত্যুর সময় মানুষের অবস্থা

এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর পর মানুষের হয়ে থাকে। হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফিল থেকেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ যারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যারা তাঁর আহকামের উপর আমলকারী ছিল এবং অবাধ্যাচরণের কাজ পরিত্যাগকারী ছিল তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা নানা প্রকারের

সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। যেমন ইতোপূর্বে বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে যে, রাহমাতের মালাইকা তাদেরকে বলেন ঃ ‘হে পবিত্র দেহের পবিত্র আত্মা! বিশ্রাম ও আরামের দিকে চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনও অসন্তুষ্ট হবেননা। (আত তিওয়াল ২৫, আবূ দাঊদ) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, رَوْح এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রামের স্থান। (তাবারী ২৩/১৫৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, رَوْحٌ *‘রাওহ’* এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম। আবূ হাজরা (রহঃ) বলেন যে, *‘রাওহ’* অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বিশ্রাম লাভ। (তাবারী ২৩/১৬০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনন্দিত হওয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ এর অর্থ হচ্ছে জান্নাত ও আনন্দিত হওয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে *‘রাওহ’* অর্থ হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, *রাইহান*, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। এই তিনটি বর্ণনার ভিতর আসলে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মারা যাওয়ার পর আল্লাহর কাছ থেকে পাবে তাঁর ক্ষমা, বিশ্রাম, খাদ্য সামগ্রী, আনন্দ-উৎফুল্লতা এবং وَجَنَّةُ نَعِيمٍ জান্নাতের বাগান। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটানো হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের *রাইহান* নামক স্থানের কোন এক জায়গায় তার রূহকে জায়গা দেয়ার ব্যবস্থা করা না হয়। (তাবারী ২৩/১৬০)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই সে জান্নাতী নাকি জাহান্নামী তা জানতে পারে।

একটি সহীহ রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখীর ভিতর অবস্থান করে, যে পাখী জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের নীচে লটকানো লণ্ঠনে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম ৩/১৫০২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আ’তা ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবি লাইলা (রহঃ) গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তাঁর নিকট বর্ণনা

করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’ এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমরা কাঁদছ কেন?’ উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ ‘আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলেতো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে আমাদের পছন্দ করা হলনা)।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ ‘আসলে তা নয়। ঐ সময় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাও তাদের সাথে আরও তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কামনা করেন। কিন্তু যদি তারা সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তাহলে তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং তাদের রূহ আল্লাহ তা‘আলার নিকট হাযির হতে অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাও তাদের সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।’ (আহমাদ ৪/২৫৯) সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও আয়িশা (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১১/৩৬৪,মুসলিম ৪/২০৬৫) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় তাহলে মৃত্যুর মালাক তাকে সালাম দেয় এবং বলে ঃ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্ত র্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে বলা হবে ঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি সালাম বা শান্তি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩০-৩২) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার জন্য আপ্যায়ন রয়েছে অত্যুষ্ণ পানির এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভুঁড়ি ঝলসে দিবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ এটাতো ধ্রুব সত্য। অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِه** বলে তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হয়।' (তিরমিযী ৯/৪৩৪, নাসাঈ ৬/২০৭) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু পাল্লার ওযনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দু'টি হল ঃ **سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيْمِ**

'মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭)

সূরা ওয়াকি'আহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৭ ঃ হাদীদ, মাদানী — ٥٧ – سورة الحديد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৯, রুকূ ৪) — (اَيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

সূরা হাদীদ এর মর্যাদা

ইরবায ইব্ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের পূর্বে ঐ সূরাগুলি পাঠ করতেন যেগুলির শুরুতে ঃ سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ রয়েছে এবং বলতেন ঃ ‘এগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম।’ (আহমাদ ৪/১২৮, আবূ দাঊদ ৫/৩০৪, তিরমিযী ৮/২৩৮, ৯/৩৫১; নাসাঈ ১০৫৫১)

এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলাই খুব ভাল জানেন, আয়াতটি হল ঃ

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩) এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্বরই আসছে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলাই আমাদের আশা ভরসার স্থল। আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি, তাঁরই উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এবং সাহায্যকারী হিসাবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু	٢. لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۖ تُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।
٣. هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ	৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায়

সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক ও প্রত্যেক জিনিস তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪) সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম এবং শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শারীয়াত এবং তাঁর আহকাম হিকমাতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই অধিকারভুক্ত। তিনিই ধ্বংস করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন। যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা।

এর পরে ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে সূরার প্রথমে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম।

আবূ যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্কা আছে, কিন্তু মুখে তা আনতে ইচ্ছা হচ্ছেনা।' তাঁর এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেহই বাঁচতে পারেনি। এমন কি কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) তারপর তিনি বলেন ঃ 'যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি পড়ে নিবে।' (আবূ দাঊদ ৫/৩৩৫)

এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন ঃ ظَاهِر ও بَاطِن দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইলমের দিক দিয়ে ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭৪) এই ইয়াহইয়া (রহঃ) হলেন যিয়াদ ফারার পুত্র। তাঁর রচিত একটি পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার সময় যখন বিছানায় যেতেন তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَات السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنَزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لاَ اِلَهَ الاَّ اَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِه. أَنْتَ الْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْأَخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

‘হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের রাব্ব! হে আমাদের এবং সমস্ত জিনিসের রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদ্গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আপনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখুন।’ (আহমাদ ২/৪০৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাহল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা যখন ঘুমানোর আয়োজন করতাম তখন আবূ সালিহ (রহঃ) আমাদেরকে আদেশ করতেন যে আমরা যেন ডান কাতে শয়ন করে নিম্নলিখিত দু‘আটি পাঠ করি ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِه. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ, হে আকাশ, পৃথিবী এবং আরশের রাব্ব! আমাদের রাব্ব এবং সমস্ত কিছুর রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদ্গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের ঋণের বোঝা আপনি দূর করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্রমুক্ত করুন। (মুসলিম ৪/২০৮৪)

৪। তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।	٤. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ۚ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ
৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥. لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ
৬। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।	٦. يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيۡلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বময়

আল্লাহ তা‘আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার কথা সূরা আ’রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে পতিত হয়, কতটি চারা জন্মে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ ۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় অর্থাৎ মালাইকা এবং আমলসমূহ, এ সব কিছুই তিনি জানেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছে যায়।' (মুসলিম ১/১৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন তা যেমনই হোক, যা'ই হোক। আর তোমরা স্থলে থাক বা পানিতে থাক, রাত হোক বা দিন হোক, তোমরা বাড়ীতে থাক অথবা বাড়ীর বাইরে থাক, সবই তাঁর অবগতির পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন ও তাঁর শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أَلَآ إِنَّهُمۡ يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

জেনে রেখ, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়,

তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনিতো অন্তরের কথাও জানেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) অন্য আয়াতে আছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) সত্য কথা এটাই যে, তিনিই রাব্ব এবং প্রকৃত ও সত্য মা'বূদ তিনিই।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'ইহসানের অর্থ হল ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ আর তুমি যদি তাঁকে না দেখ তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأمُورُ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ

আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৩) তাঁর এই মালিকানার উপর আমাদের তাঁর প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০) অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأَخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

(সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ কিয়ামাত দিবসে আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।' তিনি তাঁর মাখলূকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুল্ম করেননা। বরং এক একটি সৎ আমলকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে,

আর তিনি অন্তর্যামী। অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমাতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনও দিন বড় করেন ও রাত ছোট করেন এবং কখনও রাত বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনও দু'টিকেই সমান করে দেন। কখনও করেন শীতকাল, কখনও করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনও করেন বর্ষাকাল, কখনও বসন্তকাল, আর কখনও শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি সকলের অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকেনা।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।	٧. ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
৮। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।	٨. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
৯। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন,	٩. هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ

ءَايَـٰتِۭ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।
١٠. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	১০। তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবেনা? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানাতো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।
١١. مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ	১১। কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

ঈমান আনা এবং দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের উপর এবং নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার হিদায়াত করছেন এবং তাঁর পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সম্পদ হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা তাঁর আনুগত্য হিসাবে তা থেকে ব্যয় কর এবং বুঝে নাও যে, এই সম্পদ যেমন অন্যের হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্বরই অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার জন্য রয়ে যাবে হিসাব ও শাস্তি। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ কাজে ও অন্যায় পথে তোমার সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তাহলে তোমার ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পেতনা।

আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখির (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেন ঃ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা তাকাসূর, ১০২ ঃ ১) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আদম সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মালতো ওটাই যা সে খেয়েছে, পড়েছে এবং দান খাইরাত করেছে। যা সে খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা পুরানো হয়ে গেছে, আর যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তাঁর কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আর যা সে ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্য ছেড়ে গেল।' (আহমাদ ৪/২৪, মুসলিম ৪/২২৭৩) এ দু'টি কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আননা? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করছে। তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করছেন।

সহীহ বুখারীর শরাহর প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমাদের নিকট উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে?’ উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ ‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ।’ তিনি বলেন ঃ ‘তারাতো আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে এতে বিস্ময়ের কি আছে?’ তখন তাঁরা বললেন ঃ ‘তাহলে নাবীগণ।’ তিনি বলেন ঃ ‘তাঁদের উপরতো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তাঁরাতো ঈমান আনবেনই।’ তাঁরা তখন বলেন ঃ ‘তাহলে আমরা।’ তিনি বলেন ঃ ‘কেন তোমরা ঈমানদার হবেনা? আমিতো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখ যে, উত্তম বিস্ময়পূর্ণ ঈমানদার হল ঐ লোকেরা যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ দেখে ঈমান আনয়ন করবে।’ (আল মাজমা’ ১০/৬৫)

সূরা বাকারাহর শুরুতে اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩) এর তাফসীরেও আমরা এরূপ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করেছি।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَـٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭)

এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই মীসাক বা ‘অঙ্গীকার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ অঙ্গীকার যা আদমের (আঃ) পৃষ্ঠে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই মতামত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِه آيَات بَيِّنَات আল্লাহই তাঁর বান্দার প্রতি (মুহাম্মাদ সঃ) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যুল্ম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধকার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হিদায়াত ও সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

এটা আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমান আনা ও দান-খাইরাতের হুকুম করেন, তারপর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করেন এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার এখন আর কোন ওযর বা সুযোগ নেই। দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন ঃ আমার পথে খরচ করতে থাক এবং দারিদ্রতাকে ভয় করনা। কারণ যাঁর পথে তোমরা খরচ করছ তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাণ্ডারের একাই মালিক। আরশ ও কুরসী তাঁরই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ দান-খাইরাতের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯) অন্যত্র বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের মালিক হতে কমে যাওয়ার ভয় করেনা, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তারা জানেন যে, আল্লাহর পথে যা খরচ করছে তার প্রতিদান তারা ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে।

মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করা ও জিহাদ করার মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন ঃ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ যারা মাক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে তারা তাদের সমান নয় যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সম্পদও ব্যয় করেছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিমদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ এবং শক্তি ছিল খুবই কম। আর এজন্যও যে, ঐ সময় ঈমান শুধু ঐ লোকেরাই কবূল করত যাদের অন্তর ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ। মাক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। সুতরাং ঐ সময় ও এই সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য, ঐ সময়ের মুসলিম ও এই সময়ের মুসলিমদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। ঐ সময়ের মুসলিমরা অনেক বড় প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন, যদিও উভয় যুগের মুসলিমরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে অংশীদার। বেশির ভাগ বিজ্ঞজনই মনে করে থাকেন যে, যে অভিযানের কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কার অভিযান। তবে শা'বি (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে, এখানে বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। মুসনাদ আহমাদের নিম্নের রিওয়ায়াতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে ঃ

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফের (রাঃ) মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। খালিদ (রাঃ) আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ 'আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) আমার জন্য ছেড়ে দাও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমরা উহুদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও তাদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবেনা।' (আহমাদ ৩/২৬৬)

প্রকাশ থাকে যে, এটা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা এবং তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জাযাইমা গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের পর খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ লোকগুলো বলতে শুরু করে ঃ 'আসলামনা অর্থাৎ আমরা মুসলিম হয়েছি। কিন্তু না জানার কারণে 'আমরা

ইসলাম গ্রহণ করেছি' এ কথা না বলে 'সা'বানা' অর্থাৎ 'আমরা সা'বী বা বেদীন হয়েছি' এ কথা বলেন। কেননা 'কাফিরেরা মুসলিমদেরকে এ কথাই বলত। খালিদ (রাঃ) এই কথার ভাবার্থ বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন কি তাদের মধ্যের যারা বন্দী হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ করেন। এই ঘটনায় আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খালিদের (রাঃ) বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) মন্দ বলনা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর পথে) খরচ করে তবুও তাদের এক মুদ শস্যের সাওয়াবেও পৌঁছতে পারবেনা।[১] এমন কি অর্ধ মুদ সাওয়াবেও পৌঁছতে সক্ষম হবেনা।' (মুসলিম ৪/২৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেহ যা কিছু আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। কেহকেও বেশি দেয়া হবে এবং কেহকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং

---

[১] এক মুদ সমান এক কেজির দুই তৃতীয়াংশ।

উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৫)

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছে ঃ 'আল্লাহর নিকট সবল মু'মিন, দুর্বল মু'মিন হতে উত্তম ও অধিক প্রিয়, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।' (মুসলিম ৪/২০৫২)

যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ মানুষ এই পরবর্তীদেরকে তুচ্ছ মনে করত। এ জন্যই পূর্ববর্তীদের ফাযীলাত বর্ণনা করার পর সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। মাক্কা বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য রেখেছেন তা অনুমান ভিত্তিক নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা। হাদীসে এসেছে ঃ 'এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায়।' (নাসাঈ ৫/৫৯) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন আবূ বাকর (রাঃ)। কেননা এর উপর আমলকারী সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে ইনি নেতা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নিজের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে চাননি।

আল্লাহর পথে উত্তম ঋণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا 'কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ?' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা। কেহ কেহ বলেন যে, উদ্দেশ্য হল ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়া-পড়া ইত্যাদিতে খরচ। হতে পারে যে, এ আয়াতটি সাধারণত্বের দিক দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে) তার জন্য তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ 'এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিয্ক এবং কিয়ামাতের দিনে জান্নাত।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবুদ্ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ 'হ্যাঁ, হে আবুদ্ দাহদাহ!' তখন আবুদ্ দাহদাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার হাতটি আমাকে দেখান (আপনার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিন)।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতটি আবুদ্ দাহদাহর (রাঃ) হাতে রাখলেন। আবুদ্ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ 'আমি আমার ঐ বাগানটি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ স্বরূপ দিলাম। তার ঐ বাগানটিতে ছয়শটি খেজুরের গাছ ছিল।' তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা ঐ বাগানে বসবাস করতেন। তিনি এলেন এবং বাগানের দরযার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিলেন। স্ত্রী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে নিয়ে) বেরিয়ে এসো। আমি আমার মহামহিমান্বিত রাব্বকে এ বাগানটি ঋণ স্বরূপ দিয়ে দিয়েছি।' স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন ঃ 'এটাতো খুবই লাভজনক ব্যবসা।' অতঃপর তিনি ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কতইনা গুচ্ছ গুচ্ছ মিষ্টি খেজুর আবুদ্ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ কতইনা প্রচুর সুস্বাদু খেজুরের গুচ্ছ আবুদ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে, যার শাখাগুলি ইয়াকূত ও মনিমুক্তার। (আহমাদ ৩/১৪৬, ইব্ন আবী হাতিম ২৪৩০, তাবারী ২/২৪৫)

১২। সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে,	١٢. يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ

ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	এটাই মহা সাফল্য।
١٣. يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ	১৩। সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।
١٤. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ	১৪। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা

حَتَّىٰ جَآءَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ	তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত, আর মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।
١٥. فَٱلۡيَوۡمَ لَا يُؤۡخَذُ مِنكُمۡ فِدۡيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ مَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُۖ هِيَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ	১৫। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা যোগ্য স্থান। , কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসীদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা হবে

দান-খাইরাতকারী মু'মিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ করবে। ঐ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা তাদের আমলের পরিমান অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর পুলসিরাত পার হবে। তাদের কারও কারও জ্যোতি হবে পাহাড়ের সমান, কারও হবে খেজুর গাছের সমান এবং কারও হবে দণ্ডায়মান মানুষের দেহের সমান। যে মু'মিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম হবে তার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনও জ্বলবে এবং কখনও নিভে যাবে। (তাবারী ২৩/১৭৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ প্রথমতঃ প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। এ দেখে মু'মিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য আমাদের নূর পূরা করে দিন!'

যাহহাক (রহঃ) আরও বলেন যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ

যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে (শেষ পর্যন্ত)। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।

কিয়ামাত দিবসে মুনাফিকদের অবস্থা

এর পরবর্তী আয়াতে কিয়ামাতের মাঠের ভয়াবহ ও কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, সেখানে খাঁটি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোক যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলেছে তারা ছাড়া আর কেহই পরিত্রাণ পাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ *সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করে লাভবান হতে পারি।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন অন্ধকার পূর্ণভাবে ছেয়ে যাবে এবং মানুষ তার হাতটিও দেখতে পাবেনা তখন আল্লাহ তা'আলা একটা নূর প্রকাশ করবেন। মুসলিমরা আলো দেখতে পেয়ে ঐ দিকে যাবে, তখন মুনাফিকরাও তাদের পিছন পিছন যেতে শুরু করবে। মু'মিনরা যখন সামনের দিকে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে তখন মুনাফিকদের থেকে আলো সরিয়ে নেয়া হবে। তখন তারা মুসলিমদেরকে বলবে ঃ

انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। মু'মিনগণ উত্তরে বলবেন ঃ

ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ তোমরা পিছনে অন্ধকারে ফিরে যাও এবং সেখানে আলোর সন্ধান কর। (তাবারী ২৩/১৮২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ২৩/১৮২, ইব্ন আবী সাইবাহ ১৩/১৭৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা রয়েছে (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৬) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮২) এবং ইহাই সঠিক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ জান্নাত এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুতে রয়েছে শান্তি! আর وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ জাহান্নাম, যেখানে রয়েছে আগুন এবং দহনের যন্ত্রণা! কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮৪)

তখন এই মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে ঃ 'দেখ, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, জুমু'আর সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে অবশ্য পালনীয় কাজগুলি পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের সাথেই থাকতে দাও, পৃথক করে দিওনা)।' তখন মু'মিনরা বলবে ঃ 'দেখ, কথা তোমরা ঠিকই বলছ বটে, কিন্তু وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করতো! সারা জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে থেকেছ। 'আজ তাওবাহ করব, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করব' এ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছ এবং মুসলিমদের পরিনাম কি হয় তার দিকেই চেয়ে থেকেছ। কিয়ামাত যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিলনা, কিংবা তোমরা এই আশা পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় তাহলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ার তাওফীক তোমরা লাভ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে

প্রতারক শাইতান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে রেখেছিল। অবশেষে আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছ।' ভাবার্থ হল ঃ হে মুনাফিকের দল! দৈহিক রূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও নিয়াতের সাথে আমাদের সঙ্গে ছিলেনা। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই পড়েছিলে এবং মন দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ করনি।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, মাজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকত। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করে দেয়া হবে। বিচার দিবসে উভয় দলকে আলো দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিকরা যখন প্রাচীরের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের আলো নিভে যাবে এবং উভয় দল পৃথক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/১৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَأْوَاكُمُ النَّارُ আগুনই হবে তোমাদের সবশেষ ঠিকানা এবং ওটাই হবে তোমাদের বাসস্থানের জায়গা। অতঃপর তিনি বলেন هِيَ مَوْلَاكُمْ অন্য যে কোন বাসস্থান থেকে ওটাই হবে তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ। কারণ তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। এবার বুঝে নাও, কেমন তোমাদের সর্বশেষ ঠিকানা!

১৬। যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।	١٦. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

১৭। জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।	١٧. ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأَيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ

খুশুর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং আহলে কিতাবীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ মু'মিনদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিক্র, নাসীহাত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নাবীর হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে?

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈমান আনার চার বছর অতিক্রান্ত হতেই আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দা করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (মুসলিম ৪/২৩১৯, নাসাঈ ৬/৪৮১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে ইয়াহুদী- নাসারাদের মত হতে নিষেধ করছেন। তারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে নিজেদের মনগড়া মত ও কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেদের আবিষ্কৃত উক্তিগুলি তারা মানতে থাকে। আল্লাহর দীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। নিজেদের আলেম ও দরবেশদের সনদবিহীন কথাগুলো তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই দুষ্কার্যের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় কঠোর করে দেন। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরাতে

সক্ষম হয়না। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুষ্কৃতিকারী হয়ে যায়। তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমলও মূল্যহীন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ

বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর কথাগুলির পরিবর্তন ঘটায়, সৎকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই রাব্বুল আ'লামীন এই উম্মাতকে সতর্ক করছেন ঃ সাবধান! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত হয়োনা। সর্বদিক দিয়েই তাদের হতে পৃথক থাক। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ জেনে রেখ যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ঐ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর হৃদয়কে কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করে, তেমনই আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতে পারেন। অন্তর যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আল্লাহর কিতাবের আলো আকস্মিকভাবে ঐ অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। আল্লাহর অহী অন্তরের তালা-চাবি স্বরূপ। সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই পথভ্রষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

১৮। দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম	١٨. إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ

وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ	ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।
١٩. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ	১৯। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

সাদাকাহকারী, বিশ্বাসী এবং শহীদদের পুরস্কার এবং অবিশ্বাসী কাফিরদের ঠিকানা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি অভাবগ্রস্ত দেরকে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ থেকে সৎ নিয়তে দান করে, আল্লাহ বিনিময় হিসাবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে ঐ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তারও বেশি বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্য রয়েছে বেহিসাব সাওয়াব ও মহাপুরস্কার। তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও

শহীদ। এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই। আল আমাশ (রহঃ) আবূ আদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরূক (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তারা হলেন তিন ধরনের লোক ঃ যারা দান-সাদাকাহ করে, যারা সত্যবাদী এবং যারা শহীদ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯) এখানেও সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা দুই শ্রেণীর লোক। সিদ্দীকের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী।

ইমাম মালিক (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতবাসীরা তাদের অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত জান্নাতীদেরকে এভাবেই দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশ প্রান্তে দেখে থাক।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জান্নাত লাভের মর্যাদাতো শুধু নাবীদের, তাঁরা ছাড়া এ মর্যাদায় অন্য কেহ পৌঁছতে পারবে কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এরা হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৬৮, ৪/২১৭৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতের বাগানে অবস্থান করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা পানাহার করে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঝাড়বাতির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের রাব্ব তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ

'তোমরা কি কিছু চাও?' উত্তরে তারা বলে ঃ 'আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেন ঃ 'আমিতো এই ফাইসালা করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেহ পুনরায় ফিরে যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৫০২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। ঐ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমলের স্তর অনুযায়ী হবে।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'শহীদগণ চার প্রকার। (এক) ঐ পাকা ঈমানদার যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, (তার মর্যাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এভাবে তাকাবে।' ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা এমনভাবে উঠালেন যে, তাঁর টুপিটি মাথা হতে নীচে পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় উমারেরও (রাঃ) মাথার টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্য বেরও হয়েছে। হঠাৎ একটি তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার ভাল ও মন্দ উভয় আমল রয়েছে। সে জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাফিরদের হাতে নিহত হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (চার) ঐ ব্যক্তি যার পাপ খুব বেশি আছে। সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এ হল চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।' (আহমাদ ১/২৩) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (৫/২৭৪)

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা অসৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

২০। তোমরা জেনে রেখ যে, পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ,	٢٠. ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ

وَتَفَاخُرٌۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ‌ۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا‌ۖ وَفِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغۡفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٌ‌ۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ	ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যদ্দারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও; অবশেষে ওটা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে (অবিশ্বাসীদের জন্য) রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (সৎপথ অনুসারীদের জন্য রয়েছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।
٢١. سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ‌ۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُ‌ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ	২১। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ত-তায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

এ দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণিকের খেল-তামাশা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য। أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ এখানে দুনিয়াবাসীর জন্য রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪)

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নি'আমাতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। غَيْث বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৮) সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবাসী কাফিরেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে অহংকারে ফুলে ওঠে। কিন্তু পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেতের ঐ সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার জীবনও তাই। দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে চলৎশক্তিহীনে পরিণত হয়। তার শৈশব,

কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা! যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪)

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়াতো শুধু প্রতারণার বেড়া। যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করেনা। দিন-রাত ওর চিন্তায়ই সে ডুবে থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার এমন অবস্থাও হয় যে, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে বসে।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাত জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ।' (আহমাদ ১/৩৮৭, ফাতহুল বারী ১১/৩২৮) সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায় এবং সাওয়াব ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যই এর পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ *যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল*। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে ঐ গুণাগুণ প্রদান করেছেন যার ফলে তারা তাঁর রাহমাত, প্রাচুর্যতা এবং ধৈর্যশক্তি লাভ করেছেন।

ইতোপূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য হতে দরিদ্র লোকেরা আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্পদশালী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'আমাত রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ 'এটা কিরূপে?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'সালাত, সিয়ামতো তাঁরা ও আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তাঁরা দান খাইরাত ও গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে পারিনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা কর তাহলে তোমরা সবারই অগ্রবর্তী হবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবেনা যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করবে। তা হল এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে।' কিছুদিন পর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তাঁরাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন।' (মুসলিম ১/৪১৬)

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।	٢٢. مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ
২৩। এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেননা ঔদ্ধত ও অহংকারীদেরকে,	٢٣. لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
২৪। যারা কার্পন্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٢٤. ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

মানুষের উপর যা কিছু ঘটে তা তার জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূকাতকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারও উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটা হওয়া নিশ্চিতই ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল।

যে কেহর কোন আঁচড় লাগে বা পা পিছলে পড়ে কোন আঘাত লাগে কিংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্গত হয়, এসবই তার পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আরও বহু পাপ রয়েছে যেগুলো গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ২৩/১৯৬)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারণ করেন। (আহমাদ ২/১৬৯) অন্য রিওয়ায়াতে আরও আছে যে, তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম ৪/২০৪৪, তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, ওটা হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো ওগুলির সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে তা তাঁর সীমাহীন জ্ঞানে সবই অন্তর্ভুক্ত করে।

ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ প্রদান

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কখনও টলানোর ছিলনা এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের সময় যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন হায়, হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য হয়ে না পড়। তোমরা যেন নিশ্চিন্ত থাক যে, এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদ, বিজয় ইত্যাদি

অযাচিতভাবে লাভ কর তাহলে যেন অহংকারে ফেটে না পড়। এমন যেন না হও যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে। এই সময়েও তোমাদের সামনে আমার শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ যারা মানুষের সাথে উদ্ধত ব্যবহার করে এরূপ অহংকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে। আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যধারণে কাটিয়ে দাও।'

কৃপণতা না করার আদেশ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ এ লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। কেননা তিনি সমস্ত মাখলূক হতে অভাবমুক্ত ও বেপরোয়া। তিনিতো প্রশংসার্হ। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে	٢٥. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ	**দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।**

নাবী/রাসূলগণকে মু'জিযা ও স্পষ্ট দলীলসহ পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات আমি আমার রাসূলদেরকে (আঃ) মু'জিযা দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খাঁটি, পরিষ্কার ও সত্য। আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবূল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। তবে হ্যাঁ, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায়না তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেন ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط এটা এ জন্য যে, মানুষ যেন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে। তারা যেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা তাঁর কথার মত অন্য কারও কথা সরাসরি সত্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন মু’মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহর নি‘আমাতের অধিকারী হবে তখন তারা বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

লোহার উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা তার বিরোধিতা করে তাদের দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরী করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সুদীর্ঘ তেরো বছর মুশরিকদেরকে বুঝাতে, তাওহীদ ও সুন্নাতের দা‘ওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ আকীদা সংশোধন করণে কাটিয়ে দেন। তারা স্বয়ং তাঁর উপর যেসব বিপদ আপদ চাপিয়ে দেয় তা তিনি সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই দা‘ওয়াতের কাজ পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে হিজরাত করার আদেশ দেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন যে, ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। যারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দা‘ওয়াতের কাজে বাধা দিয়েছে তাদের কপালে ও ঘাড়ে আঘাত করে যমীনকে আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাতের পূর্বে আমিই তরবারীসহ প্রেরিত

হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন এক আল্লাহরই ইবাদাত করা হয়। আর আমার রিয্ক আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননা ঐ লোকদের জন্য যারা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আমল করে সে তাদেরই একজন। (আবূ দাঊদ ৪/৩১৪, আহমাদ ২/৫০)

সুতরাং লৌহ দ্বারা মারণাস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও। এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরও বহু উপকার লাভ করে। যেমন এই লৌহ দ্বারা মুদ্রা, কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রুটির তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে চোখে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই অস্ত্র-শস্ত্রগুলি হাতে তুলে নিয়ে সৎ উদ্দেশে কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতে চায় তা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহতো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর দীনের যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের দীনকে শক্তিশালী করেন। তিনিতো জিহাদের ব্যবস্থা করেছেন বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্য। বান্দার সাহায্যের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। বিজয় ও সাহায্যতো তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে।

২৬। আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎ পথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।	٢٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

٢٧. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

২৭। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূল-গণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

অধিকাংশ নাবী/রাসূলের কাওম ছিল ধর্মদ্রোহী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ও রাসূল নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নাবী এসেছেন সবাই নূহের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। আবার ইবরাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল এসেছেন সবাই ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। সুতরাং নূহ (আঃ) ও ইবরাহীমের (আঃ) পরে বরাবরই রাসূলদের ক্রমধারা জারী থেকেছে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যাঁর অনুসারী উম্মাত কোমল হৃদয় ও নরম মেজায রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ ভীতি এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদ'আতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শারীয়াতে ছিলনা, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। ওটা হল সন্ন্যাসবাদ। এর পরবর্তী বাক্যের (আয়াতের) দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তারা এটা প্রবর্তন করেছিল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি। (তাবারী ২৩/২০৩) দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ আমি তাদের উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ওয়াজিব করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। যেমনভাবে তাদের এটা পালন করা উচিত ছিল তেমনভাবে তারা পালন করেনি। সুতরাং তারা দু'টি মন্দ কাজ করল। (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহর দীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করল। (দুই) যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করেছিল, ওর উপরও তারা প্রতিষ্ঠিত থাকলনা।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঈসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের বাদশাহরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু কতক লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের হাতে থাকে যা তারা তিলাওয়াত করত। একবার আল্লাহর কিতাবে রদবদলকারী লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাঁটি মু'মিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঃ 'এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে তাতেতো আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করেনা, এমন লোকতো পূর্ণ কাফির। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) এ ধরনের আরও বহু আয়াত

রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর দোষারোপ করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে আপনার কাছে ডাকিয়ে নিন এবং তাদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় তারা কিতাব ঐভাবে পাঠ করুক যেভাবে আমরা পাঠ করি এবং ঐরূপ আকীদাহ ও বিশ্বাস রাখুক যেরূপ বিশ্বাস আমরা রাখি।

তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ খাঁটি মু'মিনদেরকে বাদশাহর দরবারে ডেকে পাঠানো হল। তাদেরকে বলা হল ঃ 'হয় তোমরা আমাদের সংশোধনকৃত (বিকৃত) কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত মূল কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও।' তখন ঐ পবিত্র দলগুলির একটি দল বলল ঃ ' আমাদের প্রতি তোমরা কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছ? বরং তোমরা আমাদের জন্য একটি উঁচু বাড়ী তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দাও। আমাদের জন্য রশি ইত্যাদির ব্যবস্থা কর যদ্বারা, আমাদের জন্য যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য রেখে দিবে তা আমরা উপর থেকে টেনে উঠিয়ে নিব। এভাবে তোমরা আমাদের সাহচার্য থেকে দূরে থাকবে।' আর একটি দল বলল ঃ 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যাব। আমরা পাহাড়ে/জঙ্গলে চলে যাব। সেখান হতে আমরা জানোয়ারের মত খাদ্য ও পানীয় পান করব। এরপরে যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে দেখতে পাও তাহলে নির্দ্ধিধায় আমাদেরকে হত্যা কর।' তৃতীয় দলটি বলল ঃ 'তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে বসবাস করার জন্য (গীর্জার জন্য) কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দাও। আমরা সেখানেই কূপ খনন করব এবং চাষাবাদ করব। তোমাদের লোকালয়ে আমরা কখনই আসবনা।' এই আল্লাহভীরু দলগুলির সাথে ঐ লোকগুলির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর করল এবং এ লোকগুলি নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّه ... *কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি* এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৩/২০৩, নাসাঈ ৮/২৩১)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীর (আঃ) জন্যই সন্ন্যাসবাদ ছিল এবং

আমার উম্মাতের সন্ন্যাসবাদ হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (আহমাদ ৩/২৬৬, আবুল ইয়ালা ৪২০৪)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে একজন লোক এসে বলে ঃ 'আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।' তিনি তাকে বলেন ঃ 'তুমি আমার কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদন আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলাম। সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটাই সমস্ত সৎ কাজের মূল। তুমি জিহাদকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নাও। এটাই হল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর আল্লাহর যিক্‌র এবং কুরআন পাঠকে তুমি নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে নাও। এটাই আকাশে তোমার মর্যাদার স্তর নির্ধারক এবং পৃথিবীতে তোমার সুনামের ভিত্তি।' (আহমাদ ৩/৮২)

২৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٢٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
২৯। এটা এ জন্য যে, কিতাবীরা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই; অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা	٢٩. لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو

ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ.	অনুগ্রহশীল।

আহলে কিতাবীরা ঈমান আনলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে মু'মিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন সূরা কাসাসের আয়াতে (৫২-৫৪ নং আয়াত) রয়েছে। আর একটি হাদীসে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। (এক) ঐ আহলে কিতাব, যে তার নাবীর (আঃ) উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান এনেছে। সে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। (দুই) ঐ গোলাম, যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং তার মনিবের হক আদায় করে। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (তিন) ঐ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে যথাযথ শিক্ষা দিয়েছে এবং শরয়ী আদব শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/২২৯, মুসলিম ১/১৩৪) যাহহাক (রহঃ), উতবাহ ইব্‌ন আবী হাকিম (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৩/২০৮, ২১০)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষক্রটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৯)

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদেরকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'সাড়ে তিনশ' গুণ পর্যন্ত।' তখন উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করে বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দিয়েছেন।’ সাঈদ (রহঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহর يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِه ... এ উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২৩/২১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার কোন একটি কাজে কতকগুলো লোক নিয়োগ করার ইচ্ছা করল। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল ঃ ‘এমন কেহ আছে কি যে আমার নিকট হতে এক কীরাত (স্বর্ণ ওযন করার বিশেষ পরিমান) গ্রহণ করবে এবং এর বিনিময়ে ফাজর হতে যুহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে?’ তার এ কথা শুনে ইয়াহূদরা কাজ করল। সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ ‘যে যুহর হতে আসর পর্যন্ত কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করব।’ এতে নাসারাগণ রাযী হল এবং কাজ করল (ও মজুরী নিল)। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ ‘আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই কীরাত প্রদান করব।’ তখন তোমরা (মুসলিমরা) কাজ করলে। তাই ইয়াহূদী ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হল। তারা বলতে লাগল ঃ ‘আমরা কাজ করলাম বেশি অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম।’ তখন তাদেরকে বলা হল ঃ তোমাদের হক কি নষ্ট করা হয়েছে?’ তারা উত্তরে বলল ঃ ‘না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে।’ তখন তাদেরকে বলা হল ঃ ‘তাহলে এটা হল আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা প্রদান করি।’ (আহমাদ ২/৬, ১১১; ফাতহুল বারী ৪/৫২১, ৬/৫৭১)

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত যে তার কোন কাজে কতকগুলো লোককে নিয়োগ করল এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল, আর বলল ঃ ‘তোমরা সারা দিন কাজ করবে।’ তারা কাজে লেগে গেল। কিন্তু অর্ধদিন কাজ করার পর তারা বলল ঃ ‘আমরা আর কাজ করবনা এবং যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবনা।’ লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বলল ঃ ‘এরূপ করনা, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও।’ কিন্তু তারা অস্বীকার করল এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে গেল। সে তখন অন্য লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল এবং বলল ঃ ‘তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে

এবং পূরা এক দিনেরই মজুরী পাবে।' এ লোকগুলো কাজে লেগে গেল। কিন্তু আসরের সময়েই তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ 'আমরা আর কাজ করতে পারবনা এবং মজুরীও নিবনা।' লোকটি তাদেরকে অনেক বুঝালো এবং বলল ঃ 'দেখ, এখন দিনেরতো আর বেশি অংশ বাকী নেই। তোমরা কাজ কর এবং পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।' কিন্তু তারা মানলো না এবং মজুরী না নিয়েই চলে গেল। লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল ঃ 'তোমরা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে এবং পূরা দিনের মজুরী পাবে।' অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্বের দু'টি দলের মজুরীও নিয়ে নিল। সুতরাং এটা হল তাদের (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) দৃষ্টান্ত এবং ঐ নূরের (ইসলামের) দৃষ্টান্ত যা তারা কবূল করল।' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও তাদের কোন অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তাঁর অনুগ্রহের হিসাব কেহই নিতে পারেনা। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

সপ্তবিংশতিতম পারা এবং সূরা হাদীদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৮ ঃ মুজাদালাহ, মাদানী

٥٨ – سورة المجادلة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২২, রুকূ ৩)

(اٰيَاتُهَا : ٢٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। (হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা	١. قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَـٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ

সূরা মুজাদালাহ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ‘বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি’ এসে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত চুপে চুপে কথা বলতে শুরু করে যে, আমি ঐ ঘরেই থাকা সত্ত্বেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে কি বলছে! কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঐ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করেন قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا।’ ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এ হাদীসটি তার গ্রন্থের ‘তাওহীদ’ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া নাসাঈ (রহঃ), ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ)তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৬, ফাতহুল বারী ১৩/৩৮৪, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৭, ইমাম নাসাঈ ৬/১৬৮, তাবারী ২৩/২২৫)

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহ কল্যাণময় যিনি উঁচু-নীচু সব শব্দই শুনতে পান। খাওলা বিন্‌ত

সা'লাবাহ্ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় তখন এত ফিস্ফিস করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে আসছিলনা। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আমার সম্পদ ব্যবহার করেছে, আমার যৌবনতো তার সাথেই কেটেছে, আমি তার জন্য গর্ভ ধারণ করেছি। এখন আমি বুড়ি হয়ে গেছি এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। যাহেলী যুগে আরাব সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ *তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ - এ কথা বলত তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে)* হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে দুঃখের কান্না কাঁদছি।' তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি, ইতোমধ্যেই জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার স্বামীর নাম ছিল আউস ইব্ন সামিত (রাঃ)।

২। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা; তারাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল	٢. ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓئِى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে একে অপরকে স্পর্শ	٣. وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে - এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।
٤. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ	৪। কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ হবে সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

যিহার করা এবং উহার কাফফারা

খুওয়াইলাহ বিন্ত সা'লাবাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এবং আউস ইব্ন সামিতের (রাঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালাহর প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রও ভাল ছিলনা। একদা তিনি আমার কাছে আসেন, আমি তাঁকে এমন এক কথা বলে ফেলি যে, তিনি রাগান্বিত হন এবং আমাকে বলে ফেলেন ঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ। তারপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে যান এবং তার গোত্রের লোকদের সাথে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। এরপর তিনি আমার

সাথে সহবাস করতে চাইলে আমি বললাম ঃ কখনও না, যাঁর হাতে খুওয়াইলাহর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আপনার এ কথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালা হয়। কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তিনি মিলিত হতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বয়স্ক ছিলেন বলে আমি তাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। আমি আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে একটা কাপড় ধার নিয়ে তা গায়ে দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করলাম। আমার স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি তাঁর সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা করলাম এবং তাঁর দুস্কর্মের অভিযোগ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতে থাকলেন ঃ 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার স্বামীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, সেতো অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে।' আল্লাহর শপথ! ঐ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে তিনি বলেন ঃ 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।' অতঃপর তিনি قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ হতে وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'তোমার স্বামীকে বল যে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারতো কোন গোলামই নেই। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সে যেন একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করে।' আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনিতো অতি বৃদ্ধ। দুই মাস সিয়াম পালন করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে সে যেন এক ওয়াসাক (প্রায় ৬০ সা') খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ পরিমাণ খেজুরও তাঁর কাছে নেই। তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, আমি তাকে এক ঝুড়ি খেজুর দিচ্ছি।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঠিক আছে, বাকীটা আমি দিচ্ছি। তিনি বললেন ঃ 'বাহ! বাহ ! খুবই ভাল কাজ করলে তুমি। যাও, এটা আদায় কর। আর তোমার স্বামীর যত্ন নাও।' আমি তাই করলাম। (আহমাদ ৬/৪১০, আবূ দাঊদ ২/৬৬২, ৬৬৪)

কোন কোন রিওয়ায়াতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ্ এর স্থলে খাওলাহ্ রয়েছে এবং বিন্‌ত সা'লাবাহ্ এর স্থলে বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন সা'লাবাহ্ আছে। এসব উক্তিতে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের বিরোধ হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই সূরার প্রাথমিক এই আয়াতগুলির সঠিক শানে নুযূল এটাই।

ظِهَارٌ শব্দটি ظَهْر শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করার সময় বলত ঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ। জাহিলিয়াতের যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হত। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের জন্য এতে কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহিলিয়াতের যুগে এই প্রথা ছিল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي *তাদের পত্নীগণ তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা।* অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ বা مِثْلُ اُمِّيْ অথবা كَظْهِرْ اُمِّيْ কিংবা এগুলির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনও তার মা হতে পারেনা। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا তারাতো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। তিনি জাহিলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে। ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) উক্তি মতে এর ভাবার্থ হল ঃ যিহার করল, তারপর ঐ স্ত্রীকে আটক করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত এমন অনেকটা সময় অতিবাহিত হল যে, ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারত, কিন্তু তালাক দিলনা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ আবার ফিরে এলো সহবাসের দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করল। এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করে।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ সহবাস করার ইচ্ছা করল বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করল।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে বিষয়কে সে নিজের জীবনের উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার যে বৈধ করতে চায় সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে তাহলে কোন দোষ নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে مَسّ দ্বারা সহবাস করাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৩১) আ'তা (রহঃ), যুহরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

যুহ্রী (রহঃ) আরও বলেন যে, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে চুম্বন করা, স্পর্শ করা ইত্যাদিও জায়িয নয়।

সুনান গ্রন্থকারগণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছি (এখন উপায় কি?)।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি এটা কেন করেছ?' উত্তরে সে বলে ঃ 'চাঁদনী রাতে তার পাঁয়জোর (পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'এখন হতে আর তার নিকটবর্তী হয়োনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা আদায় কর।' (আবূ দাউদ ২/৬৬৬, তিরমিযী ৪/৩৮০, নাসাঈও ৬/১৬৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি দাস মুক্ত করতে হবে। দাসকে যে মু'মিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্ফারায় দাসের মু'মিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। অর্থাৎ তোমাদের ধমকানো হচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا গোলাম আযাদ করার যার সামর্থ্য থাকবেনা, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসেও রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ২/৭৮১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ এই আহকাম আমি এ জন্যই নির্ধারণ করেছি যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। সাবধান! তোমরা তাঁর বিধানের উল্টা কাজ করনা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ তোমরা কখনও এ ধারণা পোষণ করনা যে, যারা কাফির হবে, ঈমান আনবেনা, আমার আদেশ মান্য করবেনা, শারীয়াতের আহকামের অমর্যাদা ও অসম্মান করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। জেনে রেখ যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ	**৫। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ**

بَيِّنَـٰتٍۢ ۚ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ	করেছি; কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
٦. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ	৬। সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত; আল্লাহ উহার হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।
٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ	৭। তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

ধর্মীয় বিরুদ্ধাচরণকারীর শাস্তি

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শারীয়াতের আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছি, যাদের অন্তরে ঔদ্ধত্যপনা রয়েছে তারা ছাড়া কেহই এগুলি অস্বীকার করতে পারেনা। আর যারা এগুলি অস্বীকার করে তারা কাফির এবং এসব কাফিরের জন্য এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং এরপর পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন এবং তারা দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন। তাঁর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী ওগুলি লিখে রেখেছেন। না আল্লাহ হতে কোন কিছু গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু ভুলে যান।

আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ তোমরা যেখানেই থাক এবং যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সব কথাই শোনেন এবং তোমাদের সব অবস্থাই দেখেন। তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সারা দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তাঁর কাছে সব সময়ই রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন লোক মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি চতুর্থজন হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা তিনজন আছে, বরং আল্লাহ তা‘আলাকে চতুর্থজন হিসাবে গণ্য করা উচিত। অনুরূপভাবে পাঁচজন লোক পরস্পর গোপন পরামর্শ করলে ষষ্ঠজন আল্লাহ তা‘আলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না

কেন তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলীও লিখতে রয়েছেন যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭৮) অন্যত্র আছে ঃ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮০)

অধিকাংশ বিজ্ঞজন এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল مَعِيَّةُ عِلْم আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব জায়গায়ই বিদ্যমান থাকা নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই উদ্দেশ্য। তিনজনের সমাবেশে চতুর্থটি হবে তাঁর ইল্ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তা সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, এটা সুনিশ্চিত যে, তাঁর শোনা এবং দেখাও এভাবেই তাঁর ইল্মের সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত মাখলূকের কার্যাবলী সম্যক অবগত। তাদের কোন কাজই তাঁর নিকট গোপনীয় নয়। সুতরাং তারা যা কিছু করছে, তিনি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতকে ইল্ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্ম দ্বারাই শেষ করেছেন।

৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনা, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে	٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟

এবং পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধা-চরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!	عَنْهُ وَيَتَنَـٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে।	٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
১০। শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিন-দেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা	١٠. إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ	**ব্যতীত শাইতান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য হল আল্লাহর উপর নির্ভর করা।**

ইয়াহুদীদের নিকৃষ্ট আচরণ

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহুদী। (তাবারী ২৩/২৩৬) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) আরও যোগ করে বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইয়াহুদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন ইয়াহুদীরা এই কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলিমকে দেখত এবং যেখানেই কোন মুসলিম তাদের কাছে যেত তখন তারা এদিকে-ওদিকে একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করত যে, যে মুসলিম একাকী তাদের কাছে থাকত সে ধারণা করত যে, তারা তাকে হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। সুতরাং সে ঐ পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে যেত। যখন এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছতে লাগল তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে এই ঘৃণ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে লিপ্ত থাকল। (দুররুল মানসুর ৮/৮০) তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ তারা পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো পাপ কাজের উপর কানাকানি করে যাতে অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, অথবা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের উপর কানাকানি করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে।

وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলা ঐ পাপী ও বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তাঁকে অভিবাদন করেননি।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলে ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ *আস সামু আলাইকা ইয়া আবুল কাসিম* হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক!)। তখন আয়িশা (রাঃ) প্রতিউত্তরে বলেন ঃ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ *(ওয়া আলাইকুমুস সামু)* তোমাদেরও মৃত্যু হোক। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দ বচন ও কঠোর উক্তিকে অপছন্দ করেন।' আয়িশা তখন বলেন ঃ 'আপনি কি শুনেননি যে, তারা আপনাকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলেছে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি শুননি যে, আমি তাদেরকে وَعَلَيْكُمْ বলেছি?' তখন আল্লাহ তা'আলা ... وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী, ২৩/২৩৬, ২৩৭)

সহীহ হাদীসের অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছিলেন ঃ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّعْنَةُ *তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে মৃত্যু, অসম্মান ও অভিশাপ* এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবূল হয়নি।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৬)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহুদী এসে তাঁদেরকে সালাম করল। তাঁরা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে কি বলল তা কি তোমরা জান?' তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো সালাম করল।' তিনি বললেন ঃ 'বরং সে ঃ سَامٌ عَلَيْكُمْ বলেছে। অর্থাৎ 'তোমাদের ধর্ম মিটে যাক' বা 'তোমাদের ধর্মের পরাজয় ঘটুক।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তাকে ডেকে আনো।' তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি কি ঃ سَامٌ

عَلَيْكُمْ বলেছ?' সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন ঃ 'যদি আহলে কিতাবদের কেহ তোমাদেরকে সালাম দেয় তাহলে তোমরা বলবে ঃ عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমার উপরও ওটাই যা তুমি বললে। (তাবারী ২৩/২৪০, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৩)

ঐ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশি হয়ে মনে মনে বলত ঃ 'যদি ইনি সত্যি আল্লাহর নাবী হতেন তাহলে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দুনিয়ায়ই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাতো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালের শাস্তিই যথেষ্ট, সেখানে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (আহমাদ ২/১৭০)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুযূল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহুদীদের এভাবে সালাম দেয়ার পদ্ধতি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যি সত্যি নাবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা যা বলি সেই জন্য আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

গোপন পরামর্শের ব্যাপারে শিক্ষণীয় আদব

এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিতে বলছেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ হে মু'মিনগণ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের মত কাজ করনা। তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে। তোমাদের সদা-সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত যাঁর কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে, যিনি ঐ সময় তোমাদেরকে প্রত্যেক সাওয়াব ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তোমরা যদিও ভুলে গেছ, কিন্তু তাঁর কাছে সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শাইতান বা অন্য কেহ তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনরা যদি এরূপ কোন কার্যকলাপের আভাস পায় তাহলে তারা যেন اَعُوْذُ بِاللّٰه পাঠ করে ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

যে কানাকানির কারণে কোন মুসলিমের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে, কেননা এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।' (আহমাদ ১/৪২৫, ফাতহুল বারী ১১/৫৮, মুসলিম ৪/১৭১৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা এতে সে মনে দুঃখ ও কষ্ট পায়।' (মুসলিম ৪/১৭১৭, আবদুর রায্যাক ১১/২৬)

১১। হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ	١١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِى ٱلۡمَجَـٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡ‌ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ

أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সেই সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

মাজলিসে বসার আদব

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মাজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ যখন তোমরা কোন মাজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেহ এসে পড়লে তখন তাঁর বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশে তোমরা একটু একটু করে সরে বসবে এবং এভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা প্রত্যেক আমলের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মাসজিদ বানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন।' (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ করে দিবেন। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিক্‌রের মাজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়ায্ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু উপদেশ বাণী প্রদান করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেহ একজন এসে পড়লেন। কিন্তু কেহই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে ঐ লোকটি বসতে পারেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা একটু একটু করে সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে যায়। (তাবারী ২৩/২৪৪)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন মানুষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় না বসে, বরং তোমরা মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও।' (আহমাদ ২/১২৬, ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/১৭১৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেহ অন্যকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবেনা, বরং জায়গা করে তারপর সেখানে বসবে। তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৫২৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন ঃ কোন লোকের উচিত হবেনা যে, সে তার বসার জায়গা অন্যকে ছেড়ে দিবে, বরং সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা করে দিবে। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তার জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৩৩৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে। অনুরূপভাবে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৪৪, কুরতুবী ১৭/২৯৯, দুররুল মানসুর ৮/৮২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও ভাল কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিবে। (তাবারী ২৩/২৪৫)

জ্ঞানী ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ যখন তোমাদেরকে মাজলিসে জায়গা করে দেয়ার কথা বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন উঠে যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্য মানহানিকর মনে করনা, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমাদের এ সৎ কাজ তিনি বিনষ্ট করবেননা। বরং এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় ঘাড় নুইয়ে দেয়, তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

আবূ তুফায়েল আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসফান নামক স্থানে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সঙ্গে নাফি' ইব্ন হারিসের (রাঃ) সাক্ষাৎ হয়। উমার (রাঃ) তাঁকে মাক্কার গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'মাক্কায় কাকে তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'ইব্ন আবযাকে (রাঃ) আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি।' তখন

উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ ‘সেতো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি করে তাকে মাক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে এলে?’ তিনি জবাবে বললেন ঃ ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! তিনি আল্লাহর কুরআনের পাঠক, ফারায়েযের আলেম এবং বিচার কাজেও একজন ভাল কাযী।’ এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘তুমি সত্য বলেছ। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের কারণে এক কাওমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা কমিয়ে দিবেন’।’ (আহমাদ ১/৩৫, মুসলিম ১/৫৫৯)

আলেমদের যে ফাযীলাতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, এ সবগুলি আমি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমের শারাহয় জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১২। হে মু’মিনগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে উহার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও তাহলে এ জন্য তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য করা হবেনা। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَـٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৩। তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ্ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত	١٣. ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَـٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ	**প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।**

রাসূলের (সাঃ) সাথে গোপনে কথা বলার ব্যাপারে সাদাকাহ প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন কথা বলার পূর্বে তাঁর পথে সাদাকাহ প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তোমরা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পরামর্শ করার যোগ্য হতে পার। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত দিনের জন্য রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক মনে করে থাক তাহলে তোমাদেরকে এজন্য কোন চিন্তা করতে হবেনা। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্য সাদাকাহ প্রদান করতে হবেনা। এখন তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর।

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র আলীই (রাঃ) লাভ করেন। তারপর এ হুকুম উঠে যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এ হুকুম জারী করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের উপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। (তাবারী ২৩/২৪৯) ইকরিমাহ (রহঃ) ও হাসান বাসরীরও (রহঃ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কাতাদাহ্‌ (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। সাহাবীগণের কেহ কোন যরুরী কথা বলতে চাইলেও সাদাকাহ প্রদান না করা পর্যন্ত তা বলতে পারছিলেননা। ফলে তাদের জন্য এ বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শুধু দিনের এক ঘন্টার জন্য এ হুকুম জারী থাকে। (তাবারী ২৩/২৪৯) আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যই এটা জারী থাকে, অতঃপর এটা মানসূখ হয়ে যায়। (মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক ৩/২৮০)

১৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের (মুসলিমদের) দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও (ইয়াহুদীদের) দলভুক্ত নয় এবং তারা জেনে মিথ্যা শপথ করে।	١٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
১৫। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। কত মন্দ তারা যা করে!	١٥. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

১৬। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	١٦. ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ
১৭। আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবেনা; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।	١٧. لَّن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
১৮। যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী।	١٨. يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحۡلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ ۖ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ عَلَىٰ شَيۡءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡكَـٰذِبُونَ
১৯। শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।	١٩. ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ

ٱلشَّيۡطَـٰنِ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ	

মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে ইয়াহুদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহুদীদেরও দলভুক্ত নয় এবং মু'মিনদেরও দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُّذَبۡذَبِينَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلاً

এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে। তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৩) তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয়। তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে। মু'মিনদের কাছে এসে তারা মু'মিনদের পক্ষেই কথা বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে শপথ করে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে যে, তারা নিশ্চিতরূপে মুসলিম। অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। তারা যে মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা বোধ করেনা। তাদের এই দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। এই প্রতারণার জন্য তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। তারাতো তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুষ্কৃতিকে গোপন করে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে পেশ করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না,

তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবেনা।

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করবেন, কেহকেও বাদ রাখবেননা। তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্য রূপে দেখাত, অনুরূপভাবে ঐ দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার উপর বড় বড় শপথ করবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী ধরা পড়বেনা। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফাঁকিবাজি ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনিতো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ দুনিয়ায়ও মু'মিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'যে গ্রামে বা মরু ভূমিতে তিনজন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়না, তাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তুমি জামা'আতকে অপরিহার্য করে নাও। বাঘ ঐ বকরীকে খেয়ে ফেলে যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।' (আবূ দাঊদ ১/৩৭১) সায়েব (রহঃ) বলেন যে, এখানে জামা'আত দ্বারা সালাতের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ তারা শাইতানেরই দল। অর্থাৎ যাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং এর ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের	٢٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ	অন্তর্ভুক্ত।
٢١. كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ	২১। আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।
٢٢. لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.	২২। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত, সফল পরিণাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে অবিশ্বাসী বিদ্রোহীরা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হিদায়াত হতে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শারীয়াতের বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাঞ্ছিত। তারা আল্লাহ তা'আলার রাহমাত হতে ও তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে হবে বঞ্চিত। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي তিনি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ লাউহে মাহফুজে এটা লিখিত হয়ে গেছে যা কখনও পরিবর্তন হবার নয় এবং তাঁর এ ইচ্ছার প্রতিফলনে বাধা দেয়ারও কেহ নেই। পরিশেষে তিনি, তাঁর কুরআন, তাঁর রাসূল এবং মু'মিন বান্দাগণ দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়ী হবেনই। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْأَشْهَـٰدُ.يَقُومُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অর্থাৎ ঐ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর শত্রুদের উপর জয়যুক্ত থাকবেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম হিসাবে বিজয় ও সাহায্য লাভ মু'মিনদেরই জন্য।

অবিশ্বাসীরা কখনও বিশ্বাসীদের বন্ধু হতে পারেনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ হে নাবী! তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে পাবেনা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে – হোকনা এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৪)

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীম (রহঃ) বলেন যে, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... এ আয়াতটি আবূ উবাইদাহ্ আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাররাহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি তাঁর (কাফির) পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। উমার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন খিলাফাতের জন্য একটি দলকে নির্ধারণ করেন (যে, তাঁরা মিলিতভাবে যাঁকে ইচ্ছা খালীফা নির্বাচন করবেন) ঐ সময় তিনি আবূ উবাইদাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ 'তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই আমি খালীফা নিযুক্ত করতাম।' এ কথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ ছিল। যেমন আবূ উবাইদাহ্ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছিলেন, আবূ বাকর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুর রাহমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন, মুসআব ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ) তাঁর ভ্রাতা উবায়েদ ইব্‌ন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং উমার (রাঃ), হামযাহ্ (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং উবাইদাহ্ ইব্‌ন হারিস (রাঃ) নিজেদের নিকটতম আত্মীয় উৎবাহ্, শায়বাহ্ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উৎবাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ 'তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে মুসলিমদের আর্থিক সংকট দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হতে পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। তাছাড়া তারাতো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে।' কিন্তু উমার (রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে মুসলিমের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশ্‌রিকদের প্রতি কোনই ভালবাসা নেই। আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন। আলীর (রাঃ) হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক কাফিরকে সমর্পণ করুন!' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ যারা নিজেদের অন্তর আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীন এবং নিজেদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি

ভালবাসা পরিত্যাগ করে, যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়, তারা হল পূর্ণ ঈমানদার। তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে বসেছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর জন্য তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাদেরকে এত বেশি করে দিয়েছেন যে, তারাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তারাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই হবে সফলকাম। আর শাইতানের দলটি অবশ্যই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা মুজাদালাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৫৯ ঃ হাশ্‌র, মাদানী
(আয়াত ২৪. রুকু ৩)

٥٩ – سورة الحشر ، مَدَنِيَّةٌ
(اٰيَاتشها : ٢٤ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, এটা হল সূরা বানী নাযীর। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা হল সূরা হাশ্‌র।' তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি বানু নাযীর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা কি সূরা বানী হাশর?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ সূরা বানী নাযীর। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৭, মুসলিম ৪/২৩২২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ হতে;	٢. هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ

حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ	কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারনাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর!
٣. وَلَوۡلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ	৩। আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
٤. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ	৪। উহা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলেতো আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।
٥. مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِيَ	৫। তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ

ٱلۡفَـٰسِقِينَ	পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাদের নিজ ভাষায় তাসবীহ্ পাঠ করে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের ব্যাপারে বিজ্ঞানময়।

বানী নাযিরদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب তিনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাযীরকে আবাসস্থল হতে বিতাড়িত করেছিলেন।

এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মাদীনায় হিজরাত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার এই ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেননা এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেনা। কিন্তু ঐ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে দেন। তারা যে এখান হতে (মাদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলিমরা কল্পনাও করেনি। স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দূর্গ বিদ্যমান থাকা

সত্ত্বেও কেহ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর মার পড়ল তখন তাদের ঐ মযবূত দূর্গগুলি থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ল যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিলেন। তাদের কেহ কেহ সিরিয়ার কৃষিভূমির দিকে চলে গেল এবং কেহ কেহ গেল খায়বারের দিকে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্য তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিল এবং যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারল তা নিয়ে গেল। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, কিভাবে তাদের উপর অকস্মাৎ আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ কাফিরেরা ইব্‌ন উবাই এবং তার আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো। এ পত্রটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেই লিখিত হয়। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ 'তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলূল্লাহকে সঃ) তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছ। এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিব এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করব। অতঃপর তোমাদের সকল যোদ্ধা ও বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের নারীদেরকে দাসী বানিয়ে নিব।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর পরামর্শ করল এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেন ঃ 'আমি অবগত হয়েছি যে, কুরাইশদের পত্র তোমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তারা তোমাদের ততখানি ক্ষতি করতে পারবেনা যত

ক্ষতি তোমরা নিজেদের হাতে রচনা করতে যাচ্ছ। তোমরা কি নিজেরাই নিজেদের হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছ?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ তাদের উপর ক্রিয়াশীল হল এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। এ খবরটি কুরাইশদের কাছেও পৌঁছল। কিন্তু কুরাইশরা বদরের যুদ্ধ শেষে আবার পত্র লিখলো এবং তাদের শক্তি ও দুর্ভেদ্য দূর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এও জানিয়ে দিল যে, যদি মাদীনার ইয়াহুদী, নাসারা, কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে কুরাইশরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের নারীদেরকে তাদের থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা। এর ফলে মাদীনার ঐ লোকগুলো আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল। বানু নাযীর গোত্র তখন পরিষ্কারভাবে চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল যে, তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল মাঝামাঝি এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। যদি তাদের এ লোকগুলো তাঁকে সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনে তাহলে তারাও তাঁর সাথে ঈমান আনবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দুরভিসন্ধি তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন। ফলে তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হলনা।

তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেন ঃ 'তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তাহলেতো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই।' তারা তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরকে উক্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযাহর নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান হতে পুনরায় বানু নাযীরের নিকট গমন করেন। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ 'তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব-

পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও।’ সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন কি দরজা ও কাঠগুলিও উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের খর্জুর-বৃক্ষগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা এগুলি তাঁকেই দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٍ وَلَا رِكَابٍ

আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই’ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খর্জুর-বৃক্ষগুলির অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। আনসারগণের মধ্যে শুধু দু’জন অভাবগ্রস্তকে অংশ দেন। এ ছাড়া সবই তিনি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। যা বাকী থাকে ওটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদাকাহ যা বানু ফাতিমার হাতে এসেছিল। (আবূ দাঊদ ৩/৪০৪)

এখন আমরা সংক্ষেপে গায্‌ওয়ায়ে বানী নাযীরের ঘটনা বর্ণনা করছি এবং এজন্য আল্লাহরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বানী নাযিরের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ

মুশরিকরা প্রতারণা করে বি’রে মাঊনাহ নামক স্থানে সাহাবীগণকে শহীদ করে যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। তাঁদের মধ্যে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামারী (রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির গোত্রের দু’জন লোককে হত্যা করেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু আমিরের (রাঃ) এ খবর জানা ছিলনা। মাদীনায় পৌঁছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ ‘তুমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছ? তাহলেতো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ বানু নাযীর ও বানু আমিরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশে যে, রক্তপণের কিছু তারা আদায় করবে এবং কিছু তিনি আদায় করবেন, আর এভাবে বানু আমীরকে সন্তুষ্ট

করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বস্তিটি মাদীনার পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। (ইব্‌ন হিশাম ৩/১৯৫)

সীরাত ইব্‌ন ইসহাকে আরও বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে বলল ঃ 'হে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমরা এ জন্য প্রস্তুত আছি।' অতঃপর তারা তাঁর নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর গোপন পরামর্শ করল ঃ 'এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবেনা। এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো তাঁকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি।' তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন ঐ ঘরের উপর কেহ উঠে সেখান হতে সে তাঁর উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। এতেই তাঁর জীবনলীলা শেষ হয়ে যাবে।

আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কা'ব সেচ্ছায় এ কাজে এগিয়ে এলো। অতঃপর কাজ সাধনের উদ্দেশে সে ছাদের উপর আরোহণ করল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাদীনায় চলে গেলেন, ফলে ঐ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল।

ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (রাঃ) প্রমুখ। তিনি সেখান হতে সরাসরি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন না এবং মাদীনায়ই তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন, তাঁরা তাঁর বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। পথে একটি লোকের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি মাদীনায় পৌঁছে গেছেন। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহর পথে বানী নাযিরের দিকে বেরিয়ে পড়েন। বানী নাযিরের ইয়াহুদীরা মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তাদের দূর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাদের আশে-

পাশের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন ইয়াহুদীরা চীৎকার করে বলতে লাগল যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি অন্যদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ বলেন তিনি এটা কি করতে শুরু করলেন?

বানু আউফ ইব্‌ন খাযরাজের গোত্রটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল, ওয়াদীআহ, মালিক ইব্‌ন কাওকাল, দা'য়িস প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিল। তারা বানী নাযীর গোত্রকে বলে পাঠিয়েছিল ঃ 'তোমরা মুকাবিলায় স্থির ও অটল থাক, আত্মসমর্পণ করনা, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি। তোমাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে তোমাদেরকে বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হব।' কিন্তু তারা ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। এদিকে বানী নাযীর গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে মাদীনা ছেড়ে চলে যেতে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের ঘরগুলি ভেঙ্গে দরজাগুলি পর্যন্ত সাথে নিয়ে যায়। ওগুলি নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে। তাদের অবশিষ্ট মালগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায় যা তিনি ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। ওগুলি তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন যাঁরা প্রথম দিকে হিজরাত করেছিলেন। আনসারগণের মাত্র দু'জন দরিদ্র লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তাঁরা হলেন সাহল ইব্‌ন হানীফ (রাঃ) ও আবূ দুযানাহ সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ (রাঃ)। বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক মুসলিম হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলেন ইয়ামীন ইব্‌ন উমাইর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যিহাশ (রাঃ) এবং অপর জন হলেন সা'দ ইব্‌ন অহাব (রাঃ)।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামীনকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার ঐ চাচাতো ভাইটির কথা জান কি যে আমার ক্ষতি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল?' তাঁর এ কথা শুনে ইয়ামীন

(রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সূরা হাশ্‌র বানু নাযীরের এই ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়।

বানু নাযীরের ঐ দূর্গগুলি মাত্র ছয়দিন অবরোধ ছিল। দূর্গগুলির দৃঢ়তা, ইয়াহুদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি দেখে অবরোধকারী মুসলিমদের এটা কল্পনাও ছিলনা যে, তারা এত তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির।. (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৬) আল্লাহ তা'আলার নীতিই এই যে, চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হয়। আর ত্রাসের সঞ্চার হবেইনা বা কেন? তাদেরকে অবরোধকারী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা হয়েছিল। তাঁর নাম শুনে শত্রুদের অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেঁপে উঠত। তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ইয়াহুদীরা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের দরজাগুলি নিয়ে যাবার জন্য ভেঙ্গে ফেলতে থাকে। মু'মিনদের হাতেও ওগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا যদি ঐ ইয়াহুদীদের ভাগ্যে নির্বাসন লিপিবদ্ধ না থাকত এবং আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরও কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন যুহরী (রহঃ) বলেন যে, হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হত ও বন্দী করা হত।

উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর তরফ হতে তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের সম্মুখীন হতে হবে আগুনের দহন জ্বালা। (আর রাযী ২৯/২৪৫)

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তিরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানেও তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। তাদের এই দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। কেননা প্রত্যেক নাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ঐ লোকগুলো তাঁকে পুরাপুরিভাবে চিনত ও জানত। এমনকি পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর তিনি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ *তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।*

لِينَةٌ বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে। আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বলেন ঃ আযওয়াহ ও বারনী এই দুই প্রকার খেজুর লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (আর রাযী ২৯/২৪৬) কেহ কেহ বলেন যে, শুধু আযওয়াহ ছাড়া অন্য সব খেজুরই লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ২৩/২৬৮) কিন্তু ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) মতে সর্বপ্রকারের খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত, বুওয়াইরাহও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানী নাযীর এলাকা অবরোধ করার ফলে তাদের অন্তরে ভয়, দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁদের খেজুর গাছগুলিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াজিদ ইব্‌ন রূমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানের (রহঃ)

বরাতে বলেন ঃ বানী নাযীর গোত্রের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই বলে একটি বার্তা প্রেরণ করে যে, তিনিতো পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তাহলে কেন তিনি তাদের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা এ আয়াতটি নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা যে গাছগুলি কেটে ফেলেছে এবং যা রেখে দিয়েছে তা সবই আল্লাহরই অনুমতিক্রমে হয়েছে। এটা এ জন্য যাতে শত্রুদল লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অকৃতকার্য হয়। (তাবারী ২৩/২৭১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মুহাজিরগণ একে অপরকে ঐ গাছগুলি কেটে ফেলতে নিষেধ করছিলেন এ কারণে যে, শেষেতো ওগুলি গানীমাত হিসাবে মুসলিমরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলি কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, বাঁধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হল কাফিরদেরকে রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করানো।

এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ (রাঃ) খেজুর গাছের কান্ড কেটে ফেলার পর ভাবলেন যে, না জানি হয়তো ঐ খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাই তাঁরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা ... مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু’টিতেই প্রতিদান বা সাওয়াব রয়েছে, কর্তন করার মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও। (নাসাঈ ৬/৪৮৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া উভয়েরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আহমাদ ২/৭, ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫)

ঐ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহুদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তাদেরকে মাদীনায়ই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাও যখন মুকাবিলায় যোগ দেয় তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী, শিশু ও তাদের সম্পদগুলি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঈমান আনে তারা রক্ষা পায়।

অতঃপর মাদীনা হতে সমস্ত ইয়াহুদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাকেও বের করে দেয়া হয়। তাদের গোত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) ছিলেন এবং বানী হারিসাও। বাকী সমস্ত ইয়াহুদীকে নির্বাসন দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫) ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) মতে এটা উহুদ ও বি'রে মাউনার পরবর্তী ঘটনা।

٦. وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ	৬। আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে 'ফাই' তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
٧. مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟	৭। আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

‘ফাই’ এবং উহা ব্যয়ের খাত

ফাই কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। ফাই কাফিরদের ঐ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই মুসলিমদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাযীরের ঐ মাল ছিল যার বর্ণনা উপরে গত হল যে, মুসলিমরা ওর জন্য তাদের অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। অর্থাৎ ঐ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা তাদের দূর্গ শূন্য করে মুসলিমদের কর্তৃত্বে চলে আসে। এটাকেই ফাই বলা হয়। তাদের মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দখলে এসে যায়। তিনি ইচ্ছামত ওগুলি ব্যয় করেন। সুতরাং তিনি সাওয়াব ও ভাল কাজেই ওগুলি খরচ করেন, যার বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে।

তাই এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বানু নাযীরের নিকট হতে প্রাপ্ত, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা (মুসলিমরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহতো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর উপর কারও কোন শক্তি নেই এবং কেহ তাঁর কোন কাজে বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখেনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ যে জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। এটাই হল ফাই-এর মালের খরচের স্থান এবং এর খরচের হুকুম। হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল ফাই হিসাবে খাস করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই হয়ে যায়। তা হতে তিনি স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। (আহমাদ ১/২৫ ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৩৭৬, আবূ দাঊদ ৩/৩৭১, তিরমিযী ৫/৩৮১, নাসাঈ ৭/১৩২)

মালিক ইব্‌ন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদা কিছুটা বেলা হওয়ার পর আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির উপর খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই। আমাকে দেখে তিনি বলেন ঃ 'তোমার কাওমের কিছু লোক অভাব অনটনের কারণে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের জন্য কিছু সাহায্য দিয়েছি। তুমি তা নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও।' আমি বললাম ঃ জনাব! যদি এ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতেন তাহলে খুবই ভাল হত। তিনি বললেন ঃ 'না, তোমাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হল।' আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। ইতোমধ্যে (তাঁর দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ), যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রাঃ) এবং সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে বল।' তারা এলেন। আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'তাঁদেরকেও আসতে বল।' তাঁরা দু'জনও এলেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে ও এর (আলীর রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন।' পূর্বে যে চারজন সম্মানিত ব্যক্তি এসেছিলেন তাদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেন ঃ 'হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মধ্যে ফাইসালা করে দিন এবং তাঁদের শান্তি দিন।' ঐ সময় আমার ধারণা হল যে, এই দুই সম্মানিত ব্যক্তিই ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পূর্বে পাঠিয়েছেন। উমার (রাঃ) এই দু'জনকে বললেন ঃ 'আপনারা থামুন।' অতঃপর তিনি ঐ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে আল্লাহর হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ঃ 'আমরা (নাবীরা) কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়' এটা কি আপনাদের জানা আছে?' তারা উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ (আমাদের জানা আছে)।' অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) ও আব্বাসকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে তাঁর শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, 'আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে।' তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা জনগণের মধ্যে কারও জন্য খাস করেননি।'

অতঃপর তিনি ... وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বানী নাযীরের মাল স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাই স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ! না তিনি এতে আপনাদের উপর অন্য কেহকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, না তিনি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ করতেন এবং বাকীটা বাইতুল মালে জমা দিতেন।' তারপর তিনি ঐ চারজন মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এটা কি আপনাদের জানা আছে?' তাঁরা 'হ্যাঁ' বলে উত্তর দেন। তারপর তিনি ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তিকে ঐ রূপ শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁরাও উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেন। অতঃপর উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আবূ বাকর (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু'জন (আলী রাঃ ও আব্বাস রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুস্পুত্র সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল হতে আপনার মীরাস যাঞ্চা করেন। আর ইনি অর্থাৎ আলী (রাঃ) নিজের প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ ফাতিমার (রাঃ) পক্ষ হতে তাঁর পিতা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালের মীরাস চেয়ে বসেন। জবাবে আবূ বাকর (রাঃ) আপনাদের দু'জনকে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকারূপে গণ্য হয়'।' আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন সত্যবাদী, সৎ আমলকারী, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি যতদিন খালীফা ছিলেন ততদিন তিনি এ মালের জিম্মাদার ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নির্বাচিত হয়েছি। তারপর ঐ মাল আমার জিম্মাদারীতে চলে আসে। এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু'জন আমার নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিম্মাদার হওয়ার প্রস্তাব ও দাবী জানান। জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ মাল খরচ করতেন আপনারাও ঐভাবে খরচ করবেন এই

শর্তে যদি আপনারা এই মালের জিম্মাদার হতে চান তাহলে আমি এটা আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। আপনারা এটা স্বীকার করে নিন এবং আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে আপনারা এ মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করুন। অতঃপর এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, তাহলে কি আপনারা এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা চান? আল্লাহর শপথ! কিয়ামাত পর্যন্ত আমি এছাড়া অন্য কোন ফাইসালা করতে পারিনা। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ হন তাহলে এর জিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিন যাতে আমি নিজেই এটাকে ঐ রূপেই খরচ করি যেরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরচ করতেন এবং যেভাবে আবূ বাকর (রাঃ)-এর খিলাফাতের যুগে খরচ করা হত এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।' (আবূ দাঊদ ৩৬৫, ফাতহুল বারী ১৩/২৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৭, তিরমিযী ৫/২৩৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ফাই - এর মালের খরচের জায়গাগুলি আমি এজন্যই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। শুধু মালদারদের হাতে চলে গেলে তারা তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করত এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতনা।

প্রতিটি কাজে এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) অনুসরণ করতে বলা হয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا আমার রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা তোমরা কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা এ বিশ্বাস রেখ যে, রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করে সেটাই ভাল কাজ এবং যে কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন ঐ নারীদের উপর যারা উল্কি করায় ও যারা উল্কি করে, যারা তাদের ভ্রু ও মুখের লোম উপড়ে ফেলে (ভ্রু প্লাক করে) এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের সামনের দাঁতগুলির মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর তৈরীকৃত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।' তাঁর এ কথা শুনে বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী একটি মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন?' উত্তরে

তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উপর লা'নত করেছেন, আমি কেন তার উপর লা'নত করবনা? আর যা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে?' মহিলাটি বলল ঃ 'আমি কুরআনুল হাকীমের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাওতো এ হুকুম পাইনি?' তিনি বললেন ঃ 'তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে। আল্লাহ তা'আলার وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا এই উক্তিটি কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?' সে জবাবে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটাতো পেয়েছি!' তারপর তিনি তাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাঁকে বলল ঃ 'আমার ধারণা যে, আপনার স্ত্রীও এই রূপ করে থাকে।' তিনি তাকে বললেন ঃ 'তুমি (আমার বাড়ীতে) যাও এবং তাকে দেখে এসো।' সে গেল, কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার কিছুই দেখলনা। সুতরাং সে ফিরে এসে বলল ঃ 'আমি কিছুই দেখতে পেলামনা।' তিনি তখন বললেন ঃ 'যদি আমার স্ত্রী এরূপ করত তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তালাক দিতাম।' (আহমাদ ১/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৬৭৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ২/৯৭৫) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা আল্লাহকে ভয় করতঃ তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থাক। জেনে রেখ যে, যারা তাঁর নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন।

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা	٨. لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ	করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী।
٩. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ	৯। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।
١٠. وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ	১০। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো

দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।	رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

কারা 'ফাই' এর অধিকারী এবং মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফাই -এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের অধিকারে আসে তা নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল বলে গণ্য হয়। তিনি ঐ মাল কাকে প্রদান করবেন এটাও উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলিতেও ওরই আরও হকদারদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হল ঐ দরিদ্র মুহাজিরগণ যাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি তাঁদেরকে তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি ও নিজেদের হাতে অর্জিত সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে সদা ব্যস্ত থেকেছেন। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এরপর আনসারগণের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাঁদের ফাযীলাত, শরাফাত ও বুযুর্গী প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়া এবং দানশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মাদীনায়) বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং তাঁরা তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।

উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে উপদেশ দিচ্ছি প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম আচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাদের অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাকে আমি আনসারগণের সাথেও উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা উত্তম আচরণকারী তাদের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৯, তিরমিযী ২৪৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ *তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে* - এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাদীনার আনসারগণ মুহাজিরগণের প্রতি কতখানি

মহানুভব, দয়ার্দ্র ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় পোষন করতেন। এমনকি তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য আনসারগণ নিজেদের সম্পদ পর্যন্ত বন্টন করে দিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমরা আনসারগণের মত এমন ভাল মানুষ আর দেখিনি। অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশি তাঁরা বরাবরই আমাদের উপর খরচ করছেন। তারা এসব করছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ও উৎফুল্লভাবে। কখনও তাঁদের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয়না। তাঁরা এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের খিদমাত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না জানি হয়তো তাঁরা আমাদের সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!' তাঁদের এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে।' (আহমাদ ৩/২০০)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আনসারগণকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'আমি বাহরাইন এলাকাটি তোমাদের নামে লিখে দিচ্ছি।' এ কথা শুনে তাঁরা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে পর্যন্ত আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত আমরা এটা গ্রহণ করবনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বলেন ঃ 'সম্ভবতঃ না। আমার পরে এমন এক সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে বাদ দেয়া হবে। তখন তোমরা সাব্‌র করবে যতদিন না আমার সাথে সাক্ষাত হয়।' (ফাতহুল বারী ৭/১৪৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'না। আনসারগণ তখন মুহাজিরগণকে বললেন ঃ বাগানের কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত ফলে আমাদেরকে শরীক করবে।' মুহাজিরগণ জবাব দিলেন ঃ 'আমরা আনন্দিত চিত্তে এটা মেনে নিলাম।' (ফাতহুল বারী ৫/১১)

আনসারগণ (রাঃ) কখনও মুহাজিরগণের (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেননা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا এই আনসারগণ (রাঃ) মুহাজিরগণের (রাঃ) মান-মর্যাদা ও বুযুর্গী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করেনা। মুহাজিরগণ যা লাভ করে তাতে তারা মোটেই ঈর্ষা করেনা। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেয়া হয় তা যদি আনাসারগণকে দেয়া না হয় তাহলে তারা ঈর্ষা পোষণ করেননা।

আনসারগণ (রাঃ) ছিলেন স্বার্থহীন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ তারা (আনসাররা) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অভাব মিটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দিতেন এবং বাস্তবেও তারা তা পালন করতেন।

সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যার নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদ্‌সত্ত্বেও সাদাকাহ করে, তার সাদাকাহ হল উত্তম সাদাকাহ।’ (আবূ দাঊদ ২/১৪৬) এই মর্যাদা ঐ লোকদের মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।(সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৮) অন্যত্র আছে ঃ

وَالْمَالَ عَلَى حُبِّه

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) কিন্তু এই লোকগুলি অর্থাৎ আনসারগণের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দান করে থাকেন। মালের প্রতি আসক্তি নেই এবং প্রয়োজনও থাকেনা এমন সময়ের দান-খাইরাত ঐ মর্যাদায় পৌঁছেনা, যে প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও দান করে।

এই প্রকারের দান ছিল আবূ বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) দান। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনার পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে এসেছি।' (তিরমিযী ১০/১৬১) অনুরূপভাবে ঐ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইকরিমাহ (রাঃ) (ইব্‌ন আবূ জাহল) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে ঘটেছিল। যুদ্ধের মাইদানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে তাঁরা ছট্‌ফট্‌ করছেন এবং 'পানি পানি' করে চীৎকার করছেন! এমন সময় একজন মুসলিম পানির মশক কাঁধে নিয়ে এলেন। ঐ পানি তিনি আহত মুজাহিদগণের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেন ঃ ঐ যে, ঐ ব্যক্তিকে দাও। তিনি ঐ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর পার্শ্ববর্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। ঐ মুসলিমটি তখন তৃতীয় মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে! ততক্ষণে বাকি অন্য দুই মুজাহিদও শহীদ হয়ে যান। তাদের কেহই 'অপর ভাই পান করবেন' এ আশায় নিজে পান করলেননা। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!'

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দারিদ্রতা আমাকে আঘাত হেনেছে। মেহেরবানী করে আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান (যদি কারও কাছে কোন খাবার থেকে থাকে)। কিন্তু তাঁদের কারও বাড়ীতেই কিছুই পাওয়া গেলনা। তিনি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আজ রাতে আমার এই মেহ্‌মানকে খাদ্য খাওয়াবে এমন কেহ আছে কি? আল্লাহ তার উপর দয়া করবেন।' একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি (আছি)।' অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেন ঃ 'দেখ, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহ্‌মান! তার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা কর।' এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই।' আনসারী তখন তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ 'রাতের খাবার না খাওয়ায়েই

শিশুদের শুইয়ে দাও। মেহ্‌মানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। তখন মেহ্‌মান মনে করবে যে, আমরা খেতে রয়েছি।' স্ত্রী তাই করলেন। সকালে আনসারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি বলেন ঃ 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই ব্যক্তির এবং তার স্ত্রীর রাতের কাজ দেখে খুশি হয়েছেন এবং হেসেছেন।' ঐ ব্যাপারেই وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫০০, ৭/১৪৯; মুসলিম ৩/১৬২৪, ১৬২৫; তিরমিযী ৯/১৯৭, নাসাঈ ৬/৬৮৬) আবূ তালহা (রাঃ) আনসারী থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যা হুবহু একই। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা যুল্‌ম হতে বেঁচে থাক। কেননা এই যুল্‌ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। হে লোকসকল! তোমরা কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা এটা এমন একটা জিনিস যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। এরই কারণে তারা পরস্পর খুনা-খুনি করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে।' (আহমাদ ৩/৩২৩, মুসলিম ৪/১৯৯৬)

আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট এসে বলে ঃ 'হে আবূ আবদুর রাহমান (ইব্‌ন মাসউদ)! আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি।' তিনি তার এ কথা শুনে বলেন ঃ 'কেন, ব্যাপার কি?' লোকটি উত্তরে বলে ঃ 'আল্লাহতো বলেছেন, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।' আর আমিতো একজন কৃপণ লোক। আমিতো আমার মালের কিছুই খরচ করতে চাই না!' তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ যুল্‌ম করে ভক্ষণ করবে। তবে হ্যাঁ, কার্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ অভ্যাস।' (তাবারী ২৮/২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ যারা

তাদের (মুহাজির ও আনসারগণের) পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু!

এরা হলেন ফাই -এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার। মুহাজির ও আনসারগণের দরিদ্রদের পরে তাঁদের অনুসারী হলেন তাঁদের পরবর্তী ঈমানদার লোকেরা। এই লোকদের মধ্যের মিসকীনরাও এই ফাই -এর মালের হকদার। এঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন সূরা বারাআতে রয়েছে ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ

‘মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।' (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা ঐ পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণের লোকদের পদাংক অনুসরণকারী এবং তাঁদের উত্তম চরিত্রের অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন ঃ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

এই দু'আ দ্বারা ইমাম মালিক (রহঃ) কতই না সুন্দর দলীল গ্রহণ করেছেন! তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের নেতা ফাই -এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাঁদেরকে গালি দিয়ে থাকে।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ ‘ঐ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, মানুষ

যেন মুহাজির ও আনসারগণের জন্য দু'আ করে, অথচ এ লোকগুলো (রাফেযীরা) তাঁদেরকে গালি দেয়।' অতঃপর তিনি وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসলিম ৪/২৩১৭)

১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানবনা এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١١. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
১২। বস্তুতঃ তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবেনা এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা।	١٢. لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
১৩। প্রকৃত পক্ষে, তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা	١٣. لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي

صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ	তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর। এটা এ জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।
١٤. لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ	১৪। তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেনা, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচন্ড। তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এ জন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।
١٥. كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	১৫। তাদের তুলনা তাদের পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, এবং তাদের জন্যও রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
١٦. كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ	১৬। তাদের তুলনা হচ্ছে শাইতান, যখন সে মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের রাব্ব

ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ	আল্লাহকে ভয় করি।
١٧. فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَـٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّـٰلِمِينَ	১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।

মুনাফিকদেরকে ইয়াহুদীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহুদী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলে ঃ ‘আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। যদি তোমরা পরাজিত হও এবং তোমাদেরকে মাদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর ছেড়ে চলে যাব।’ তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের আমরা কখনো মেনে নিবনা এবং তোমাদেরকে আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়াতই তাদের ছিলনা। তাদের এই মনোবলই ছিলনা যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে থাকবে। যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবেনা, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। অতঃপর মু’মিনদেরকে ভবিষ্যতের একটি শুভ সংবাদ জানিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকরা আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদেরকেই অধিকতর ভয় করে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! এদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি আছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ এটা এই জন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলিমদের সাথে সামনা-সামনি কখনও যুদ্ধ করার সাহস রাখেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে বসে থেকে কিংবা পরিখার মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ পায় তাহলে তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করা তাদের জন্য সুদূর পরাহত। তারা পরস্পরই একে অপরের শত্রু। তাদের পরস্পরের মধ্যে কঠিন শত্রুতা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

তোমাদের কেহকেও তিনি কারও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى হে নাবী! তুমি মনে কর যে, তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঐব্যবদ্ধ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল নেই। মুনাফিকরা এক দিকে রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য দিকে রয়েছে। তারা একে অপরের শত্রু। কারণ এই যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এদের তুলনা হল এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানী কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৯৩)

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের তুলনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ** এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শাইতান, যে মানুষকে বলে ঃ কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে ঃ 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহুদীদের কাজে

না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেন ঃ দেখ, শাইতান এভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহওয়ালা বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলে ঃ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর যালিমদের কর্মফল এটাই।

১৮। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।	١٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
১৯। আর তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাইতো পাপাচারী	١٩. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ
২০। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।	٢٠. لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ

ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

তাকওয়া অবলম্বন ও বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ

জারীর (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমন সময় নগ্ন দেহ ও খালি পায়ে কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করল। ডোরা কাটা কাপড় (আরাব দেশীয় পোশাক) দ্বারা তারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কাঁধে তরবারী লটকানো ছিল। তাদের অধিকাংশই, বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক। তাদের দারিদ্রতা ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবার বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বিলালকে (রাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হল, ইকামাত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি খুৎবাহ্ শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ...।' (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) তারপর তিনি সূরা হাশরের وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি দান-খাইরাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খাইরাত করতে শুরু করেন। দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা), কাপড়-চোপড়, গম, খেজুর ইত্যাদি দান করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতেই থাকেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন ঃ 'তোমরা অর্ধেক খেজুর হলেও তা নিয়ে এসো।' একজন আনসারী (রাঃ) মুদ্রা ভর্তি ভারী একটি থলে কষ্ট করে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর লোকেরা দানের পর দান করতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত খাদ্য ও কাপড়ের এক একটি স্তূপ হয়ে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত ঝলমল করতে থাকে। তিনি বলেন ঃ 'যে কেহ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদানতো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শারীয়াত বিরোধী কোন

কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের পাপতো হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই ঐ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই পাপ তার উপর পড়বে এবং তাদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা।' (আহমাদ ৪/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৪) আয়াতে প্রথমে নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ আল্লাহর আযাব হতে বাঁচার ব্যবস্থা কর অর্থাৎ তাঁর হুকুম পালন করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থেকে তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ সময়ের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর। চিন্তা করে দেখ যে, কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হাযির হবে তখন কাজে লাগার মত কতটা সঞ্চিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে! আবার তাগীদের সাথে বলা হচ্ছে ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। না কোন ছোট কাজ তাঁর কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ তাঁর অগোচরে আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তাঁর অজানা নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর যিকর্‌কে ভুলে যেওনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ সৎকার্যাবলী ভুলিয়ে দিবেন যেগুলি আখিরাতে কাজে লাগবে। কেননা প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তারাইতো পাপাচারী। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯)

জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা এক নয়

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান হবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর যারা দুস্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৮) অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮)

এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদেরকে সম্মানিত করবেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। অর্থাৎ মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী।

২১। যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে।	٢١. لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
২২। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।	٢٢. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ
২৩। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান।	٢٣. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
২৪। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা,	٢٤. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ

ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ.	**সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এই পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, হৃদয় কেঁপে ওঠে। এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি প্রদর্শন প্রত্যেককে কাঁপিয়ে তোলে এবং আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই দেখা যেত যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উঁচু পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন তাহলে ওটাও তাঁর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাই মানুষের অন্তরেতো এটা আরও অধিক ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। কেননা পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর বহুগুণ নরম ও ক্ষুদ্র এবং তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হল তখন তিনি তার উপর দাঁড়িয়েই খুৎবাহ্ দিতে লাগলেন এবং ঐ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হল। ঐ সময় ঐ গুঁড়ি হতে কান্নার শব্দ আসতে লাগল। শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। কারণ এই যে, আল্লাহর যিক্‌র ও অহী ওকে কিছু দূর থেকে শুনতে হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১/৩৪, ৩৫)

ইমাম বাসরী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ 'হে লোকসকল! গাছের একটি গুঁড়ির যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এতো ভালবাসা হতে পারে তাহলেতো তোমাদের তাঁর প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ বেশি ভালবাসা থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে এই আয়াতটিতে রয়েছে যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা হয় তাহলে তোমাদেরতো এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ তোমরাতো শুনছ ও বুঝছ?' অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ

যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্দারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩১) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবন নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়। অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলির মধ্যে কোনটি আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪)

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকতে হবে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ আল্লাহ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তাঁর সত্তা ছাড়া এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেহ তার কোন প্রকার ইবাদাত করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদাত করে সেগুলো সবই বাতিল। তিনি সারা বিশ্বের দৃশ্যের ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তাঁর কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই, তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, গুরুত্বপূর্ণ হোক অথবা কম গুরুত্বের হোক, এমন কি অন্ধকার রাতের পিপীলিকাও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনা। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমানও বটে

এবং রাহীমও বটে। আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ দু'টি নামের পূরা তাফসীর গত হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৬) অন্য জায়গায় আছে ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত জিনিসের একক মালিক তিনিই। সব কিছুরই অধিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। এমন কেহ নেই যে তাঁর কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বা তাঁকে তাঁর কার্য সম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে। তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনিই প্রকাশমান ও কল্যাণময়। সত্তাগত ও গুণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মালাক/ফেরেশ্‌তা এবং অন্যান্য সবাই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা রত। তাঁর সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনিই الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা বিধায়ক। তাঁর পক্ষ হতে কখনও কোন প্রকার অত্যাচার হবেনা। তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত মাখলূকের সমস্ত আমল সদা প্রত্যক্ষ ও রক্ষাকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। (সূরা বুরূজ, ৫৮ ঃ ৬) অন্যত্র বলেন ঃ

ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ

আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৬) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

أَفَمَنۡ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفۡسٍۭ بِمَا كَسَبَتۡ

তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৩)

তিনিই পরাক্রমশালী। প্রত্যেক জিনিস তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। প্রত্যেক মাখলূকের উপর তিনি বিজয়ী। সুতরাং তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা এবং বড়ত্ব দেখে কেহই তাঁর মুকাবিলা করতে পারেনা। তিনিই প্রবল এবং তিনিই মহিমান্বিত। শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তাঁরই জন্য শোভনীয়। অহংকার করা শুধু তাঁরই সাজে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'বড়াই করা আমার পোশাক এবং অহংকার করা আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব।' (মুসলিম ৪/২০২৩) সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন তাঁরই হাতে। যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, তিনিই উদ্ভাবনকর্তা। অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী ও প্রকাশকারী। তিনি যা চান তাই নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধারণ করেন, অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন। কখনও তিনি এতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেননা।

আল্লাহ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও', আর তখনই তা ঐভাবেই এবং ঐ আকারেই হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

فِيٓ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ৮) এ জন্যই এখানে বলেন ঃ তিনি রূপদাতা। অর্থাৎ যাকে তিনি যেভাবে গঠন করার ইচ্ছা করেন সেইভাবেই করে থাকেন।

আল্লাহর উত্তম নাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى সকল উত্তম নাম তাঁরই। সূরা আ’রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত হয়েছে। তাছাড়া ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যেটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ’টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওগুলি সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ) বেজোড় অর্থাৎ তিনি একক এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।’ (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬৩)

প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর বড়ত্বের ব্যাপারে কারও তুলনা হতে পারেনা, সবাই তাঁর কাছে বিনয়ী। তিনি তাঁর শারীয়াতের আহকামের ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

সূরা হাশর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬০ ঃ মুমতাহানাহ, মাদানী ٦٠ – سورة الممتحنة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৩, রুকূ ২) (اَيَاتهَا : ١٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ	১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেহ এটা করে সেতো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।

২। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যেন তোমরা কুফরী কর।	٢. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ
৩। তোমাদের অত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাত দিনে কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।	٣. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

সূরা মুমতাহানাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআহর (রাঃ) ব্যাপারে এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হাতিব (রাঃ) প্রথম দিকের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ মাক্কায়ই ছিল এবং তিনি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। শুধু তিনি উসমানের (রাঃ) মিত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাদীনায় অবস্থান করছিলেন। যখন মাক্কাবাসী চুক্তি ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা-আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি মাক্কা আক্রমণ করবেন। এ জন্যই তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট দু‘আ করেন ঃ ‘হে আল্লাহ! মাক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌঁছে।’ এদিকে তিনি মুসলিমদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন।

হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআহ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মাক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখেন এবং এক কুরাইশ মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মাক্কাবাসীদের

উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের কথা এবং মুসলিমদের মাক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। হাতিবের (রাঃ) উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদের উপর কিছুটা ইহসান করা হবে যার ফলে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত থাকবে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই গোপন তথ্য অবহিত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির পিছনে ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তারা তাকে আটক করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন। এই বিস্তারিত ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে পূর্ণভাবে এসেছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাফী (রহঃ) অথবা উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাফী (রহঃ) বলেন যে, তিনি আলীকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর (রাঃ) ও মিকদাদকে (রাঃ) পাঠানোর সময় বললেন ঃ ‘তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছবে তখন সেখানে উষ্ট্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে।’ আমরা তিনজন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দেখি যে, বাস্তবিকই এক মহিলা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললাম ঃ তোমার কাছে যে পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলল যে, তার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম ঃ তোমার কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তুমি যদি খুশি মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে নিব। তখন মহিলাটি তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে পত্রটি বের করে দিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হলাম। পত্র পাঠে জানা গেল যে, ওটা হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের খবর মাক্কার কাফিরদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হাতিব! ব্যাপার কি?’ হাতিব (রাঃ) বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুগ্রহপূর্বক

তাড়াহুড়া করবেননা, আমার কাছ থেকে কিছু শুনে নিন! আমি কুরাইশদের সাথে মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলামনা। অতঃপর আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরাত করে মাদীনায় চলে আসি। এখানে যত মুহাজির রয়েছেন তাঁদের সবারই আত্মীয়-স্বজন মাক্কায় রয়েছে। তারা এই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মাক্কায় নেই যে, তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযাত করবে। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কুরাইশ কাফিরদের প্রতি কিছুটা ইহ্সান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করব। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি। ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি সন্তুষ্ট হইনি।

হাতিবের (রাঃ) এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! হাতিব যে বক্তব্য পেশ করেছে তা সত্য। উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আপনি কি জানেন না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির ছিল? আর আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে এটুকু আরও রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত্ তাফসীরে আছে যে, আমর (রাঃ) বলেন ঃ এই ব্যপারেই يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা আমরের (রাঃ) নিজের, নাকি এটা হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইব্ন মাদীনী (রহঃ) বলেন যে, সুফইয়ান ইব্ন উআইনাহকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'এ আয়াতটি হাতিবের (রাঃ) ঘটনার ব্যাপারেই কি অবতীর্ণ হয়?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমি এটা আমর (রাঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেছি এবং এর একটি অক্ষরও আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, আমি ছাড়া অন্য কেহ এটা মুখস্থ রাখেনি।' (ফাতহুল বারী ৬/১৬৬, ৭/৫৯২, ৮/৫০২; মুসলিম ৪/১৯৪১, আবূ দাঊদ ৩/১০৮, তিরমিযী ৯/১৯৮, নাসাঈ ৬/৪৮৭)

অবিশ্বাসীদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ (*হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে*) এখানে ঐ মূর্তিপূজক ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মু'মিনদের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের সমর্থন না করে, কিংবা তাদের সাথে উঠা-বসা না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১)

এটা একটি কঠিন হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৭) অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮) এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের (রাঃ) ওযর কবূল করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযাতের খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সতর্ক করে বলেন ঃ

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ কেন তোমরা দীনের এই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছ? অথচ তারাতো তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের ত্রুটি করেনা? তোমরা কি এই নতুন ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছ যে, তারা তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জোর পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে? তোমাদের অপরাধতো এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ

তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي তোমরা সত্যিই যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বেরিয়ে থাক এবং আমার সন্তুষ্টিকামী হও তাহলে কখনও ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা যারা আমার শত্রু, আমার দীনের শত্রু এবং তোমাদের জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী। এটা কতই না বড় ভুল যে, তোমরা গোপনভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই খবর রাখেন? সুতরাং জেনে রেখ যে, যে কেহ ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ তোমরা কি বুঝনা যে, এই কাফিরেরা যদি সুযোগ পায় তাহলে তারা তাদের হাত-পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবেনা এবং মন্দ কথা বলা হতে নিজকে মোটেই সংযত রাখবেনা? তোমরা যখন তাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছ তখন কি করে তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাঁটা ছড়াচ্ছ? মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, অথচ তাদের খাতিরে তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত ক্ষতি কেহ রোধ করতে পারেনা এবং তাঁর প্রদত্ত লাভেও কেহ বাধা দিতে পারেনা। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের

কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করল সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সেই আত্মীয় যে'ই হোকনা কেন, এমন কি যদি তিনি নাবীও হন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'জাহান্নামে।' লোকটি (বিষণ্ন মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে নিয়ে বলেন ঃ 'আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামে (রয়েছে)।' (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ১/১৯১, আবূ দাউদ ৫/৯০)

٤. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

৪। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শক্রতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ	বলেছিল) হে আমাদের রাব্ব ঃ আমরাতো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট।
٥. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	৫। হে আমাদের রাব্ব আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা, হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
٦. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ	৬। তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের, অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি সুন্দর উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার হিদায়াত দানের পর তাদের জন্য তাঁর খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তাঁরা স্পষ্টভাবে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেন ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তোমাদের দীন ও পন্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শত্রু মনে করতে থাক যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছ। ভ্রাতৃত্বের কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্ত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম রাখব এটা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর উপর ঈমান আন ও তাঁর একাত্মবাদকে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করতে শুরু কর এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করছ ও তাদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছ তাদের সবাইকেই পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের কুফরীর নীতি ও শির্কের পন্থা হতে সরে যাও তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই। আমরা তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে পৃথক। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা পূর্ণ করেছিলেন, এতে তাঁর অনুসরণ করা চলবেনা। কেননা এই ক্ষমা প্রার্থনা ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার আল্লাহ তা'আলার শত্রু হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেননি। যখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু তখন তিনি স্পষ্টভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

কোন কোন মু'মিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দলীল হিসাবে ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জন্য তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ. وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করাতো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩-১১৪) আর এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোন অধিকার রাখিনা। অর্থাৎ মুশ্‌রিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন আদর্শ নেই। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৩১৮)

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট আরয করছেন ঃ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ হে আল্লাহ! সমস্ত কাজে-কর্মে আমাদের ভরসা আপনার পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত কাজ আপনার কাছেই সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট। এরপর ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা। অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা সত্যের উপর থাকি তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো কেন? তদ্রূপ এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে আপনার দীন হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করছেন ঃ

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী। আমাদের অপরাধসমূহ অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমাদেরকে লজ্জিত করবেননা। আপনি আপনার কথায়, কাজে, শারীয়াত ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাময়। আপনার কোন কাজই হিকমাতশূন্য নয়। এরপর গুরুত্ব হিসাবে মহান আল্লাহ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে কেহ আল্লাহ তা'আলার উপর, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার অনুসরণে আগ বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে কেহই আল্লাহর আহ্কাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত। তিনি কারও কোন পরওয়া করেননা। তিনি প্রশংসার্হ। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, غَنِيٌّ তাঁকেই বলা হয় যিনি অভাবহীন। একমাত্র আল্লাহরই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। কেহই তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। তিনি প্রশংসার্হ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তাঁর প্রশংসায় রত রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত কথায় ও কাজে প্রশংসনীয়। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই।

৭। যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।	٧. عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৮। দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা। আল্লাহতো ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।	٨. لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
৯। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিঃস্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো অত্যাচারী।	٩. إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

তুমি যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছ, আল্লাহ তাদেরকে তোমার বন্ধু করে দিতে পারেন

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন বলেন ঃ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন। শত্রুতা, ঘৃণা ও বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওর উপর ক্ষমতা রাখেননা? তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী জিনিসকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শত্রুতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا

অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬২-৬৩)

একটি হাদীসে এসেছে ঃ 'তোমার প্রিয়জনকে স্বাভাবিক ভালবাসা প্রদান কর। যে কোন সময় সে শত্রু হয়ে যেতে পারে। আর শত্রুর সাথেও সাধারণ শত্রুতা

কর, এই শত্রুও পরে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। (তিরমিযী ৬/১৩৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাফির তাওবাহ করলে তিনি তার তাওবাহ কবূল করে থাকেন, সে যখন তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও আনুগত্য স্বীকার করে তখন তাকে নিজ করুণার ছায়ায় স্থান দেন, পাপ যত বড়ই হোক না কেন।

যে কাফির ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়না তার প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া যেতে পারে

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ 'যেসব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি, যেমন মহিলা এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার, ইহসান এবং আদল ও ইনসাফ করতে থাক। তিনিতো এরূপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

আসমা বিন্ত আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমার মাতা মুশ্রিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা ঐ যুগের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মাতা আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে বিমুখ। সে আমার কাছে কিছু পেতে চাচ্ছে, আমি কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করব?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখ।' (আহমাদ ৬/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৫/২৭৫, মুসলিম ২/৬৯৬)

মুসনাদ আহমাদের এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কুতাইলাহ। সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপঢৌকন হিসাবে আসমা বিন্ত আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এনেছিল। কিন্তু সে ছিল মুশরিকা। তাই আসমা (রাঃ) প্রথমে না তাঁর মাকে তাঁর বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, আর না তার উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَا يَنْهَاكُمُ

اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ এ আয়াতটি নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের দেয়া উপহার গ্রহণ করতে বললেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। (আহমাদ ৪/৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ এর পূর্ণ তাফসীর সূরা ‘হুজুরাত’ এ বর্ণিত হয়েছে। ওখানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ উত্তম মীমাংসাকারী হল ঐ ব্যক্তি যে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অন্যদের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং তার অধীনস্তদের প্রতি। তাদেরকে আরশের ডান দিকে ঝাড়বাতির উপর স্থান দেয়া হবে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে দয়া না করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মুশরিকদের সাথে মেলা-মেশাকারী ও বন্ধুত্বকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাতো যালিম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

হে মু’মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫১)

১০। হে মু’মিনগণ! তোমাদের নিকট মু’মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা	١٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا

তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে এবং কাফিরেরা ফেরৎ চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হয়ে	١١. وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিম হিজরাতকারিনীকে কাফিরের কাছে ফেরৎ না পাঠানোর নির্দেশ

সূরা ফাত্হর তাফসীরে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মাক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এর মধ্য হতে ঐ মহিলা বা নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনে এবং খাঁটি মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেননা।

কুরআনুল কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত। কারও কারও মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, যখন কোন মহিলা হিজরাত করে তাদের কাছে চলে আসে তখন যেন তার ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নেয়। যদি প্রমাণিত হয় যে, সে মু'মিনা তাহলে তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ হবেনা। কারণ কাফিরেরা তাদের জন্য বৈধ নয় এবং তারাও কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। 'আল মুসনাদ আল কাবীর' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন জাহস (রহঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উম্মে কুলসূম বিন্ত উক্‌রা ইব্ন আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান। উকবাহ এবং ওয়ালীদ নামক তাঁর

দুই ভাই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চুক্তি করেছিলেন তা থেকে মহিলাদের ব্যাপারটি বাতিল করেন এবং মু’মিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন। (বুখারী ৪১৮০, ৪১৮১)

ইমাম আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিল ঃ তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পরীক্ষা করার অর্থ হল, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কেন তারা হিজরাত করেছে। যদি বুঝা যেত যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য হিজরাত করেছে তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হত। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন জাগতিক কারণে হিজরাত করেছে যা তোমরা বুঝতে পারবে যে, সে ইসলামের কারণে হিজরাত করেনি তাহলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৩২৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ‘যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা (নারীরা) মু’মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারও ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

মুসলিমার জন্য কাফির এবং মুসলিমের জন্য কাফিরাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ মু’মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু’মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। এই আয়াত এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে হারাম করে দিয়েছে। ইতোপূর্বে মু’মিনা নারীদের বিবাহ কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাবের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল আবুল আ’স ইব্ন রাবীর (রাঃ) সাথে, অথচ ঐ সময় আবুল আ’স কুফরীর উপর ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে যে কাফিরেরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। যাইনাব (রাঃ) তাঁর মাতা খাদীজার (রাঃ) হারটি তাঁর স্বামী আবুল আ’সের (রাঃ)

মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মুসলিমদেরকে বলেন ঃ 'যদি তোমরা আমার কন্যার বন্দীকে মুক্তি দেয়া পছন্দ কর তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও।' মুসলিমরা মুক্তিপণ ছাড়াই সন্তুষ্টচিত্তে আবুল আ'সকে (রাঃ) মুক্ত করে দিতে সম্মত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আ'স (রাঃ) তা স্বীকার করেন। মাক্কায় গিয়ে তিনি যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) সাথে যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। (আবূ দাঊদ ৩/১৪০) এটা হল দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। যাইনাব (রাঃ) মাদীনায়ই অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অষ্টম হিজরীতে মহান আল্লাহ আবুল আ'স ইব্ন রাহীকে (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলিম হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে পূর্বের বিবাহের উপরই নতুন মহর ছাড়াই আবুল আ'সের (রাঃ) কাছে সমর্পণ করেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا কাফির স্বামীরা তাদের ঐ মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন মহর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ হে মু'মিনগণ! এখন তোমরা হিজরাতকারিণী ঐ মুহাজিরা মু'মিনা নারীদেরকে মহর দিয়ে বিয়ে করে নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব বিষয় বিয়ের জন্য শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে ঐ মুহাজির নারীদেরকে যেসব মুসলিম বিয়ে করতে চায় করতে পারে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐ নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম।

একটি সহীহ হাদীসে মিসওয়ার (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করার পর কিছু মহিলা মাদীনায় হিজরাত করেন। তাদের ব্যাপারেই يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

مُهَاجِرَاتٍ এই আয়াতটি নাযিল হয়। এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই উমার (রাঃ) তাঁর দু'জন কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্‌ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯১)

ইব্‌ন শাওর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার পর ওখানেই অবস্থান করছিলেন। ঐ চুক্তিতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন যে, যে সমস্ত মহিলা কাফিরদের কাছ থেকে তাঁর কাছে চলে আসবে তিনি তাদেরকে মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিছু মহিলা হিজরাত করে চলে আসার পর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন যে, ঐ সমস্ত মহিলাদের জন্য তাদের স্বামীরা যে মহর প্রদান করেছে তা যেন তাদের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করেন যে, ঈমান আনার পর যে মহিলা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় সে যেন তার মুসলিম স্বামীর দেয়া মহর ফেরত দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের (কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছ তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে নিয়ে নাও যখন তারা তাদের কাছে চলে যাবে। আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা তা দিয়ে দাও যা তারা তাদের এই স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে।

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি মু'মিনদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের জন্য কি যোগ্য ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। কারণ সর্বতোভাবে তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ ... এই আয়াতের ভাবার্থে মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এই বর্ণনা করেন ঃ হে মু'মিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি হয়নি, যদি কোন স্ত্রী তার মুসলিম স্বামীর ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয় তাহলে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলিম স্বামী তার জন্য যা খরচ করেছে তা তারা ফেরত দিবেনা। সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলিম হয়ে

তোমাদের মধ্যে চলে আসে তাহলে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবেনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে দেয়। (তাবারী ২৩/৩৩৮)

যুহরী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরাতো আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম পালন করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল, তাদের স্বামীদেরকে তারা তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুশ্‌রিকরা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয় ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তারা (কাফিরেরা) যদি তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস ফেরত না দেয় তাহলে যখন তাদের মধ্য হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের কৃত খরচ রেখে দেয়ার পর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) প্রদান করবে, অন্যথায় মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবেনা। (তাবারী ২৩/৩৩৭)

১২। হে নাবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাইআ'ত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং সত্য কাজে তোমাকে অমান্য করবেনা তখন তাদের বাইআ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে যে বাইয়াত নেয়া হত

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'যেসব মুসলিম নারী হিজরাত করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসত তাদের পরীক্ষা এই আয়াত অনুসারেই নেয়া হত। যারা এ কথাগুলি স্বীকার করে নিত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'আমি তোমাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলাম।' তিনি কখনও তাদের হাতে হাত রাখতেননা। আল্লাহর শপথ! বাইআত গ্রহণের সময় তিনি কখনও কোন নারীর হাতে হাত রাখেননি। শুধু মুখে বলতেন ঃ 'আমি এই কথাগুলির উপর তোমাদের বাইআত গ্রহণ করলাম।' (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪)

উমাইমাহ বিন্ত রুকাইকাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণের জন্য হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমাদের নিকট হতে আহাদ-অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আমরা এগুলি স্বীকার করে নিলে তিনি বলেন ঃ 'আমরা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করব' এ কথাও বল। আমরা বললাম ঃ আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবেননা? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'না, আমি নারীদের সাথে করমর্দন করিনা। আমার একজন নারীকে বলে দেয়া একশ' জন নারীর জন্য যথেষ্ট।' (আহমাদ ৬/৩৬৭, তিরমিযী ৫/২২০, ইব্ন মাজাহ ২/৯৫৯, নাসাঈ ৭/১৪৯, ৬/৪৮৮)

উম্মে আতিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত করলাম, তখন তিনি আমাদের সামনে ... لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত গ্রহণকালীন সময়ের মাঝেই একজন মহিলা তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলে ঃ 'মৃতের উপর বিলাপ করা হতে বিরত থাকার উপর এখনই বাইআত করছিনা। কারণ অমুক মহিলা আমার অমুক মৃতের উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর বিনিময় হিসাবে তার মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা। অতঃপর সে চলে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এসে বাইআত করল। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/৬৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাজলিসে আমাদেরকে বলেন ঃ ‘আমার কাছে এই বাইআত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, যিনা করবেনা, তোমাদের শিশুদেরকে হত্যা করবেনা। অতঃপর তিনি إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি এই বাইআতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে। যারা এর থেকে বিচ্যুত হবে এবং শরয়ী আইনে শাস্তি পাবে ঐ শাস্তি তার পাপের কাফফারা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।’ (আহমাদ ৫/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/৫০৬, মুসলিম ৩/১৩৩৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ হে নাবী! মু’মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট বাইআত করার জন্য আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর রাইআত করার জন্য আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ কর যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবেনা, অপর লোকের মাল চুরি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য ও পোশাক না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে নিজের প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা জানতে পারুক অথবা না পারুক। এর দলীল হচ্ছে হিন্দা সম্পর্কীয় হাদীসটি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এই পরিমাণ খরচ দেননা যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর অজান্তে তাঁর মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তাহলে তা আমার জন্য বৈধ হবে কি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন ঃ 'প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৮৩, মুসলিম ৩/১৩৩৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَزْنِينَ তারা ব্যভিচার করবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩২)

সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ৫/৯)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বিন্‌ত উৎবাহ্ (রাঃ) যখন বাইআত করার জন্য আগমন করেন এবং তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ... أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি লজ্জায় তাঁর হাতখানা তাঁর মাথার উপর রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে মেয়ে! বাইআত নাও, সবাই এই শর্তগুলির উপর বাইআত করেছে।' এ কথা শুনে তিনিও বাইআত করেন। (আহমাদ ৬/১৫১)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। এই হুকুমটি সাধারণ। ভূমিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই হুকুমেরই আওতায় পড়ে। যেমন জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের সন্তানকে পানাহারের ভয়ে হত্যা করত। আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞারই আওতাধীন, তা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই করা হোকনা কেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে তাদের স্বামীর সন্তান বলবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف তারা সৎ কাজে তোমাকে (নাবী সঃ-কে) অমান্য করবেনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাল (সৎ) কাজের

নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা বিরত থাকবে। ইহা হল মহিলাদের মেনে চলার শর্তসমূহের মধ্যের একটি শর্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নির্ধারণ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের আদেশকে মেনে চলতে বলেছেন। এবং এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম বাধ্যবাধকতা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ 'দেখুন, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুমও শুধু সৎ কাজেই রয়েছে। (তাবারী ২৩/৩৪৫) এই বাইআত গ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের নিকট হতে মৃতের উপর বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন উম্মে আতিয়্যার (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর একটি নারী বলেছিল ঃ 'অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করব (বিলাপ করব)।' তখন তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্য যেতে বলা হয়। সুতরাং সে যায় ও তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ না করার উপর বাইআত করে। উম্মে সুলাইম (রাঃ), যাঁর নাম ঐ দুই মহিলার মধ্যে রয়েছে যাঁরা বিলাপ না করার বাইআত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন মিলহানের মেয়ে এবং আনাসের (রাঃ) মা। (বুখারী ৪৮৯২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীদ ইব্ন আবী আসীদ আল বাররাদ (রহঃ) বলেন যে, এক মহিলা যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেন ঃ যে সমস্ত শর্তের উপর আমরা বাইআত নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল সৎ কাজের আদেশ যা তিনি আমাদেরকে নাসীহাত করেছেন, আমরা আমাদের মুখমন্ডল আঁচড়াবনা, চুল উপড়ে ফেলবনা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবনা (বিলাপ করার সময়)।

১৩। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা, তারাতো আখিরাত সম্পর্কে	١٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

قَدۡ يَئِسُواْ مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلۡكُفَّارُ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡقُبُورِ	**হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিরেরা সমাধিস্থদের বিষয়ে।**

এই সূরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদী, নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত, যাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তাঁর রাহমাত ও ভালবাসা হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলিমরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে এবং তথাকার নি'আমাত হতে এমনই নিরাশ হয়েছে যেমন নিরাশ হয়েছে কাবরবাসী কাফিরেরা।

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত কাফিরেরা তাদের মৃত কাবরবাসী কাফিরদের পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান হতে নিরাশ হয়েছে। ফলে কখনও আর তাদের সাথে দেখা হওয়ার আশা নেই। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যেমন মৃত কাবরবাসী কাফিরেরা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা মরে আখিরাতের শাস্তি অবলোকন করেছে এবং এখন তাদের কোন প্রকার কল্যাণ লাভের আশা নেই।

আল আমাশ (রহঃ) আবূ আদ দুহা (রহঃ) হতে, তিনি মাশরুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ কাফিরদের মৃত্যুর পর যখন তাদের পাপের শাস্তির কথা জানতে পারে তখন নিরাশ হয়ে যায়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং মানসুরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৪৮)

সূরা মুমতাহিনাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬১ ঃ সাফ্‌ফ, মাদানী
(আয়াত ১৪, রুকূ ২)

٦١ – سورة الصف، مَدَنِيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ١٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা সাফ্‌ফ এর মর্যাদা

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করত যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনও কেহ উঠে দাঁড়ায়নি, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে আমাদের কাছে পাঠালেন এবং তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন।’ (আহমাদ ৫/৪৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
২। হে মু’মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল?	٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
৩। তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।	٣. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ

৪। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।	٤. إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ

যে যা করেনা তা অন্যকে করতে বলার ব্যাপারে ভর্ৎসনা করা হয়েছে

প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা ওয়াদা করার পর তা পূরা করেনা।

পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলে এবং (তিন) তার কাছে আমানাত রাখা হলে তা খিয়ানাত করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন ঃ তোমরা যা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, ঐ সময় আমি নাবালক ছিলাম। খেলা করার জন্য আমি বের হলে আমার মাতা আমাকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'হে আবদুল্লাহ! এসো, তোমাকে কিছু দিতে চাই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাতাকে বললেন ঃ 'সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু দিতে চাও?' আমার মাতা উত্তরে বললেন ঃ 'জ্বী হ্যাঁ, খেজুর দিতে চাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখ যে, যদি কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা করতে তাহলে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হত (তোমাকে মিথ্যাবাদিনী হিসাবে গণ্য করা হত)।' (আহমাদ ৩/৪৪৭, আবূ দাঊদ ৫/২৬৫)

মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মু'মিনরা বলেছিল ঃ 'কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে অবশ্যই আমরা ঐ আমল করতাম।' তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে এটা জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا 'যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর উহুদের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে।' (দুররুল মানসুর ৮/১৪৬)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা নিজেদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য বলত ঃ 'আমরা যুদ্ধ করেছি', অথচ তারা যুদ্ধ করেনি, বলত ঃ 'আমরা আহত হয়েছি', অথচ আহত হয়নি, বলত ঃ 'আমরা প্রহৃত হয়েছি' অথচ প্রহৃত হয়নি, বলত ঃ 'আমরা ধৈর্যধারণ করেছি', অথচ ধৈর্যধারণ করেনি ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেননা। সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। (কুরতুবী ১৮/৮১) তিনি বলেন যে, كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ এর অর্থ হচ্ছে ঃ যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে

সারিবদ্ধ হয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ একজনের সাথে অপর জনের সুদৃঢ় বন্ধন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহা হল এমন মযবূত কাঠামো/দেয়াল যা কখনও হেলে পড়েনা, যেহেতু একের সাথে অপরটি গ্রথিত রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/১৪৭)

৫. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ	৫। স্মরণ কর মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল? অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।
٦. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ	৬। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে

فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ	লাগল ঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু।

মূসার (আঃ) কাওমকে তাঁর ভর্ৎসনা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা ইব্‌ন ইমরান (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে বলেন ঃ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ ‘হে আমার কাওম! তোমরাতো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছ, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?’ এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকেও মাক্কার কাফিরেরা কষ্ট দিত।

একবার তিনি বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মূসার (আঃ) উপর রহম করুন, তাঁকেতো এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৫২) সাথে সাথে মু’মিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট না দেয় কিংবা বিব্রত না করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

হে মু’মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমানিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৯) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ অতঃপর যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। অর্থাৎ যখন তারা জেনে শুনে সত্যের অনুসরণ হতে সরে গেল তখন আল্লাহ তা‘আলাও তাদের অন্তরকে

হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও ব্যর্থতা দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ

আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৪)

ঈসার (আঃ) আমাদের নাবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান

এরপর ঈসার (আঃ) ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি বানী ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ **يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** হে বানী ইসরাঈল! তাওরাতে আমার (আগমনের) শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আর আমি দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী। এখন আমি তোমাদের সামনে একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নাবী, উম্মী, মাক্কী আহমাদ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং ঈসা (আঃ) হলেন বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত নাবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল। তাঁর পরে কোন নাবীও আসবেননা এবং কোন রাসূলও আসবেননা। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ যুবাইর ইব্ন মুতঈম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আহমাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি মা’হী, যার কারণে আল্লাহ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করবেন, আমি হা’শির, আমাকে দিয়েই পুনরুত্থান শুরু হবে এবং আমি আ’কিব।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, খালিদ ইব্ন মাদান (রহঃ) বলেছেন যে, একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের কথা বলুন!’ তখন তিনি বলেন ঃ ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) আল্লাহর কাছে চাওয়া দু‘আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তাঁর মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের হল যার কারণে সিরিয়ার বসরা শহরের প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে উঠল।’ (ইব্ন হিশাম ১/১৭৫)

ইরবায ইব্ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট শেষ নাবী হিসাবে লিখিত ছিলাম, অথচ আদম (আঃ) তখন মাটি রূপে ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার আগমনের ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু‘আ, ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। নাবীগণের মায়েদেরকে এভাবেই স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে।’ (আহমাদ ৪/১২৭)

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আগমনের প্রথম সুখবর কি ছিল?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু‘আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে এক নূর বের হয় যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।’ (আহমাদ ৫/২৬২)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় আশিজন লোক ছিলাম যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উরফুতাহ (রাঃ), উসমান ইব্‌ন মায্‌ঊন (রাঃ) এবং আবূ মূসাও (রাঃ) ছিলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা আমর ইব্‌ন আ'স এবং উমারাহ ইব্‌ন ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাঁকে সাজদাহ করে। তারপর তারা ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আমর ও উমারাহ আবেদন করে ঃ 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কতক লোক আমাদের দীন পরিত্যাগ করে আপনার দেশে চলে এসেছে। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তারা কোথায়?' তারা জবাব দিল ঃ 'এখানেই এই শহরেই তারা রয়েছে।' তিনি তখন সাহাবীগণকে তাঁর সামনে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাযির হলেন। জা'ফর (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ 'আমি আজ তোমাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করব।' তখন সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সাজদাহ করলেননা। সভাষদবর্গ তখন বলল ঃ 'তোমরা বাদশাহকে কেন সাজদাহ করলেনা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া কেহকেও সাজদাহ করিনা।' তারা প্রশ্ন করল ঃ 'কেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ না করি এবং সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি।' তখন আমর ইব্‌ন আ'স (রাঃ) আর কথা না বলে থাকতে পারলেননা। তিনি বলে উঠলেন ঃ 'জনাব! ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।' তখন বাদশাহ জা'ফরকে (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ' ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি?' জা'ফর (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁকে কখনও কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। বাদশাহ এ ভাষণ শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন ঃ 'হে হাবশের অধিবাসী! হে বক্তাগণ! হে বিদ্বানমণ্ডলী! হে দরবেশবৃন্দ! এ ব্যাপারে এই লোকদের (মুসলিমদের) এবং আমাদের আকীদা একই। আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে এদের

আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই। হে মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যাঁর নিকট হতে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনিই ঐ রাসূল যাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইঞ্জীলে পড়েছি। ইনিই ঐ নাবী যাঁর সুসংবাদ আমাদের নাবী ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আল্লাহর শপথ! যদি আমার উপর দেশ পরিচালনার ঝামেলাযুক্ত দায়িত্ব অর্পিত না থাকত তাহলে এখনই আমি এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁর জুতা বহন করে এবং তাঁর উযূর পানি বহন করে সম্মান বোধ করতাম।’ এটুকু বলে তিনি ঐ দুই কুরাইশীকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এই মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) পরিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন এবং তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (আহমাদ ১/৪৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগলঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত খ্যাতি এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণের ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের কাছে এলেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিরেরা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটাতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।	٧. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮। তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়,	٨. يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ

بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ	**কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে।**
٩. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ	**৯। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।**

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুল্‌মকারী ব্যক্তি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেহই হতে পারেনা। সে যদি বে-খবর হত তাহলেতো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার অবস্থাতো এই যে, তাকে তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্মিকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে আল্লাহর দীন দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ এই ফাইসালা করেছেন যে, তিনি তাঁর নূরকে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। আর তিনিই তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এই দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা বারাআতে গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

১০। হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?	١٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ
১১। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।	١١. تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
১২। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।	١٢. يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ
১৩। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।	١٣. وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

আল্লাহর শাস্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করতে পারে

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?' তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবেনা। তা হচ্ছে এই যে, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম। যদি তোমরা এই ব্যবসায়ে হাত দাও তাহলে তোমাদের পদস্খলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে দাখিল করব এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। বিশ্বাস রেখ যে, মহাসাফল্য এটাই।

আরও জেনে রেখ যে, তোমরা সদা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে থাক, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকব এবং তোমাদের ঈপ্সিত বিজয় দান করব। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) দুনিয়ার এই সাহায্য ও

বিজয় এবং আখিরাতের ঐ জান্নাত ও নি‘আমাত ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কাজে সদা নিয়োজিত থাকে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দীনের খিদমাত করে। তাইতো তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি আমার পক্ষ হতে মু’মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

١٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَـٰهِرِينَ

১৪। হে মু’মিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিল ঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ আমরাইতো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরে আমি মু’মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল।

প্রকৃতিগতভাবে সব মুসলিমই ইসলামের সমর্থনকারী

মহান আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা-সর্বদা জান-মাল দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্যকারী হবে? তখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। অর্থাৎ আল্লাহর এই দীনের কাজে আমরাই

আপনার সঙ্গী হিসাবে কাজ করব, আপনাকে সাহায্য করব ও আপনার অনুসারী হিসাবে থাকব। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক হিসাবে সিরিয়ার শহরগুলিতে পাঠিয়ে দেন।

হাজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'এমন কেহ আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাতকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে।' (আহমাদ ৩/৩২২, হাকিম ২/৬২৪, বাইহাকী ৮/১৪৬)

মাদীনার অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই সৌভাগ্যের অধিকারী করেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বাসভূমিতে চলে যান তাহলে কোনক্রমেই তাঁরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন হতে দিবেননা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সঙ্গীগণসহ হিজরাত করে তাঁদের বাসভূমি মাদীনা নগরীতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এ কারণেই তাঁরা 'আনসার' (সাহায্যকারী) এই মহান উপাধিতে ভূষিত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

বানী ইসরাঈলের একটি দল ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল, অপর দল তাঁকে অস্বীকার করেছিল

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করল অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীদেরকে নিয়ে দীনের দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক সঠিক পথে এসে গেল, আর কিছু লোক এ পথে এলোনা। এমনকি তারা তাঁকে এবং তাঁর সতী-সাধ্বী মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করল। এই ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর গযব পতিত হোক।

আবার যারা তাঁকে মেনে নিল তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে সীমালংঘন করল এবং তাঁকে তার মর্যাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিল। এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হয়ে গেল। একটি দল বলতে লাগল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর

পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। অন্য একটি দল বলল যে, ঈসা (আঃ) তিন আল্লাহর একজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস। আর একটি দলতো তাঁকে আল্লাহ বলেই স্বীকার করে নিল। এসবের আলোচনা সূরা নিসায় বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে জয়যুক্ত করেন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের শত্রু খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী করলাম।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরদের নিকট এলেন। ঐ সময় তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তাঁর সহচরগণ ছিলেন বারোজন। তাঁরা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এসেই বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী করবে। একবার নয়, বরং বারো বার।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এ ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে যে, তাকে আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে?' তাঁর এ কথার জবাবে তাঁদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেন ঃ 'আমি এ জন্য প্রস্তুত আছি।' ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি বস।' অতঃপর পুনরায় তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ঐ যুবকটি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমিই এজন্য প্রস্তুত।' ঈসা (আঃ) এবারও তাঁকে বসে যেতে বললেন। তৃতীয়বার ঈসা (আঃ) ঐ কথাই বললেন এবং তৃতীয়বারও ঐ যুবকটিই দাঁড়িয়ে সম্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, বেশ!' তৎক্ষণাৎ তাঁর আকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈসার (আঃ) মত হয়ে গেল এবং ঈসাকে (আঃ) ঐ ঘরের ছাদের একটি ছিদ্র পথে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল। ঈসাকে (আঃ) অনুসন্ধানকারী ইয়াহুদীরা দৌড়ে এলো এবং ঐ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করল ও শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐ অবশিষ্ট এগারজন লোকের মধ্য হতে কেহ কেহ বারো বার কুফরী করল, অথচ ইতোপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল।

অতঃপর ঈসাকে (আঃ) মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি দল বলল ঃ 'স্বয়ং আল্লাহ ঈসার আকৃতিতে যতদিন ইচ্ছা

করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন।' এই দলটিকে ইয়াকূবিয়্যাহ বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি বলল ঃ 'আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।' এই দলটিকে বলা হয় নাসতুরিয়্যাহ। তৃতীয় দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দলটি হল মুসলিমের দল।

অতঃপর ঐ কাফির দল দু'টির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঐ মুসলিম দলটিকে প্রহার করে হত্যা ও ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের ঐ মুসলিম দলটি তাঁর উপরও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয়ী হওয়া এবং দীন ইসলামের অন্যান্য দীনগুলোকে পরাজিত করাই হল তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করা।' (তাবারী ২৩/৩৬৬, নাসাঈ ৬/৪৮৯)

সুতরাং এই উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামাত এসে যাবে এবং এই উম্মাতের শেষের লোকেরা ঈসার (আঃ) সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬, মুসলিম ৩/১৫২৪, আবূ দাঊদ ৩/১১) এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা সাফ্ফ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬২ ঃ জুমু'আহ, মাদানী

٦٢ – سورة الجمعة مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা জুমু'আহর মর্যাদা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৭, ৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡمَلِكِ ٱلۡقُدُّوسِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ
২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বেতো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।	٢. هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَـٰلٖ مُّبِينٖ

৩। আর তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٣. وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৪। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহতো মহা অনুগ্রহশীল।	٤. ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

প্রত্যেকে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করে থাকে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগ্ন রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪) সমস্ত মাখলূক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই হোক, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্ এবং এ দু’টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী। তিনি সর্ব প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দোষ মুক্ত এবং সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রতি রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) পাঠিয়েছেন রাহমাত স্বরূপ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ উম্মী দ্বারা আরাবদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০)

এখানে উম্মী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র নাবী করে আরাবে পাঠানো হয়েছিল, বরং কারণ শুধু এটাই যে, আরাবদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহ্সান ও ইকরাম বহুগুণে বেশি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

নিশ্চয়ই ইহাতো (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৪) এখানেও কাওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা কুরআন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ। অনুরূপভাবে অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতি প্রদর্শন শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যই খাস, বরং তাঁর সতর্ককরণতো সাধারণভাবে সবারই জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) অন্যত্র আছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল। সমস্ত মাখলূক তথা জিন ও ইনসানের তিনি নাবী। সূরা আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি এবং বহু আয়াত ও হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবদের মধ্যে তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্য যে, যেন ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ কবূল হওয়া জানা যায়। তিনি মাক্কাবাসীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) এ দু'আ কবূল করেন।

ঐ সময় সমস্ত মাখলূকের জন্য আল্লাহর নাবীর আগমন অত্যন্ত যরুরী হয়ে পড়েছিল। আহলে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক ঈসার (আঃ) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। তাঁরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিলেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।

আরাবরা ইবরাহীমের (আঃ) দীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে, তারা ঐ দীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা ঐ দীনের মধ্যে এত বেশি পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শির্কে এবং বিশ্বাস সন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারা নিজেরাই বহু বিদ'আত আবিষ্কার করে তা আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবও তাদের কিতাবগুলি বদলে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযীমুশ শান শারীয়াত এবং পরিপূর্ণ দীনসহ জিন ও ইনসানের নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি আহলে কিতাবের নিকট মহান আল্লাহর আসল আহকাম পৌঁছে দেন, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে বাতলে দেন যা তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম হতে

পরিত্রাণ লাভ করাবে, তিনি সমস্ত মাখলূকের জন্য পথ প্রদর্শক হন, শারীয়াতের মূল ও শাখা সবই শিক্ষা দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ উল্লেখ করতে তিনি বাদ রাখেননি, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর করে দেন এবং জনগণকে এমন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার মধ্যে সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে।

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বগুণাবলি একত্রিত করেন যা, না তাঁর পূর্বে কারও মধ্যে ছিল এবং না তাঁর পরে কারও মধ্যে থাকবে। মহান আল্লাহ সদা-সর্বদা তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন!

মুহাম্মাদ (সাঃ) আরাব-অনারাব সকলের জন্য রাসূল

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এ আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসেছিলাম এমন সময় তাঁর উপর সূরা জুমু'আহ অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?' কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। তিনবার এই প্রশ্ন করা হয়। আমাদের মধ্যে সালমান ফারসীও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতখানা সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে বললেন ঃ 'ঈমান যদি সারিয়্যা নক্ষত্রের নিকট থাকত তাহলেও এই লোকগুলোর মধ্যে এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেত।' (ফাতহুল বারী ৮/৫১০, মুসলিম ৪/১৯৭২, তিরমিযী ৯/২০৯, ১০/৪৩৩; নাসাঈ ৫/৭৫, ৬/৪৯০; তাবারী ২৩/৩৭৫)

এ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা এবং এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়াবাসীর জন্য নাবী, শুধু আরাববাসীদের জন্য নয়। কেননা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে পারস্যবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোমের সম্রাটদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পাঠিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও বলেন যে, এর দ্বারা অনারাবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অহীর সত্যতা স্বীকার করেছে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি স্বীয় শারীয়াত ও তাকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময়। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান করেন। আল্লাহতো বড় অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ নাবুওয়াত দান করা আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

৫। যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচার সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।	٥. مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৬। বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٦. قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

٧. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ	**৭। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।**
٨. قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	**৮। বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।**

ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার এবং তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছিল

এই আয়াতগুলিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্য তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল করেনি। ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গাধা। যদি গাধার উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে এটা বুঝতে পারে যে, তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি ধরণের বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারেনা। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে তাওরাতের শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করছে, কিন্তু ওসবের উপকারিতা সম্বন্ধে তারা কিছুই বুঝেনা। এর উপর তারা আমলতো করেইনা, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নির্বোধ ও অবুঝ জন্তু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা মহান আল্লাহ এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি। কিন্তু এ লোকগুলোকেতো তিনি

বোধশক্তি দিয়েছেন, অথচ তারা তা ব্যবহার করেনা ও কাজে লাগায়না। এ জন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট। তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীদের দল! যদি তোমাদের দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তাহলে তোমরা প্রার্থনা কর ঃ আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ মৃত্যু দান করেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ কিন্তু তাদের হাত যা আগে প্রেরণ করেছে তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা যে কুফরী, যুল্ম ও পাপের কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ তা‘আলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতগুলির তাফসীরে ইয়াহুদীদের সাথে মুবাহালার পূর্ণ বর্ণনা আগেই আলোচিত হয়েছে ঃ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ

ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

তুমি বল ঃ যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাংক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৪-৯৬) সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তান-দেরকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১) আর মুশরিকদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরা মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে ঃ

قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا

বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল (আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি লা’নত বর্ষণ করুন!) বলে ঃ ‘আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে কা‘বার নিকট দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তার ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ ‘যদি সে এরূপ করত তাহলে অবশ্যই মালাইকা জনগণের চোখের সামনে তাকে পাকড়াও করতেন। আর যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করত তাহলে অবশ্যই তারা সবাই মারা যেত এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিত। আর আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা মুবাহালা করতে চেয়েছিল তারা যদি মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে অবশ্যই তারা ফিরে এসে তাদের পরিবারবর্গ এবং ধন-সম্পদ দেখতে পেতনা।’ (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯০, তিরমিযী ৯/২৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮, ৩০৮) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা‘আলার উক্তি রয়েছে ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮)

৯. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

৯। হে মু’মিনগণ! জুমু’আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

১০। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।	١٠. فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

জুমু‘আর দিন করণীয়

جُمُعَة শব্দটি جَمْع শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে মুসলিমরা বড় বড় মাসজিদে ইবাদাতের জন্য জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে। আর এটিও একটি কারণ যে, এই দিন সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ হয়েছিল। ছয় দিনে সারা জগত বানানো হয়। ষষ্ঠ দিন ছিল জুমু‘আর দিন। এই দিনেই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তাঁর অবস্থান ঘটে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, ঐ সময়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট যা যাঞ্চা করা হয় তা’ই তিনি দান করে থাকেন। এ সবই সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরূবাহ বলা হত। পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকেও প্রতি সাত দিনে একটি বিশেষ দিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমু‘আর দিনের হিদায়াত তারা লাভ করেনি। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলূকের সৃষ্টি কার্য শুরুই হয়নি। নাসারারা রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলূক সৃষ্টির সূচনা হয়। আর এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জুমু‘আকে পছন্দ করেছেন যেই দিন তিনি মাখলূকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সর্বাগ্রে হব, যদিও আমাদের পূর্বের আগমনকারীদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য শুক্রবারকে আনন্দের দিন হিসাবে ধার্য করেছিলেন, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের পিছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আগামী কাল এবং খৃষ্টানরা আগামী কালের পরের দিন।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬) এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর সহীহ মুসলিমের শব্দ হল ঃ আল্লাহ তা'আলা জুমু'আ হতে ভ্রষ্ট করেছেন আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। ইয়াহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন এবং জুমু'আর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন। সুতরাং তিনি (দিনের ক্রমধারা) রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। এভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কিয়ামাতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর হিসাবে আমরা শেষে রয়েছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে ফাইসালা করা হবে।' (মুসলিম ২/৫৮৬)

জুমু'আর খুতবাহ শোনা এবং সালাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ এখানে আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। سَعْيٌ দ্বারা এখানে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মাসজিদ পানে অগ্রসর হও।

উমার ইবন খাত্তাব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আত فَاسْعَوْا এর স্থলে فَامْضَوْا রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সালাতের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ইকামাত শুনলে সালাতের জন্য ধীরে সুস্থে যাবে, দৌড়াবেনা। সালাতের যে অংশ (জামা'আতের সাথে) পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করবে।' (ফাতহুল বারী ২/১৩৮, মুসলিম ১/৪২০) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি শব্দ শুনতে পান। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ব্যাপার কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে শরীক হয়েছি।' তখন তিনি বললেন ঃ 'না, না, এরূপ করনা। ধীরে সুস্থে সালাতে আসবে। যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করে নিবে।' (ফাতহুল বারী ২/১৩৭, মুসলিম ১/৪২২) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এখানে এ হুকুম কখনও নয় যে, মানুষ সালাতের জন্য দৌড়ে আসবে। এটাতো নিষেধ। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ স্বীয় মন ও আমল দ্বারা চেষ্টা কর। (তাবারী ২৩/৩৮০) জুমু'আর সালাতের জন্য আগমনকারীর জুমু'আর পূর্বে গোসল করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ যখন জুমু'আর জন্য আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৭৯) এ দু' গ্রন্থেই আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জুমু'আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের উপর গোসল ওয়াজিব।' (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৮০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক এই যে, সে প্রতি সাত দিনে এক দিন গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।' মুসলিম ২/৫৮২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল রয়েছে এবং তা হল জুমু'আর দিন।' (আহমাদ ৩/৩০৪, নাসাঈ ৩/৯৩, ইব্ন হিব্বান ২/২৬২)

জুমু'আর দিনের মর্যাদা

আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ভালভাবে গোসল করে এবং সকালেই মাসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, সওয়ার হয়না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুতবাহ শুনে এবং কথা বলেনা, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার) সাওয়াব লাভ করে।' (আহমাদ ৪/৯, আবূ দাঊদ ১/২৪৬-২৪৭, তিরমিযী ৩/৩, ইব্ন মাজাহ ১/২৪৬, নাসাঈ ৩/৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে খুবই উত্তম বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জুমু‘আর দিন যে ব্যক্তি নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে আউওয়াল ওয়াক্তে মাসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করল, যে দ্বিতীয় সময়ে হাযির হল সে যেন একটা গরু কুরবানী করল, যে তৃতীয় সময়ে পৌঁছলো সে যেন শিংওয়ালা একটা মেষ কুরবানী করল। যে হাযির হল চতুর্থ ওয়াক্তে সে যেন কুরবানী করল একটা মোরগ এবং যে হাযির হল পঞ্চম ওয়াক্তে, সে একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদাকাহ করার সাওয়াব লাভ করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশে) বের হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী হাযির হয়ে খুতবাহ শুনতে থাকেন।’ (ফাতহুল বারী ২/৪২৫, মুসলিম ২/৫৮২)

জুমু‘আর দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং গোসল করে স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মিসওয়াক করে জুমু‘আর সালাতের জন্য আসা উচিত। পূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি, আবূ সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু‘আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের গোসল করা ওয়াজিব এবং সে মিসওয়াক করবে এবং ঘরে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করবে। (ফাতহুল বারী ২/৪২৩)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে ও সুগন্ধি মাখে (যদি থাকে); অতঃপর সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে মাসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল সালাত আদায় করে নেয় এবং কেহকেও কষ্ট দেয়না (অর্থাৎ কারও ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়না ও কোন উপবিষ্ট লোককে উঠায়না), অতঃপর ইমাম এসে খুতবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে থাকে, তার এই জুমু‘আ হতে পরবর্তী জুমু‘আ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই কাফফারা বা ক্ষমা হয়ে যায়।’ (আহমাদ ৫/৪২০)

সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘তোমাদের মধ্যে কেহ যদি দৈনন্দিনের পরিধানের কাপড় ছাড়া দু’টি কাপড় ক্রয় করে জুমু‘আর সালাতের জন্য খাস বা নির্দিষ্টি করে রাখে তাতে ক্ষতি কি?’ (আহমাদ ১/৬৫০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক জুমু‘আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, লোকেরা ‘নিমার’ (আরাবদের পরিধেয় সাধারণ পোশাক) পরিধান করে সালাত আদায় করতে এসেছেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের

মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন প্রতিদিন যে কাপড় পরিধান করে তা ছাড়া আরও দুই প্রস্থ কাপড় জুমু'আর জন্য ক্রয় করে। (ইব্‌ন মাজাহ ১/৩৪৯)

এ সূরায় 'আহ্বান' এর অর্থ হচ্ছে আযান শুনে খুতবাহ শোনার জন্য এগিয়ে আসা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ এ আয়াতে যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর দ্বারা ঐ আযান উদ্দেশ্য যা ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেয়া হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন মাসজিদের দরজার কাছে এই আযান দেয়া হত। আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দ্বিতীয় আযান চালু করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, শা'বি ইব্‌ন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) যুগে জুমুআ'হ্‌র আযান শুধু ঐ সময় হত যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বরে বসতেন। উসমানের (রাঃ) যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান একটি পৃথক স্থানের উপর দিইয়ে নেন। ঐ স্থানটির নাম ছিল যাওরা। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৭) মাসজিদের নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গা এটাই ছিল।

জুমু'আর আযান শোনার পর বেচা-কেনা করা নিষেধ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ذَرُوا الْبَيْعَ 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।' অর্থাৎ বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যখন আযান হয়ে যাবে তখন এর পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর যিক্‌র ও সালাতের উদ্দেশে গমন করা তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। তবে হ্যাঁ, যখন তোমাদের সালাত আদায় করা হয়ে যাবে তখন সেখান হতে চলে যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা তোমাদের জন্য বৈধ। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন জুমু'আর সালাত শেষ হত তখন ইরাক ইব্‌ন মালিক (রহঃ) মাসজিদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করত ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং সালাত আদায় করেছি যেভাবে তুমি আদেশ করেছ সেইভাবে। অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং আমার রিয্‌কের ব্যাপারে তুমিই একমাত্র উত্তম ফাইসালা দানকারী। (কুরতুবী ১৮/১০৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থায় কিংবা কোন কিছু দেয়া-নেয়ার সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বেনা যে, পরকালের কথা একেবারে ভুলে যাবে। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা করে থাকেন। (তিরমিযী ৯/৩৮৬)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ' وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــــدِيْر

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী হতে পারে যখন সে দাঁড়িয়ে, বসে, শুইয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করে।

১১। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল ঃ আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।	١١. وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌ক দাতা।	ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

খুতবাহ দেয়া অবস্থায় মাসজিদ ত্যাগ করা নিষেধ

আবুল আলিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জুমু‘আর দিন মাদীনায় ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুতবাহ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এখানে আল্লাহ তা‘আলা ধমক দিয়ে বলেন ঃ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওদিকে ছুটে যায় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া ইব্‌ন খালফিয়্যাহর (রাঃ) ব্যবসার মাল। তিনি জুমু‘আর দিন ব্যবসার মালসহ মাদীনায় আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি। ঢোলের শব্দ শুনে কয়েকজন ছাড়া সবাই মাসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদ আহমাদে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই ঐ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৩১৩, ফাতহুল বারী ৮/৫১১, মুসলিম ২/৫৯০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتَرَكُوكَ قَائِمًا। এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমু‘আয় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে হবে। সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর দিন দু’টি খুতবাহ পাঠ করতেন, দুই খুতবাহর মাঝে তিনি বসতেন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। (মুসলিম ২/৫৮৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে নাবী! তুমি জনগণকে জানিয়ে দাও যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় ও খেল-তামাশা হতে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমোদিত সময়ে যে ব্যক্তি রিয্‌ক তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম রিয্‌ক দান করবেন।

সূরা জুমু‘আ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৩ ঃ মুনাফিকূন, মাদানী — ٦٣ – سورة المنافقون، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকূ ২) — (اَيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	١. إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَـٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ
২। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল রূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!	٢. ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
৩। এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।	٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

٤. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ	৪। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে?

মুনাফিক এবং তাদের আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে তখন শপথ করে করে ইসলাম প্রকাশ করে এবং তাঁর রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়, বরং এর বিপরীত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ এই মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে শপথ করে করে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেখ যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই। এটা তাদের মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটা মাধ্যম মাত্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততার ব্যাপারে মুনাফিকরা স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে তারা এ মত পোষণ করেনা, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা কখনও কখনও স্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ যাহহাকের (রহঃ) কিরআতে اِيْمَانَهُمْ অর্থাৎ هَمْزَه তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবে ঃ তারা তাদের

বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। মুনাফিকদের বাহ্যিক ব্যবহার ও কথা-বার্তায় কোন কোন মুসলিম প্রতারিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের মিথ্যা কথন তারা বুঝতে পারেনা। ফলে তাদেরকে মু'মিন বলে ভুল করে। আবার কোন কোন মুসলিম মুনাফিকদের কথাকে বিশ্বাস করে এবং তাদের আচার আচরণকে অনুকরণ করে। মুনাফিকরাতো মনে প্রাণে এই চায় যে, ইসলাম এবং এর অনুসারীরা ধ্বংস হোক। তাই মুনাফিকদের অনুসরণ মুসলিমদের জন্য বয়ে আনতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!* (তাবারী ২৩/৩৯৪) আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ *এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝেনা।* অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ জন্যই মুনাফিক আখ্যায়িত করেছেন যে, তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে ধ্বংসকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর সীল করে দিয়েছেন। ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না এবং কোন উত্তম কথাও তাদের অন্তরে পৌছেনা। তাদের হৃদয় না কোন কিছু বুঝতে পারে, আর না তা থেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ *তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর।* অর্থাৎ মুনাফিকদের রয়েছে মুখের মিষ্টি কথা এবং বাক-পটুতা। যখন কেহ তাদের কথা শুনতে পায় তখন তাদের কথার বাক্যালংকার এবং সাজিয়ে গুছিয়ে বলার কারণে সে মুগ্ধ হবে, যদিও মুনাফিকরা তাদের অন্তরে দুর্বল ও সশংক চিত্ত, ভয়ার্ত ও ভীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে

যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হুতাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুনাফিকদের বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। তাদের সালাম হল লা'নত, তাদের খাদ্য হল লুঠতরাজ, তাদের গানীমাত হল চুরি, তারা মাসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, সালাতের জন্য তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগর্বী হয় এবং তারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করেনা এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেনা। রাতের বেলা তারা এক টুকরা কাঠ এবং দিনে শোরগোলকারী।' (আহমাদ ২/২৯৩)

৫। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা	٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟

رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ	ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।
٦. سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ	৬। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।
٧. هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ	৭। তারাই বলে ঃ আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করনা যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভান্ডারতো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝেনা।
٨. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ	৮। তারা বলে ঃ আমরা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান হতে প্রবল দুর্বলকে বহিস্কৃত করবেই। কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের।

মুনাফিকরা রাসূলকে (সাঃ) দ্বারা তাদের জন্য দু'আ করতে বলায় আগ্রহী ছিলনা

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে খাঁটি মুসলিমরা যখন তাদেরকে বলে ঃ এসো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা গর্বভরে মাথা দুলিয়ে থাকে। এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায়। এর প্রতিফল হল এই যে, তাদের জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। সূরা বারাআতে এই বিষয়েই আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। সালাফগণের অধিকাংশ বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল সম্পর্কে বর্ণনা। এর বিস্তারিত সত্ত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, ইব্ন শিহাব (রহঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল তার কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জুমু'আর দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবাহ দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলত ঃ 'হে জনমণ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল। ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। এঁরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তোমরা শক্তিশালী হয়েছ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই মেনে চলবে।' এ কথা বলে সে বসে পড়ত। উহুদের যুদ্ধে তার কপটতা প্রকাশ পায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসে।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় ফিরে আসেন এবং জুমু'আর দিন মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই সেদিনও দাঁড়িয়ে যায় এবং সে কথা বলতে যাবে এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাপড় টেনে ধরে বলে ওঠেন ঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই বসে যা। এখন তোর কথা বলার মুখ নেই। তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারও কাছে গোপন নেই। তোর আর ঐ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি।' সে তখন অসন্তুষ্ট হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে বলতে বলতে যাচ্ছিল ঃ 'আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম? আমিতো তাঁর কাজ মযবূত করার উদ্দেশেই দাঁড়িয়েছিলাম।' মাসজিদের দরযার কাছে কয়েক জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ব্যাপার কি?' উত্তরে সে বলল ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজকে দৃঢ় করার উদ্দেশেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী আমার উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে শুরু করে এবং আমাকে ধমকাতে থাকে। তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তাঁর কথা ও কাজের সমর্থন করব।' এ কথা শুনে ঐ আনসারীগণ বললেন ঃ 'ভাল কথা, তুমি ফিরে চল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন জানাব যে, তিনি যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।' সে তখন বলল ঃ 'আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।' (ইব্‌ন হিশাম ৩/১১১)

কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কাওমের এক মুসলিম যুবক তার এ ধরনের কার্যকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি অস্বীকার করে। সে মিথ্যা শপথও করে। তখন আনসারীগণ ঐ সাহাবীকে তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন করেন ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের এবং যুবক সাহাবীর সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ঐ মুনাফিককে বলা হয় ঃ 'চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নাও।' তখন সে অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনায় মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) এবং আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল ওর মধ্যে জাহ্জাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী (রাঃ) ও সিনান ইব্ন ইয়াযীদের (রাঃ) মাঝে ঝগড়া হয়। জাহ্জাহ্ (রাঃ) উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) একজন কর্মচারী ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্য আনসারগণকে আহ্বান করেন এবং জাহ্জাহ্ (রাঃ) আহ্বান করেন মুহাজিরদেরকে। ঐ সময় যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারগণের একটি দল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর পাশে উববিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলতে শুরু করে ঃ 'আমাদের শহরেই এ লোকগুলো আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল? আমাদের ও এই কুরাইশদের দৃষ্টান্ত ওটাই যাকে একজন বলেছে ঃ 'স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা করছ যাতে সে তোমাকেই কামড়ে দেয়।' আল্লাহর শপথ! আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই।' অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল ঃ 'সব বিপদ তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে এনেছ। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছ এবং নিজেদের সম্পদের অর্ধাংশ দান করেছ। এখনও যদি তোমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য না কর তাহলে তারা সংকটে পড়ে মাদীনা হতে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।'

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন। ঐ সময় তিনি অল্প বয়ষ্ক ছিলেন। তিনি সরাসরি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট উমার ইব্ন খাত্তাবও (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আব্বাদ ইব্ন বিশরকে (রাঃ) নির্দেশ দিন, সে তার গর্দান উড়িয়ে দিক।" তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবেনা। যান, লোকদেরকে যাত্রা শুরু করার হুকুম দিন।' আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন এ খবর পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর কাছে হাযির হয়ে ওযর-আপত্তি, হীলা-বাহানা

করতে লাগল। আর শপথ করে বলতে লাগল যে, সে এরূপ কথা কখনও বলেনি। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ছিল। তার গোত্রের লোকেরাও বলতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের পূর্বেই ওখান হতে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন। পথে উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নাবুওয়াতের যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম করেন। অতঃপর আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'তোমার কি জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গী আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলেছে ঃ 'মাদীনায় পৌঁছে প্রবল ব্যক্তিরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে?' তখন উসায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্মানিততো আপনিই, আর লাঞ্ছিত হল সে। আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া করবেননা। আপনি এটাকে গুরুত্ব দিবেননা। আসলে মাদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আমরা মাদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বাচন করার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আপনাকে এখানে এনেছেন এবং সে মনে করছে যে, আপনার কারণে তার হাত হতে ক্ষমতা ছুটে গেছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চলতে থাকুন।' তাঁরা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা হল, রাত শেষ হয়ে সকাল হলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে জনগণ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর ঐ কথা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত না থাকে। জনগণের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে এই সূরা মুনাফিকূন অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন হিশাম ২/২৯০-২৯২)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারকে লাথি মারেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং উভয়েই নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাঁদেরকে আহ্বান করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ 'একি অজ্ঞতার যুগের কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী বদ

অভ্যাস পরিত্যাগ কর।' আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল বলতে লাগল ঃ 'মুহাজিরগণ এরূপ করল? আল্লাহর শপথ! মাদীনায় পৌঁছেই আমরা সম্মানীরা এই লাঞ্ছিতদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।' ঐ সময় মাদীনায় আনসারগণের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি ছিল। তবে পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন এবং বললেন ঃ তার ব্যাপারটি বাদ দিন। তাহলে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করে। (আহমাদ ৩/৩৯২, বুখারী ৪৯০৭, মুসলিম ২৫৮৪, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৫৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় পৌঁছেন তখন ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) মাদীনার প্রবেশ পথে তরবারী হাতে তুলে দাঁড়িয়ে যান। জনগণ মাদীনায় প্রবেশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা এসে পড়ে। তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'দাঁড়িয়ে যাও, মাদীনায় প্রবেশ করনা।' তার পিতা বলল ঃ 'ব্যাপার কি? আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?' আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'তুমি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেন। সম্মানিত তিনিই এবং তুমিই লাঞ্ছিত।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে ঐ মুনাফিক তাঁর কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমার পিতাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা।' অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে মাদীনায় প্রবেশ করতে দিলেন। (তাবারী ২৩/৪০৩, ৪০৫)

আবূ বাকর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল হুমাইদী (রহঃ) তার মুসনাদ হুমাইদীতে আবূ হারুন আল মাদানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে বলেন ঃ 'যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে এ কথা না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সম্মানিত এবং তুমি লাঞ্ছিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি শুনেছি যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার ফাইসালা দিয়েছেন। 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আজ পর্যন্ত আমি তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্তু আপনি যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা কেটে এনে আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কেহকেও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেননা। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহন্তাকে আমি চলাফিরা করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘৃণা করব। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫২০)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।	٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ
১০। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ করতাম	١٠. وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن

এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	١١. وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ.

দুনিয়াদারী বিষয়ে বেশি জড়িত না হয়ে, মৃত্যুর পূর্বেই বেশি বেশি দান করার তাগিদ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর বলেন ঃ যারা দুনিয়ার চাকচিক্য, পদ মর্যাদা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আখিরাতে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার হবে লাঞ্ছিত। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর আনুগত্যের কাজে মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল হতে খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে ধন-সম্পদ খরচ করে শান্তি লাভের আশা করা বৃথা হবে। ঐ সময় তারা চাইবে যে, তাদেরকে যদি অল্প সময়ের জন্যও ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করবে এবং মন খুলে আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করবে। কিন্তু তখন আর সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। ওটা আর কিছুতেই টলাবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই পড়েছে। প্রত্যেক অবিশ্বাসীকেই তার কাজের হিসাব দেয়ার সময় এসে গেছে। কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ. لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ

যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি; না এটা হবার নয়। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৯৯-১০০) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ নির্ধারিত সময়কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এ লোকগুলোকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এসব কথা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করত পুনরায় ঐ কাজই করতে থাকবে।

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি জানেন যা মানুষ করে।

সূরা মুনাফিকূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৪ ঃ তাগাবুন, মাদানী

٦٤ – سورة التغابن ۚ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৮, রুকূ ২)

(اٰيَاتهَا : ١٨ ۚ رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	١. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ
২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। তোমরা যা কর আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা।	٢. هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ
৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট।	٣. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ

৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।	٤. يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

আল্লাহর গুণগান করার আদেশ

সাব্বাহাতের সূরাগুলির মধ্যে এটাই সর্বশেষ সূরা। সৃষ্টি কুলের আল্লাহ পাকের তাসবীহ্ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সব কিছুরই উপর রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব। যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী। কেহই তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হবেনা। তিনি সারা মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীর কেহ হয়েছে কাফির এবং কেহ হয়েছে মু'মিন। কে হিদায়াতের যোগ্য এবং কে গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত। তিনি স্বীয় বান্দাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী এবং তাদেরকে তিনি তাদের কাজের প্রতিদান প্রদানকারী। তিনি আদল ও হিকমাতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ. ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ (٨) فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ৬-৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

৫। তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٥. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
৬। তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসত তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী

এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শাস্তি ও নিকৃষ্ট বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করছে। দুনিয়ায়ও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্য বাকী রয়েছে। ঐ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, রাসূলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে স্পষ্ট

দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারা ওগুলি অবিশ্বাস করেছিল। একজন মানুষ যে নাবী হতে পারেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার হতে পারে তা তারা অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা নাবীদেরকে স্বীকার করেনি এবং সৎ আমল করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকেতো আল্লাহ তা'আলারও প্রয়োজন নেই। তিনিতো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

৭। কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।	٧. زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ
৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।	٨. فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ
৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার	٩. يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي

مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ	**পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।**
١٠. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ	**১০। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!**

মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এটা সত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা বলেছিল যে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হবেনা এবং বিচারও হবেনা। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ করে কিয়ামাতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন। প্রথম সূরা ইউনুসে রয়েছে ঃ

وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَۖ قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقّٞۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৩) দ্বিতীয় আয়াত সূরা সাবায় রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ

কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩) আর তৃতীয় হল এই আয়াতটি ঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর। আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহর নিকট অজানা নয়, বরং তিনি সব কিছুরই খবর রাখেন।

তাগাবুন এর বর্ণনা

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ সমাবেশের দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ও পরের সকলকে একটি এলাকায় একত্রিত করবেন এবং সকলে একজন ঘোষককে বলতে শুনবে, যাকে সবাই দেখতে পাবে বলেই ঐ দিনকে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিনকে لِيَوْمُ الْجَمْعِ বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَوْمُ التَّغَابُنِ হল কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। কিয়ামাতের এই নামের কারণ এই যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪১৯, ৪২০) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ এর চেয়ে বড় তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল!

১১। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয়না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।	١١. مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১২। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট ভাবে প্রচার করা।	١٢. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ
১৩। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ উপরই নির্ভর করে।	١٣. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

আল্লাহর অনুমতিতেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে

সূরা হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে (৫৭ ঃ ২২) যে, যা কিছু হয় তা আল্লাহর হুকুমেই হয়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়া কিছুই হয়না।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২২) এখন কোন লোকের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তার এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহর ফাইসালা ও নির্ধারণক্রমেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর মর্জির উপর স্থির থাকা। আর সে যেন সাওয়াব ও কল্যাণের আশা রাখে। সে যেন আল্লাহর ফাইসালাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়। তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন। সে তখন সঠিক বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য স্বীয় অন্তরে দেখতে পাবে। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, ঐ বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায়ই অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়। সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা আপতিত হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা হওয়ারই ছিলনা। (তাবারী ২৩/৪২১)

'মুত্তাফাকুন আলাইহি' এর হাদীসে রয়েছে ঃ মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, সুতরাং তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আবার তার জন্য আনন্দদায়ক কোন ব্যাপার ঘটলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। এটা মু'মিন ছাড়া আর কারও জন্য নয়।' (মুসলিম ৪/২২৯৫)

একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) মেনে চলতে হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তাহলে জেনে রেখ যে) আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা যথাযথভাবে পালন করা। যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অহী আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ হল তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের দায়িত্ব হল তা পালন করা। (বুখারী, পরিচ্ছদ ৪৬) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। প্রথম বাক্যে তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তলব, অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদকে মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর। যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ, সেই হেতু মু'মিনদের উচিত একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৯)

১৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৫। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য	١٥. إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ

পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।	فِتۡنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٌ
১৬। তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।	١٦. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّأَنفُسِكُمۡ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।	١٧. إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١٨. عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاحْذَرُوهُمْ তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। দীনের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য দিবে। মানুষ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী করে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, মাক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবূল করেছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা তাদেরকে হিজরাত করতে দেয়নি। অতঃপর যখন তারা আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যায় তখন গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরাত করেছিলেন তাঁরা অনেক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিরমিযী ৯/২২২, হাসান সহীহ) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলি পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪) আরও, যা এর পরে রয়েছে।

বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) লাল জামা পরিধান করে আসেন তারা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ও উঠছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর হতে নেমে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং সামনে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলতে থাকলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলও সত্য কথা বলেছেন। তা হল ঃ 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাহ।' এই দুই শিশুকে পড়তে ও উঠতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাই খুতবাহ স্থগিত রেখে এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হল। (আহমাদ ৫/৩৫৪, আবূ দাঊদ ১/৬৬৩, তিরমিযী ১০/২৭৮, নাসাঈ ৩/১০৮, ইব্ন মাজাহ ২/১১৯০)

যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করব তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করব (কোন কিছু হতে) তখন তা হতে বিরত থাকবে।' (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ২/৯৭৫) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়োনা। আগেও বেড়ে যেওনা এবং পিছনেও সরে এসোনা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন অথবা যে সিদ্ধান্ত দেন তার বাইরে তোমরা কিছু বলনা, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করনা। তোমাদের প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে তা

কখনও অবহেলা করনা এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা কখনও করার চেষ্টা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

দান-সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে ইহ্সান করেছেন ঐ ইহ্সান তোমরা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তাহলে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে।

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه এর তাফসীর সূরা হাশরের এই আয়াতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ তুমি যা'ই ব্যয় করনা কেন, আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। আর দান-সাদাকাহ হিসাবে যা প্রদান করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। দান-সাদাকাহ করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধার দেয়া হিসাবে গন্য করেন। যেমন একটি হাদীসে কুদুসীতে বর্ণিত আছে ঃ কে তাঁকে ঋণ দিবে, যিনি অবিচারক নন এবং গরীবও নন। (মুসলিম ১/৫২২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

যাতে তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের অপরাধসমূহ তিনি মার্জনা করবেন।

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এর তাফসীর ইতোপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে।

সূরা তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৫ ঃ তালাক, মাদানী

٦٥ – سورة الطلاق ، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ١٢ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا	১। হে নাবী! তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাহলে তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দাতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিস্কার করনা এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলি আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জাননা, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামীর বাড়ীতে থাকবে

প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে, অতঃপর এরই অনুসরণে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

'সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং ঋতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীরূপেই রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় ঋতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা হলে এই পবিত্র অবস্থায়, সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই ঐ ইদ্দাত যার হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/২৫৮, ৩৯৩; মুসলিম ২/১০৯৪, ১০৯৫)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেছেন, আজজাহর (রহঃ) আজাদকৃত ভৃত্য আবদুর রাহমান ইব্‌ন আইমান (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) প্রশ্ন করছিলেন এবং আবুয যুবাইর (রহঃ) তা শুনছিলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ইব্‌ন উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ যখন সে পবিত্র হবে তখন তাকে তালাক দিবে, না হয় রেখে দিবে।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এই আয়াতটি পাঠ করেন।' (মুসলিম ২/১০৯৮) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়নি ঐ তোহরে তালাক দেয়া।' ইব্‌ন উমার (রাঃ), আ'তা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাকও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৩২-৪৩৪) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হায়েযের অবস্থায় তালাক দিওনা এবং ঐ তোহরেও তালাক দিওনা যাতে স্ত্রী-

সহবাস করেছ, বরং ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আবার তার হায়েয হবে এবং ঐ হায়েয হতে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। ঐ পবিত্র অবস্থায় একটি তালাক দিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৪৩৫)

এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং তালাকের দুই প্রকার করেছেন। তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত। তালাকে সুন্নাততো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেনি এবং মাসিক অবস্থায়ও নেই। আর গর্ভাবস্থায়ও তালাক দেয়া যাবে যদি গর্ভ স্পষ্ট হয়। আর তালাকে বিদআত এই যে, হায়েযের অবস্থায় তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেছে এবং গর্ভ ধারণ করেছে কি-না তাও জানা যায়নি। তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে বিদআতও নয়। ওটা হচ্ছে নাবালেগা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর তালাক এবং ঐ স্ত্রীর তালাক যার হায়েযই হয়না এবং ঐ নারীর তালাক যার সাথে মিলন হয়নি। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ তোমরা ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইদ্দাতের হিসাব রাখবে। এমন যেন না হয় যে, ইদ্দাতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এ ব্যাপারে তোমরা প্রকৃত মা'বূদ আল্লাহকে ভয় করবে।

ইদ্দাতের সময় স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ পোষণ দিতে হবে

ইদ্দাতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর। তাকে বাড়ী হতে বের করে দেয়ার কোন অধিকার স্বামীর নেই এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবেনা। কেননা সে তখন পর্যন্ত বিয়ের আইনানুযায়ী স্বামীর অধিকারে আবদ্ধা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দাত অবস্থায় স্বামীর ঘর ত্যাগ করবেনা। তবে সে যদি ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসায়িব (রহঃ), শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ কিলাবাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন হিলাল (রহঃ) এবং

আরও অনেকে বলেছেন যে. 'ফাহিশা' বলতে এখানে ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৩৮, কুরতুবী ১৮/১৫৬, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪) উবাই ইব্ন কাব (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, 'ফাহিশা মুবাইয়িনাহ' হল স্বামীর অবাধ্য হওয়া, সবার সম্মুখে তিরস্কার করা, স্বামীর পরিবারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৪৩৮)

স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করার হিকমাত

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه এগুলি আল্লাহর বিধান অর্থাৎ তাঁর শারীয়াত ও সীমারেখা। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন।* আল্লাহর ইচ্ছা কেহই জানতে পারেনা। ইদ্দাতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর তার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম। এর মধ্যে এই যৌক্তিকতা রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দাতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে। তার অন্তরে হয়তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত (তালাক ফিরিয়ে) নিবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে। যুহরী (রহঃ) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে. ফাতিমা বিনত কায়িস (রহঃ) لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا এর ভাবার্থে বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়া। (তাবারী ২৩/৪৪১) শা'বী (রহঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৪২, কুরতুবী ১৮/১৫৭, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪)

ফিরিয়ে না নেয়ার দাবীদার স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাবেনা

এর ভিত্তিতেই কতক সালাফ এবং তাঁদের অনুসারীদের অভিমত এই যে, مَبْتُوتَه নারী অর্থাৎ ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে রাজআত করার (ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দাত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা

দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। তাঁদের দলীল হল ফাতিমা বিন্ত কায়িস আল ফিহরিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কীয় হাদীসটি। যখন তাঁর স্বামী আবূ আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) তাঁকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান ছিলেননা। ঐ সময় তিনি ইয়ামানে ছিলেন। সেখান হতেই তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি লোক মারফত তাঁর স্ত্রীর নিকট সামান্য বার্লি পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাঁকে খোরাক হিসাবে দেয়া হল। এতে ঐ নারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাঁকে বললেন ঃ 'অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব আমার নয়।' মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিকই বটে। তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব তোমার এই স্বামীর উপর নয়।' সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, তাকে তিনি বলেন ঃ 'তোমাকে বসবাসের জন্য ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িত্ব নয়।' অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উম্মে শারিকের (রাঃ) বাড়ীতে তার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সেখানেতো আমার অধিকাংশ সাহাবী যাতায়াত করে থাকে। তুমি বরং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূমের (রাঃ) গৃহে ইদ্দাত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ (সে তোমাকে দেখতে পাবেনা)। তুমি সেখানে তোমার কাপড় খুলেও রেখে দিতে পারবে (শেষ পর্যন্ত)।' (মুসলিম ১৪৮০)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাটিকে বলেন ঃ 'ওহে কায়িস পরিবারের মেয়ে! ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর ঐ সময় রয়েছে যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার আছে। ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার যখন নেই তখন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও তার উপর বর্তায়না। তুমি এখান হতে চলে যাও এবং অমুক মহিলার বাড়ীতে তোমার ইদ্দাত পালন কর।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'সেখানেতো আমার সাহাবীগণ যাতায়াত করে থাকে! তুমি বরং ইব্ন উম্মে মাকতুমের (রাঃ) বাড়ীতে তোমার ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত কর। সে অন্ধ মানুষ। সুতরাং সে তোমাকে দেখতে পাবেনা (শেষ পর্যন্ত)।' (আহমাদ ৬/৩৭৩)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রাঃ) যাহহাক ইব্ন কায়েস কারাশীর (রাঃ) বোন ছিলেন। ফাতিমার স্বামী ছিলেন আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরাহ আল মাখযূমী (রাঃ)। ফাতিমা

(রাঃ) বলেন ঃ 'আবূ আমর ইব্ন হাফ্স (রাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামান গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন আমার স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করলে তাঁরা বলেন ঃ 'তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন অসিয়তও করেনি।' আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবূ আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক দিয়েছেন। আমি তখন তাঁর ওলীদের নিকট আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে তাঁরা বলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে কোন কিছু পাঠাননি এবং তাঁদেরকে কোন অসিয়তও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'এমন স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার (পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার তার স্বামীর উপর রয়েছে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল নয় তার খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের দায়িত্বও তার স্বামীর নেই।' (তাবারানী ২৪/৩৮২, নাসাঈ ৬/১৪৪)

২। তাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ওটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন -

٢. فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٍ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجًا

৩। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।	٣. وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦ ۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইদ্দাত বিশিষ্টা নারীদের ইদ্দাতের সময়কাল যখন পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদের স্বামীদের দু'টি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে তালাক তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে তাদের বিবাহ বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীরূপে বসবাস করবে, না হয় তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। কিন্তু তাদেরকে গাল মন্দ করবেনা, হেয় করবেনা, অভিশাপ দিবেনা অথবা শাসন গর্জন করবেনা। বরং সদয় ও উত্তমভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় স্বাক্ষী রাখতে হবে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তাহলে তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। যেমন সুনান আবূ দাউদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমরান ইব্ন হুসাইনকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী রেখেছে, না রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে। এর হুকুম কি হবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত করেছে। তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও সাক্ষী রাখা। সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।' (আবূ দাউদ

২/৬৩৭ ইব্ন মাজাহ ১/৬৫২) ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বর্ণনা করেন, 'আতা (রহঃ) বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া জায়িয নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে ঃ তবে নিরুপায় হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। যারা শারীয়াতের পাবন্দী ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী।

তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহ সহজ পথ প্রদর্শন করেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ সহজ করে দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারীয়াতের আহকাম পালন করবে, আল্লাহর হারামকৃত জিনিস হতে দূরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯০) এবং প্রশস্ততম ওয়াদার আয়াত হল وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا এই আয়াতটি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। (তাবারী ২৩/৪৪৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মাশরূক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ সে জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেননা; আর তিনি এমন জায়গা হতে দিবেন যা সে জানেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ আল্লাহ তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দান করবেন যা তার কল্পনাতীত। (তাবারী ২৩/৪৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ *যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'ওহে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযাত করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই করবে। উম্মাতের সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তাহলে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবেনা, তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।' (আহমাদ ১/২৯৩, তিরমিযী ৭/২১৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ তিনি স্বীয় আহকাম যেভাবে চান তাঁর মাখলূকের মধ্যে পূরা করে থাকেন।

আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৮)

৪। তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দাতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও রজস্বালা	٤. وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ

হয়নি তাদেরও। এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন।	وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا
৫। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।	٥. ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا

যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা আদৌ শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাতকাল

যে সব নারীর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এখানে তাদের ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দাত হল তিন মাস, ঋতুমতী নারীদের ইদ্দাতের মত তিন হায়েয নয়। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াত (২ ঃ ২২৪) এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দাত তিন মাস।

إِنِ ارْتَبْتُمْ 'যদি তোমরা সন্দেহ কর' এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা রক্ত দেখল এবং এতে সন্দেহ থাকল যে, এটা হায়েযের রক্ত, না ইসতেহাযা রোগের রক্ত। (তাবারী ২৩/৪৫০) আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দাতের হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা না যায়, তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং এটিই বেশি প্রকাশমান। (তাবারী ২৩/৪৫২) এই রিওয়ায়াতটিও এর দলীল যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বহু স্ত্রীলোকের ইদ্দাত এখনও কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন নাবালেগ মেয়ে,

বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী মহিলাদের (ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।' তখন এই আয়াত (৬৫ ঃ ৪) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৩/৪৫১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন ইদ্দাত সম্পর্কে সূরা বাকারাহয় একটি আয়াত নাযিল হয় তখন মাদীনার কেহ কেহ বলেন যে, কোন কোন মহিলাদের ইদ্দাতের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তারা হল ঐ যুবতী যাদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি এবং ঐ বয়স্কা মহিলা যারা গর্ভবতী। অতঃপর এই আয়াত (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৪) নাযিল হয়। (হাকিম ২/৪৯২)

গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতকাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দাত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। এটা তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু যে কোন কারণে হতে পারে। যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তিও এটাই।

আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট আগমন করে। ঐ সময় আবূ হুরাইরাহও (রাঃ) তাঁর নিকট বসা ছিলেন। লোকটি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তার ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'দু'টি ইদ্দাতের মধ্যে শেষের ইদ্দাতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দাত হবে তিন মাস।' আবূ সালামাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'কুরআন কারীমেতো রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমিও আমার চাচাতো ভাই আবূ সালামাহর (রাঃ) সাথে এক মতে রয়েছি। তৎক্ষণাৎ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁর গোলাম কুরাইবকে (রাঃ) উম্মে সালামাহর (রাঃ) নিকট এই মাসআলা জানার জন্য প্রেরণ করেন। উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই'আহ আসলামিয়্যাহর (রাঃ) স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। বিয়ের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে আবুস সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।' কিছু দীর্ঘ বর্ণনার সাথে অন্যান্য কিতাবেও এটি বর্ণিত

হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/৩৭৯; মুসলিম ২/১১২৩, তিরমিযী ৪/৩৭৫, নাসাঈ ৬/১৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রহঃ) বলেন, সুবাই'আহ আল আসলামিয়্যাহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর একটি সন্তানের জন্ম হয়। তার নিফাসের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন এবং যথারীতি তার বিয়ে হয়ে যায়। (আহমাদ ৪/৩২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনাধারায় পার্থক্য রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬০, ৯/৩৭৯; আবূ দাউদ ২/৭২৮, নাসাঈ ৬/১৯০, ১৯৬; ইব্ন মাজাহ ১/৬৫৪)

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উৎবাহ (রাঃ) বলেন যে, তার পিতা উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রাঃ) যুহরীর (রহঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইআহ বিন্ত হারিস আসলামিয়্যাহর (রাঃ) নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে যে ফাইসালা দিয়েছিলেন তা জেনে নিয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন। তাঁর কথামত তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উৎবাহর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, সুবাইআহর (রাঃ) স্বামী ছিলেন সা'দ ইব্ন খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হাজ্জে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সময় তাঁর স্ত্রী সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয়। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই'আহ বিন্ত হারিস আসলামিয়্যাহর স্বামীর মুত্যুর কয়েক দিন পর তিনি একটি বাচ্চা প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে তাদের জন্য সাজ-সজ্জা করেন যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। আবুস সানাবিল ইব্ন বা'কাক (রাঃ) তাঁর নিকট আসেন এবং তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি যে এভাবে বসে রয়েছ, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারনা।' তিনি এ কথা শুনে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'সন্ত

ান প্রসবের পরেই তোমার ইদ্দাত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।' (মুসলিম ১১২২, ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন।

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার।

٦. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দিও; তাদেরকে উত্যক্ত করনা সংকটে ফেলার জন্য, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।	٧. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার যথোপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে কেহ তার স্ত্রীকে তালাক দিবে তখন যেন তার ইদ্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার বসবাসের জায়গা দেয়। ইব্ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। (তাবারী ২৩/৪৫৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক হয় তাহলে যেন তার ঘরের এক কোণায়ই তাকে স্থান দেয়। (দুররুল মানসুর ৮/২০৭)

তালাকপ্রাপ্তার প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশে কষ্ট দিওনা। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় ফেলে দিওনা যে, তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অথবা তোমাদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তাদের প্রাপ্য মোহর পরিত্যাগ করে। শাওরী (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে, তিনি আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবেনা যে, ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন পূর্বে রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজআত করে নিবে। (কুরতুবী ১৮/১৬৮)

বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ‘রাজআত’ মহিলার স্বামী থেকে ভরণ পোষণের অধিকার রয়েছে

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার খাওয়া-খরচের দায়িত্ব তার স্বামীর। অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম ঐ মহিলাদের জন্য খাস করে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাদেরকে রাজআত করার (আবার ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর নেই। কেননা যাকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার খরচ বহন করার দায়িত্বতো স্বামীর উপরই রয়েছে। সে গর্ভবতী হোক, আর না’ই হোক।

তালাকপ্রাপ্তা মা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য বিনিময় পাবে

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সন্তান প্রসব করবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্ত ান -দেরকে দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে। তারা যদি রাজআত হয় তাহলে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা না করানোর এখতিয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য তাদেরকে করাতেই হবে। কেননা শিশুর জীবন সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত। পরে পান না করাতেও পারে। সে যদি এর পরেও দুধ পান করাতে থাকে তাহলে পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাক তা কল্যাণের সাথে ও নিয়ম মাফিক হওয়া উচিত। এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন সূরা বাকারাহয় রয়েছে ঃ

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও একই বিধান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى যদি পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা কম দিতে চায় এবং মা তা স্বীকার করতে

না চায়, অথবা মা বেশি দাবী করে এবং পিতার নিকট তা কষ্টকর বোধ হয় এবং তারা যদি কোনক্রমেই একমত হতে না পারে তাহলে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী রাখার এখতিয়ার রয়েছে। তবে হ্যাঁ, ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

শিশুর পিতা অথবা অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর উপর খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬)

তাকওয়া অবলম্বনকারী এক মহিলার বর্ণনা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করত। তারা অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করত। তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই ছিলনা। একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে। সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কোন খাবার আছে কি?' স্ত্রী বললেন ঃ 'আপনি খুশি হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।' স্বামী বলল ঃ 'তাহলে নিয়ে এসো। যা আছে তাই এনে দাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।' স্ত্রী বলল ঃ 'আরও একটু ধৈর্য ধারণ করুন!' মহিলাটি আল্লাহর রাহমাতের অপেক্ষা করতে লাগল। যখন আরও কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার

বলল ঃ 'তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসনা কেন? আমি যে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।' স্ত্রী বলল ঃ 'এতো তাড়াহুড়া করছেন কেন? এখনই আমি চুল্লী হতে পাতিল নামিয়ে আনছি।' কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখল যে, স্বামী আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগল ঃ 'চুল্লি হতে হাঁড়ি উঠিয়ে দেখি তো!' উঠে দেখে যে, আল্লাহর অসীম কুদরাতে তার ভরসার বিনিময়ে বকরীর গোশ্তে পাতিল পূর্ণ হয়ে আছে এবং আরও দেখে যে, ঘরের যাঁতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হচ্ছে। সে হাঁড়ি হতে সমস্ত গোশ্ত বের করে নিল এবং যাঁতা হতে আটা উঠিয়ে নিল এবং যাঁতা ঝেড়ে ফেলল।' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি সে যাঁতা না ঝাড়ত, বরং শুধু আটা নিয়ে নিত তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত ঐ যাঁতা ঘুরতে থাকত।' (আহমাদ ২/৪২১)

৮। কত জনপদ তাদের রাব্ব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।	٨. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا
৯। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম।	٩. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
১০। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা	١٠. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى

ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا	ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ।
١١. رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا	১১। প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্ম-পরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। যে কেহ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করার শাস্তি

যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না মানে এবং তাঁর শারীয়াতের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা তোমাদের নীতির উপর চলত, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব দিতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষতিই ছিল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম। দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হত তাহলেতো

একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা তাদের মত হয়োনা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যিক্র। এখানে যিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯)

নাবী/রাসূলগণের গুণাগুণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে আনার জন্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা এর দ্বারা হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রূহও রেখেছেন। কেননা এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে কেহ আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর ইতোপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য।

১২। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	١٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন মাখলূক তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাঁকে খুশি করে। তাই তিনি বলেন ঃ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ যেমন নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا

তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে? (সূরা নূহ,৭১ ঃ ১৫) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ 'ওগুলিরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি)।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি যুল্‌ম করে কারও এক বিঘত পরিমান ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবদ্ধ পড়ানো হবে।' (ফাতহুল বারী ৫/১২৪, মুসলিম ৩/১২৩২) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১২৪) আমি এর সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ এর শুরুতে যমীন সৃষ্টির আলোচনায় বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ১/১৯, ২০) যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, তাঁরা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা দলীলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সূরা তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৬ ঃ তাহ্‌রীম, মাদানী — ٦٦ – سورة التحريم، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১২, রুকূ ২) (اٰيَاتُهَا : ١٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	১। হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
٢. قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَـٰنِكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَـٰكُمۡ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ	২। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
٣. وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٍ ۖ	৩। যখন নাবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নাবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নাবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নাবী তা তার

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ	সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল ঃ কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নাবী বলল ঃ আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।
٤. إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ	৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎ আমলকারী মু'মিনগণও; উপরন্ত অন্যান্য মালাকও তার সাহায্যকারী।
٥. عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا	৫। যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পন-কারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্য-কারিনী, তাওবাহকারিনী, ইবাদাত - কারিনী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অবহিত করলেন

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্‌ত জাহশের (রাঃ) ঘরে মধু পান করতেন এবং এ কারণে তিনি তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন। এই জন্য আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তাদের মধ্যে যারই কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন তিনি যেন তাঁকে বলেন ঃ 'আপনার মুখ হতে মাগাফীরের (লেবু বা আঠা জাতীয় জিনিস যাতে গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর খেয়েছেন!' সুতরাং তাঁরা এ কথাই বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আমি যাইনাবের (রাঃ) ঘরে মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও আমি মধু পান করবনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৫৭২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর-এর মধ্যেও কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এখানে দু'জন স্ত্রী দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর চুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'আমি মধু পান করেছি' এই উক্তিটি। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭) তিনি কিতাবুত তালাকে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, মাগাফীর হল গাঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুত্ তালাকে এ হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত আছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের সালাতের পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং কেহকেও নিকটে করে নিতেন। একদা তিনি হাফসার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং অন্যান্য দিন তার কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করেন। এতে আমার মনে হিংসাবোধ জেগে উঠে। খবর নিয়ে জানলাম যে, তার কাওমের এক মহিলা এক মশক মধু তার কাছে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম যে, ঠিক আছে, কৌশল করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা হতে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং আমি সাওদাহ্ বিন্‌ত যাম'আহকে (রাঃ) বললাম ঃ তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন এবং তোমার নিকটবর্তী হবেন তখন তুমি তাঁকে বলবে ঃ 'আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?' তিনি জবাবে বলবেন ঃ 'না।' তখন তুমি বলবে ঃ তাহলে এই গন্ধ

কিসের?' তিনি তখন বলবেন ঃ 'হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।' তুমি তখন বলবে ঃ 'সম্ভবতঃ মৌমাছি 'উরফাত' নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।' আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলব। হে সাফিয়া (রাঃ)! তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে।' পরবর্তী সময়ে সাওদাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এলেন, তখনও তিনি দরজার উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, আয়িশা (রাঃ) আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে দিই। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ 'আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?' তিনি জবাবে বললেন ঃ 'না।' তখন সাওদাহ (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে এই গন্ধ কিসের?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হাফসাহ (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।' সাওদাহ (রাঃ) তখন বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ মৌমাছি 'উরফাত' নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলে আমিও তাঁকে একই কথা বললাম। তারপর তিনি সাফিয়ার (রাঃ) নিকট গেলে তিনিও ঐ কথাই বলেন। এরপর তিনি যখন আবার হাফসার (রাঃ) কাছে যান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধু পান করাতে চাইলে তিনি বলেন ঃ 'আমার এর প্রয়োজন নেই।' সাওদাহ (রাঃ) তখন বলতে লাগলেন ঃ 'আফসোস! আমরা এটাকে হারাম করিয়ে দিলাম!' আমি (আয়িশা রাঃ) বললাম ঃ চুপ থাক। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭)

সহীহ মুসলিমে এটুকু বেশি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক তা তিনি পছন্দ করতেননা। (মুসলিম ২/১১০১, ১১০২) এ জন্যই ঐ স্ত্রীগণ বলেছিলেন ঃ 'আপনি মাগাফীর খেয়েছেন কি?' কেননা মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন ঃ 'তাহলে মৌমাছি 'উরফাত' গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গাঁদের নাম হল মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।'

মধু পান করানোর ঘটনায় দু'টি নাম বর্ণিত আছে। একটি হাফসার (রাঃ) নাম এবং অপরটি যাইনাবের (রাঃ) নাম। তাহলে মধু পান করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে যারা একমত হয়েছিলেন তারা হলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)। সেক্ষেত্রে খুব সম্ভব ঘটনা দু'টি হবে। তবে এই দু'জনের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ), এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস রাঃ) বলেন ঃ বহু দিন হতে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا... এ আয়াতে যে দু'জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাদের নাম উমারের (রাঃ) কাছ থেকে জেনে নিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই খালীফা যখন হাজ্জের সফরে বের হন তখন আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। পথে এক জায়গায় খালীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন। আমি তখন পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে ফিরে এলেন। আমি পানি ঢেলে তাকে উযূ করালাম। সুযোগ পেয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ... اِنْ تَتُوْبَا এ আয়াতে যে দুই জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? তিনি জবাবে বললেন ঃ 'হে ইব্‌ন আব্বাস! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!' যুহরী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। কিন্তু ওটা গোপন করা বৈধ ছিলনা বলে তিনি উত্তর দেন ঃ 'এর দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে।' অতঃপর উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ 'আমরা কুরাইশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করত। যখন আমরা হিজরাত করে মাদীনায় এলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মাদীনার উমাইয়া ইব্‌ন যায়িদের (রাঃ) বাড়ীতে বসবাস করতাম। একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম। তখন সে উল্টিয়ে আমাকেও জবাব দিতে শুরু করল। আমি মনে মনে বললাম ঃ এ ধরনের নতুন আচরণ কেন? আমাকে বিস্মিত হতে দেখে সে বলল ঃ 'আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। কোন কোন সময়তো তারা সারা দিন ধরে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ রাখে।' তার এই কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম। সরাসরি আমি আমার কন্যা হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব দিয়ে থাক এবং মাঝে মাঝে সারা দিন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখ' এটা কি সত্য? সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এটা সত্য বটে।' আমি তখন বললাম ঃ যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন? সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন জবাব দিবেনা এবং তাঁর কাছে কিছুই চাবেনা। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই চাবে। আয়িশাকে (রাঃ) দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবেনা। সে তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয়।

হে ইব্ন আব্বাস! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। আমরা উভয়ে পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন। আমি আমার পালার দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাকে এসে শোনাতাম এবং তিনি তার পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শোনাতেন। আমাদের মধ্যে এ কথাটি ঐ সময় মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, গাস্সানী নেতা আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তাঁর পালার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন! ইশার সময় এসে তিনি আমার দরযার কড়া নাড়লেন। আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললাম ঃ খবর ভাল তো? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আজতো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে।' আমি বললাম ঃ গাস্সানীরা কি পৌঁছে গেছে? তিনি জবাবে বললেন ঃ 'এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।' আমি তখন বললাম ঃ আফ্সোস! হাফসাতো (রাঃ) ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার আশংকা করছিলাম। ফাজরের সালাত আদায় করেই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি হাফসার (রাঃ) বাড়ীতে হাযির হলাম। দেখলাম যে, সে কাঁদছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? সে জবাব দিল ঃ 'এ খবরতো বলতে পারছিনা। তবে তিনি আমাদের হতে পৃথক হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন।' আমি সেখানে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, একজন হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে। আমি তাকে বললাম ঃ যাও, আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা।' আমি তখন সেখান হতে ফিরে এসে মাসজিদে গেলাম। দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে সাহাবীগণের একটি দল বসে রয়েছেন এবং কারও কারও চক্ষু দিয়েতো অশ্রু ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম। কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়?

আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং ঐ গোলামের কাছে গিয়ে বললাম ঃ বল, উমার ইবনুল খাত্তাব আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। গোলাম এবারও এসে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দেননি। আবার আমি মাসজিদে চলে গেলাম। আমার ভিতর অস্থিরতার কারণে সেখান হতে আবার ফিরে এলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম। গোলাম আবার গেল এবং ঐ একই জবাব দিল। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় গোলাম আমাকে ডাক দিল এবং বলল ঃ 'আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।' আমি প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম। দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানাহীন একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে।

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ 'না।' আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কথা এই যে, আমরা কুরাইশরা আমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম। কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে আছে। এখানে এসে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি তাদেরই আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা করলাম এবং তার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও এরূপ করে থাকেন। তারপর আমি আমার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ যে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন।

তারপর আমি আমার মেয়ে হাফসার (রাঃ) কাছে যাওয়া, তাকে আয়িশার (রাঃ) প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম। এবারও তিনি মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললাম ঃ অনুমতি হলে আরও কিছুক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে পড়লাম। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনটি শুষ্ক চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন তো! পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর

ইবাদাত করেনা, অথচ তারা দুনিয়ার কত বেশি নি'আমাতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? আমার এ কথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 'হে খাত্তাবের পুত্র! আপনিতো এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়ে গেছেন। এই কাওমের (কাফিরদের) ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়েছে।' আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাস তিনি তাদের সাথে মিলিত হবেননা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অব্যহতি দেন।' (আহমাদ ১/৩৩, ৩৪; ফাতহুল বারী ৯/২১৮৭, মুসলিম ২/১১১, তিরমিযী ৯/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৬৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'বছর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, উমারকে (রাঃ) এই দু'জন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করব। কিন্তু উমারের (রাঃ) অত্যন্ত প্রভাবের কারণে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত হাজ্জ পালন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।' তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হল। (ফাতহুল বারী ৮/৫২৫, মুসলিম ২/১১০৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন তখন আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, লোকেরা পাথরের ছোট ছোট টুকরা মাটিতে ছুড়ে মারছে। তারা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। উহা ছিল পর্দা করার আদেশের পূর্বের ঘটনা। আমি মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করব। উমার (রাঃ) যেমন হাফসার (রাঃ) কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে আয়িশাকেও (রাঃ) বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবূ রিবাহ (রাঃ)। তাতে এও আছে যে, উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তাহলে আপনার সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর

মালাইকা, জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), আমি, আবূ বাকর (রাঃ) এবং সমস্ত মু'মিন।' উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি এই প্রকারের কথা যে বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কথার সত্যতায় তিনি আয়াত নাযিল করবেন। হলও তাই। আল্লাহ তা'আলা وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ এবং عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি মাসজিদে গিয়ে দরযার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৩) উমার (রাঃ) আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করে বলেন ঃ এ বিষয়ের তাহকীককারীদের মধ্যে আমিও একজন।' (মুসলিম ২/১১০৫) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন যে, صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ দ্বারা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৮৬) হাসান বাসরী (রহঃ) উসমানের (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন এবং লাইস ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) আলীর (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন। একটি দুর্বল হাদীসে মারফূ'রূপে শুধু আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল এবং সম্পূর্ণরূপে মুনকার।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রত্যেকে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাকেই বেশি ভালবাসেন। আমি তখন তাদেরকে বললাম ঃ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ যদি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষায়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা নাযিল করেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৫২৮) এটা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) বহু ব্যাপারে কুরআনের আনুকূল্য করেছেন। যেমন পর্দার ব্যাপারে (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৩), বদর যুদ্ধের বন্দীদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬৭) এবং মাকামে ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫)।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি যখন উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মন কষাকষির খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপোষ করে নাও, অন্যথায় তিনি যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর রাব্ব সম্ভবতঃ তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন। অবশেষে আমি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের শেষ জনের কাছে গেলাম। তখন সে বলল ঃ 'হে উমার (রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে এলেন?' আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ... عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।' (তাবারী ২৩/৪৮৮) সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে স্ত্রীটি উমারকে (রাঃ) এই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৮/১৬)

আল্লাহর বাণী مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ এর অর্থতো কুরআনের আয়াত থেকেই অতি পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। سَائِحَاتٍ এর অর্থের ব্যাপারে এর একটি তাফসীরতো এই যে, তারা হবে সিয়াম পালনকারিণী। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ

(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আ'তা (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯০, কুরতুবী ১৮/১৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২২৪)

৬। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে।	٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ
৭। হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে।	٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَ ۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ; সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং	٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ

سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন নাবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করবেননা। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ধর্ম ও আদব সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিক্ষা দেয়া

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং অবাধ্যাচরণ করনা। পরিবারের লোকদেরকে আল্লাহর যিক্রের তাগীদ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেন। (তাবারী ২৩/৪৯১)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল। (তাবারী ২৩/৪৯২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, অর্থ হল ঃ আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম কর এবং অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর। পরিবারের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম রেখ এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাক। সৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শাসন-গর্জন কর। (তাবারী ২৩/৪৯২)

যাহহাক (রহঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজের পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও

তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফার্‌য। (কুরতুবী ১৮/১৯৬)

রাবী’ ইব্‌ন সাবরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে সালাতের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে সালাতে অবহেলার কারণে প্রহার কর।’ (আহমাদ ৩/৪০৪, আবূ দাঊদ ১/৩৩২, তিরমিযী ২/৪৪৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

জাহান্নামের ইন্ধন ও মালাইকার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ আদম সন্তান ও পাথর দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ সম্পন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

وَالْحِجَارَةُ দ্বারা হয়তো ঐ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ জা’ফর আল বাকির (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। (তাবারী ১/৩৮১) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব মালাইকা/ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি কঠোর। কাফিরদের জন্য তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি।

এর পরের عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ আয়াতের شِدَادٌ শব্দের এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, মযবূত ও ভীতিকর। আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু আদেশ করেন, সামান্য সময়ও অযথা ব্যয় না করে তা তারা চোখের পলকে পালন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা সব ধরনের আদেশ পালন করতে সক্ষম।

তাদেরকে বলা হয়েছে '*যাবানিয়াহ*'। এরা হলেন জাহান্নামের পাহাড়াদার ও রক্ষক। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবেনা

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করনা, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবেনা। তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে।

তাওবাহ হতে হবে অবিমিশ্রিত

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ। অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবাহ কর যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে।

বলা হয়েছে ঃ **عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** *সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।* আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বিষয়ে 'সম্ভবতঃ' শব্দটি ব্যবহার করেন তার অর্থ এই ধরে নেয়া হয় যে, তিনি তা করবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেননা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে তা তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। আর অন্যরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। যেমন ইতোপূর্বে এটা সূরা হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। যখন মু'মিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক প্রয়োজনের সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু

খাচ্ছে, তখন তারা (মু'মিনরা) দু'আ করবেন ঃ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিতে আপনি পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে যখন মু'মিনরা দেখতে পাবে যে, মুনাফিকদের কাছ থেকে নূর নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে তখন তারা এ আয়াতটি পাঠ করবে। (তাবারী ২৩/৪৯৬)

বানু কিনানাহ গোত্রের একজন লোক বলেন ঃ 'মাক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁকে দু'আয় বলতে শুনেছিলাম ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন আপনি আমাকে অপদস্থ করবেননা।' (আহমাদ ৪/২৩৪)

৯। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।	٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ
১০। আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সংকল্প পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর	١٠. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا

عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ	**শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলনা এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।**

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রথম দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে। আরও নির্দেশ দিচ্ছেন দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠোর হতে। আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

মু'মিন আত্মীয়ের কারণে কোন কাফির উপকার লাভে সক্ষম হবেনা

এরপর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের কুফরীর কারণে মুসলিমদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামাতের দিন কোনই উপকারে আসবেনা। তারা যতক্ষণে আল্লাহর উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণে তারা আল্লাহর করুণা লাভে সক্ষম হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেমন দুই জন নাবী, নূহ (আঃ) ও লূতের (আঃ) স্ত্রীদ্বয়, যারা সদা-সর্বদা এই নাবীগণের সাহচর্যে থাকত, তাঁদের সাথে সব সময় উঠা বসা করত, এক সাথে পানাহার করত এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও করত, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, বরং তারা কুফরীর উপর কায়েম ছিল, সেই হেতু নাবীগণের অষ্ট প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে এলোনা। নাবীগণ তাদের পারলৌকিক কোন উপকার করতে পারলেননা এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম হলেননা। বরং তাদেরকে জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। নাবীগণের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এত ঊর্ধ্বে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচার রূপ জঘন্য পাপকাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারেনা। আমরা সূরা

নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দীনের ব্যাপারে খিয়ানাত করা। অর্থাৎ দীনের কাজে তাদের স্বামীদের সঙ্গিনী হয়নি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার ছিলনা। নূহের (আঃ) স্ত্রী তাঁর গোপন তথ্য এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিত। অনুরূপভাবে লূতের (আঃ) স্ত্রীও তার স্বামী লূতের (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করত এবং যাঁরা মেহমানরূপে তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁদের খবর তার কাওমকে দিয়ে দিত, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কোন নাবীরই স্ত্রী কখনও ব্যভিচার করেনি, বরং তারা ধর্মের অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৯৮)

১১। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির‘আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির‘আউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।	١١. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتًا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
১২। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে	١٢. وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ

رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ	**গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন।**

কাফিরেরা মু'মিনদের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন ঃ যদি মুসলিমরা প্রয়োজনবোধে কাফিরদের সাথে মিলে মিশে থাকে তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সারা জগতের অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্ধত লোক ছিল ফির'আউন। কিন্তু তার কুফরীও তার স্ত্রীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা তার স্ত্রী তাঁর ঈমানের উপর পূর্ণমাত্রায় কায়েম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাতো ন্যায় বিচারক। তিনি একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করেননা। (তাবারী ২৩/৫০০)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (রহঃ) বলেন যে, ফির'আউনের স্ত্রীর উপর সর্বপ্রকারের নির্যাতন করা হত। কঠিন গরমের সময় তাকে শাস্তি দেয়া হত। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ মালাইকার পাখা দ্বারা তাঁকে ছায়া দিতেন এবং তাঁকে গরমের কষ্ট হতে রক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাকে তার জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দিতেন। (তাবারী ২৩/৫০০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম ইব্‌ন আবী কাজজাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ ফির'আউনকে তার স্ত্রী কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন যে, কে জয়লাভ করল? সব সময় তিনি শুনতে পেতেন যে, মূসাই (আঃ) জয়লাভ করেছেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'আমি মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম।'

ফির'আউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বলল ঃ 'সবচেয়ে বড় পাথর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। সে যদি তার ঈমানকে পরিবর্তন না করে তাহলে তার উপর পাথর নিক্ষেপ কর। আর যদি বিরত থাকে তাহলে ভাল কথা, সে আমার স্ত্রী। তাকে মর্যাদা সহকারে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। অতঃপর

তার লোকেরা পাথর নিয়ে এলো। ঐ সময় ফির‘আউনের স্ত্রী আকাশের দিকে তাকালেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে নিলেন। তখনই তাঁর রূহ বেরিয়ে গেল। যখন পাথর তাঁর উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর মধ্যে রূহ ছিলইনা। (তাবারী ২৩/৫০০) তিনি শাহাদাতের সময় দু‘আ করেছিলেন ঃ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ হে আমার রাব্ব। আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। ঐ মু’মিনা মহিলার নাম ছিল আসিয়া বিন্‌ত মাযাহিম (রাঃ)।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা হল মারইয়াম বিন্‌ত ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا আমি আমার মালাইকা/ফেরেশতা জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।

আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈলকে (আঃ) মানুষের রূপ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর মুখ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে যান এবং ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। এরপর মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) আরও প্রশংসা করে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাব সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘এগুলি কি তা তোমরা জান কি?’ তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।’ তিনি তখন বললেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, সর্বোত্তম জান্নাতী রমণীদের মধ্যে চারজন হলেন (১) খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), (২) ফাতেমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ (রাঃ), (৩) মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান (আঃ) এবং (৪) ফির‘আউনের স্ত্রী।’ (আহমাদ ১/২৯৩)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘পুরুষ লোকদের মধ্যেতো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে।

কিন্তু রমণীদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ), মারইয়াম বিন্‌তু ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্‌তু খূওয়াইলিদ (রাঃ)। আর সমস্ত রমণীর মধ্যে আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সারীদ নামক খাদ্যের ফাযীলাত।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫১৪, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আমি আমার কিতাব ‘*আল বিদায়াহ্‌ ওয়ান নিহায়া’য়* ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মায়ের বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ২/৬১) সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অষ্টাবিংশতিতম পারা এবং সূরা তাহ্‌রীম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৭ ঃ মূল্‌ক, মাক্কী
٦٧ – سورة الملك، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সূরা মুল্‌ক এর ফাযীলাত

মুসনাদ আহ্‌মাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআন কারীমে ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা ওর পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওটা হল تَبَارَكَ الَّذي بِيَده الْمُلْكُ এই সূরাটি।' (আহমাদ ২/৩২১, আবূ দাঊদ ২/১১৯, তিরমিযী ৮/২০০, নাসাঈ ৬/৪৯৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

ইমাম তিবরানী (রহঃ) এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার সাথে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। ওটা হল تَبَارَكَ الَّذي بِيَده الْمُلْكُ এই সূরাটি।' (তাবারানী ৪/৩৯১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন সাহাবী জঙ্গলের এমন এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন যেখানে একটি কাবর ছিল। কিন্তু ওটা তাঁর জানা ছিলনা। তিনি শুনতে পান যে, কে যেন সূরা মূল্‌ক পাঠ করছেন এবং পূর্ণ সূরাটি পাঠ করেন। ঐ সাহাবী এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'এ সূরাটি হল বাধাদানকারী এবং মুক্তিদাতা। এটা কাবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।'

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান,	١. تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।	٢. ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ
৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?	٣. ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ
৪। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।	٤. ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
৫। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।	٥. وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং জীবন, মৃত্যু, জান্নাত ইত্যাদি সৃষ্টি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূকের উপর তাঁরই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর হুকুমকে কেহ টলাতে পারেনা। তাঁর শক্তি, হিকমাত এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে কেহ তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা ঐ লোকগুলি দলীল গ্রহণ করেছেন যাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যাতে সৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) সুতরাং প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবন্ত বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা তাওবাহ করলে তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেহ কেহ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে।

সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে। মি'রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। বরং তুমি দেখবে যে, ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আছে কোন হের-ফের, না কোন গরমিল। আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ফাটল ধরা। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫, কুরতুবী ১৮/২০৯, তাবারী ২৩/৫০৭) ইমাম সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। (কুরতুবী ১৮/২০৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ হে আদম সন্তান! তুমি কি এতে কোন অপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছ? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখ তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তাহলে বারবার দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি দেখতে পাবেনা এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, '*খাসিয়া*' শব্দের অর্থ হচ্ছে অবমাননা। (তাবারী ২৩/৫০৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) উভয়ে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অবজ্ঞা/তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ২৩/৫০৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, وَهُوَ حَسِيرٌ দ্বারা নিঃশেষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/২৩৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দুর্বলতার কারণে অবসাদগ্রস্থ হওয়া। অতএব এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তুমি যতই ওর প্রতি লক্ষ্য করনা কেন, তোমার দৃষ্টি আপনা আপনি নিজের দিকে ফিরে আসবে।

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু চলাফিরা করে এবং কতকগুলি স্থির থাকে।

এরপর ঐ নক্ষত্রগুলির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়। ওগুলি হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে ঐ শাইতানদের

উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শাইতানদের জন্যতো দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছে ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬-১০)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শাইতানদের মারা এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে, আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে।' এটা ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৫০৮)

৬। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল!	٦. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
৭। যখন তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা উহার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত।	٧. إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ

৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?	٨. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ
৯। তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।	٩. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ
১০। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা।	١٠. وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ
১১। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!	١١. فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! এটা গাধার মত উচ্চ ও অপছন্দনীয়

শব্দকারী ও উত্তেজনাপূর্ণ জাহান্নাম। জাহান্নামের আগুনে তারা জ্বলতে পুড়তে থাকবে। وَهِيَ تَفُورُ এর অর্থ হচ্ছে টগবগ করে ফুটানো। শাওরী (রহঃ) বলেন যে, উহা এমন হবে যেমন অনেক পানিতে সামান্য কয়েকটি বীজ বা দানা ফুটানো হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ আগুনের তেজস্ক্রিয়তার কারণে শরীরের এক অংশে যখন তাপ লাগতে থাকবে তখন অপর অংশও শরীর থেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

ঐ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্ছিত করা এবং তাদের উপর শেষ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেন ঃ 'ওরে হতভাগ্যের দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?' তখন তারা হায়, হায় করতে করতে উত্তর দিবে ঃ 'অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূলগণ সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারাতো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তাঁর ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।' যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১৫) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

যখন তারা সেখানে (জাহান্নামে) উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

(সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১) তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতামনা এবং আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতামনা। তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী জানতামনা এবং তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতামনা।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তারা নিজেরাই তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য অভিশাপ!

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ কখনও ধ্বংস হবেনা যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ দেখে নিবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে।' (আহমাদ ৫/২৯৩)

১২। নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	١٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ
১৩। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী।	١٣. وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।	١٤. أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ
১৫। তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ	١٥. هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي

مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ	হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।

আল্লাহকে না দেখে ভয় করায় মু'মিনদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

আল্লাহ ঐ লোকদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে ভয় করে। যদিও তারা নির্জনে অবস্থান করে, যেখানে কারও দৃষ্টি পড়বেনা, তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তাঁর অবাধ্যতামূলক কাজ করেনা এবং তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ

'সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা।' তাদের মধ্যে এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের উদ্দেশে) আহ্বান করে, কিন্তু সে উত্তরে বলে ঃ 'আমি আল্লাহকে ভয় করি (সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারিনা)।' আর এক প্রকার হল ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্যামী। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের খবরও তিনি জানেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টজীব হতে বে-খবর থাকবেন এটাতো অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতো সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অধীন্যস্ত

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। এটা স্থিরতার সাথে বিছানো রয়েছে। এটা

মোটেই হেলা-দোলা করছেনা। ফলে তোমরা এর উপর শান্তিতে বিচরণ করছ। এটা যেন নড়া-চড়া করতে না পারে তজ্জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে মেরে দিয়েছেন। এতে তিনি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে রেখে দিয়েছেন। এটা হতে তিনি ফল ও শস্য উৎপন্ন করছেন। তোমরা এখানে যথেচ্ছা ভ্রমণ করতে রয়েছ। এখানে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতে রয়েছ। এভাবে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা তাদবীর করছ এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের চেষ্টাকে সফল করছেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, জীবনোপকরণ লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদ আহমাদে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে ঐভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান করে থাকেন, পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।' (আহমাদ ১/৫২, তিরমিযী ৮/৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সুতরাং পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেননা উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে সহজকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বটে। কিয়ামাতের দিন তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন مَنَاكِبِ এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্তভাগ এবং ওর যাতায়াতের স্থান। (তাবারী ২৩/৫১২, কুরতুবী ১৮/২১৫)

১৬। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে?	١٦. ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী!	١٧. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!	١٨. وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
১৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।	١٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ

আল্লাহ্ যেভাবে খুশি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন, তাঁর হাত থেকে রক্ষা করার কেহ নেই

এই আয়াতগুলিতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শির্‌কের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা তাঁর সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, তিনি শাস্তি দেননা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا.

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে কাঁপতে থাকবে?’ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? যেমন মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৬৮)

অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন রূপে বলেন ঃ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনা তাদের পরিণতি কি হয়! তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

পাখিদের আকাশে উড়ে চলা এবং ছোট বড় সবকিছু আল্লাহর কুদরাতের চিহ্ন

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ তারা কি তাদের ঊর্ধ্বদেশে পক্ষীকূলের প্রতি লক্ষ্য করেনা, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। এটা তাঁর করুণা যে, তিনি বায়ুকে ওদের অধীন করে দিয়েছেন। সৃষ্টজীবের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণকারী এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাদের সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৯)

২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিরেরাতো বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٢٠. أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ
২১। এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।	٢١. أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

২২। যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে?	٢٢. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
২৩। বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	٢٣. قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
২৪। বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।	٢٤. قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
২৫। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?	٢٥. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
২৬। বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে, আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	٢٦. قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ম্লান হয়ে যাবে এবং তাদেরকে	٢٧. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ

وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ	বলা হবে ঃ এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে।

আল্লাহ ছাড়া সাহায্য কিংবা জীবিকা প্রদান করার আর কেহ নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করত যে, তারা যে পীর-বুযুর্গদের ইবাদাত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদেরকে আহার্য দান করতে তারা সক্ষম। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া না কেহ সাহায্য করতে পারে, আর না আহার্য দান করতে পারে। কাফিরদের বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেহ তা চালু করতে পারেনা। দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও লা-শারীক আল্লাহই ক্ষমতাবান। এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি কাজকর্মে তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই কাফিরেরা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং ঔদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ বাসা বেঁধেছে। এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মন চায়না, আমল করাতো দূরের কথা।

মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন ঃ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি

নিম্নমুখী করে চলছে, না সে পথ দেখছে, আর না তার জানা আছে যে, সে কোথায় চলছে, বরং উদ্বিগ্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর মু'মিনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। রাস্তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই। ঐ লোকটির কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ। সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে চলতে আছে। কিয়ামাতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে। কাফিরদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর মুসলিমরা সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২-২৩)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা হবে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যিনি পায়ের ভরে চালিত করেছেন তিনি কি মুখের ভরে চালিত করতে সক্ষম নন?' (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৬/৩৫০ মুসলিম ৪/২১৬১)

অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসেও তিনি আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলেনা। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। অর্থাৎ তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলিকে তাঁর

নির্দেশ পালনে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার কাজে তোমরা অল্পই ব্যয় করে থাক।

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাদের ভাষা, বর্ণ ও আকৃতি করেছেন পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, কাফিরেরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনা বলে এই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুত্থানের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা যদি সত্য হয় তাহলে হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন সংঘটিত হবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّه হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই ঐ সময় আসবে। আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাদেরকে ঐ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট এসব খবর পৌঁছে দেয়া, যা আমি পালন করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا যখন কিয়ামাত সংঘটিত হতে শুরু করবে এবং কাফিরেরা তা স্বচক্ষে দেখবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, তা সত্বরই হোক অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় পাবে যেটাকে তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হবে। কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৭-৪৮) তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যে বলা হবে ঃ এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে!

২৮। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি - যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে?	٢٨. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
২৯। বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٢٩. قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
৩০। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি?	٣٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ.

মুসলিমদের মৃত্যুতে অমুসলিমদের উৎফুল্ল হওয়ায় কোন লাভ নেই, তাতে তাদের মুক্তিও নেই

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা এটা কামনা করছ যে, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলেই বা কি যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তই করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের উপর দয়াপরবশ হন তাহলে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি নেই। তোমাদের মুক্তির উপায়তো এটা নয়! মুক্তিতো নির্ভর করে তাওবাহর উপর, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তাঁর দীনকে মেনে নেয়ার উপর। আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করেনা। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বল, আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে আরও বলে দাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ লাভ করবে, আর কে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে কে আছে?

পানিসহ বিভিন্ন অনুকম্পার কথা আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا যে পানির উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্য তোমরা

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি অসমর্থ হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেহ আছে কি, যে এই প্রবহমান পানি তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেহই তোমাদেরকে এ পানি এনে দিতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহই এর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর ফযল ও কাওমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত করেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে নদী প্রবাহিত করেন।

সূরা মূলক -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৮ ঃ কলম, মাক্কী — ٦٨ – سورة القلم ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫২, রুকূ ২) — (اٰيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নুন, শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার।	١. نٓ ۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ
২। তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও।	٢. مَآ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونٍ
৩। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٣. وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُونٍ
৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।	٤. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে -	٥. فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ
৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।	٦. بِأَييِّكُمُ ٱلۡمَفۡتُونُ
৭। তোমার রাব্বতো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎ পথপ্রাপ্ত।	٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

'নূন' প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কলমের বর্ণনা

এখন قَلَم শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহ্যতঃ এখানে قَلَم দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ. ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ. عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ৩-৫)

এই কলমের শপথ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তাঁর একটা বড় নি'আমাত। এজন্যই এরপরই তিনি বলেন ঃ এবং শপথ তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ শপথ ঐ জিনিসের যা তারা লিখে। (তাবারী ২৩/৫২৭, ৫২৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মালাইকা/ফেরেশতাদের লিখনকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা বান্দাদের আমল লিখে থাকেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা ঐ কলমকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা এর অনুকূলে ঐ হাদীস দু'টি পেশ করেছেন যা কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্‌ন উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ডেকে এনে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেন ঃ লিখ। কলম বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি কি লিখব? তিনি বললেন ঃ লিখ আমার আইনসমূহ এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে। (তাবারী ২৩/৫২৬) ইমাম আহমাদও (রহঃ) বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবূ দাউদ আত-তায়ালিসীর (রহঃ) হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৯/২৩২)

কলমের শপথ দ্বারা রাসূলের (সাঃ) বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি তোমার রবের অনুগ্রহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্প্রদায়ের মূর্খ ও সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলে থাকে। বরং তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। কেননা তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছ এবং আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছ। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করব।

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্যতো আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৬)

‘নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী’ এর অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ এর অর্থ হল دِيْنٍ عَظِيْمٍ তুমি মহান দীনের উপর রয়েছ অর্থাৎ দীন ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫২৯, দুররুল মানসুর ৮/২৪৩) যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, خُلُقٍ عَظِيْمٍ দ্বারা اَدَبٍ عَظِيْمٍ বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ ‘তুমি কি কুরআন পড়নি?’ প্রশ্নকারী সা’দ ইব্ন হিশাম (রাঃ) বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, পড়েছি।’ তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ ‘কুরআন কারীমই তাঁর চরিত্র ছিল।’ (তাবারী ২৩/৫২৯ আবদুর রাযযাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস

নং ৩/৩০৭) সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা সূরা মুয্যাম্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫১৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। সুতরাং এভাবেই কুরআনুল হাকীমের উপর তাঁর আমল এমনই ছিল যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের সাক্ষাত আমলী নমুনা। প্রত্যেকটি হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকায় তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তাঁরই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা। উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে তিনি ছিলেন বিনয়ী, দয়ার্দ্র, ক্ষমা পরায়ণ, ভদ্র এবং বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। এ বিষয়ে সহীহায়িনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'দশ বছর ধরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকেছি, কিন্তু তিনি কোন এক দিনের জন্যও আমাকে উহ! (যন্ত্রণা প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি। কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা করণীয় নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক দেয়াতো দূরের কথা 'তুমি এরূপ কেন করলে' অথবা 'কেন এরূপ করলেনা' এ কথাটিও বলেননি। তিনি সবারই চেয়ে বেশি চরিত্রবান ছিলেন। তাঁর হাতের তালুর চেয়ে বেশি নরম আমি কোন রেশম অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করিনি। আর তাঁর ঘাম অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময় কোন মিশ্ক অথবা আতর আমি শুঁকিনি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭১, মুসলিম ৪/১৮১৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে মধুরতম ব্যবহারের ব্যক্তিত্ব। তিনি খুব লম্বাও ছিলেননা এবং খুব খাটোও ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫২) এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুশ শামায়েল' কিতাবে এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তাঁর হাত দ্বারা না তাঁর কোন দাসকে প্রহার করেছেন, না প্রহার করেছেন তাঁর কোন স্ত্রীকে এবং না প্রহার করেছেন অন্য কেহকেও। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং ঐ জিহাদে কেহকে মেরেছেন) সেটা অন্য কথা। যখন তাঁকে তাঁর পছন্দের দু'টি কাজের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হত তখন তিনি সহজটি

অবলম্বন করতেন। তবে সেটা পাপের কাজ হলে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। কখনও তিনি কারও নিকট হতে তাঁর নিজের কারণে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেহ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করলে তিনি আল্লাহর আহ্কাম জারি করার জন্য অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (আহমাদ ৬/২৩২ মুসলিম ৭/৮০)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পরিপূর্ণ আদব-আখলাক বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি)।' (আহমাদ ২/৩৮১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তুমি এবং তারাও কিয়ামাত দিবসে জানতে পারবে। (কুরতুবী ১৮/২২৯) আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مَفْتُوْنٌ বলা হয় পাগলকে। (তাবারী ২৩/৫৩১) মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীও এ কথাই বলেছেন। مَفْتُوْنٌ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এর প্রকৃতরূপ হল ঃ 'শীঘ্রই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে' অথবা তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তোমাকে জানানো হবে এবং তাদেরকেও জানানো হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমার রাব্ব অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কাদের পদস্খলন ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত।

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করনা।	٨. فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ
৯। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।	٩. وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
১০। এবং অনুসরণ করনা তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত -	١٠. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় -	١١. هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ
১২। যে কল্যাণের কাজে বাঁধা দান করে, সে সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ -	١٢. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।	١٣. عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
১৪। সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।	١٤. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
১৫। তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র।	١٥. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
১৬। আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব।	١٦. سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ

কাফিরদের খুশি করার উদ্দেশে কোন কিছু করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! আমিতো তোমাকে বহু নি'আমাত, সরল-সঠিক পথ, মহান চরিত্র দান করেছি। সুতরাং তোমার এখন উচিত যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবেনা। তারাতো চায় যে, তুমি নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ভাবার্থ এই যে, তুমি তাদের বাতিল মা'বূদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ হতে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে তুমি নীরব থাকবে এবং তোমার কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা ত্যাগ করবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ হে নাবী! তুমি অধিক শপথকারী ইতর প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করবেনা। যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্ছনা ও মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সদা ভয় থাকে। তাই তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা শপথ করতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলিকে অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَهِينٍ এর অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় এবং নানাবিধ কটু কথা বলে এক জনের সাথে অপর জনের যে সদ্ভাব ও সুন্দর সম্পর্ক আছে তাতে ফাটল ধরায়। অর্থাৎ গীবতকারী, চুগলখোর, যে বিবাদ লাগানোর জন্য এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কাবরের পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন ঃ 'এই দুই কাবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব বড় (পাপের) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় আড়াল করতনা এবং অপরজন ছিল চুগলখোর।' (ফাতহুল বারী ১/৩৫৮, মুসলিম ১/২৪০) এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ মুজাহিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ১/২৫, তিরমিযী ১/২৩২, নাসাঈ ১/২৮, ৪/৪১২, ইব্ন মাজাহ ১/১২৫)

মুসনাদ আহমাদে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।' (আহমাদ ৫/৩৮২, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৭, মুসলিম ১/১০১, আবূ দাঊদ ৫/১৯০, তিরমিযী ৬/১৭২ নাসাঈ ৬/৪৯৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের আরও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে হারাম ভক্ষণে ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পাপী, দুষ্কর্মপরায়ণ ও হারাম ভক্ষণকারী। তারা দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। তারা শুধু সম্পদ জমা করে এবং কেহকেও কিছুই দেয়না।

মুসনাদ আহমাদে হারিসাহ ইব্ন অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের পরিচয় দিব? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ব্যক্তি। যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তাহলে সে তা বাস্তবায়িত করে। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিব? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম ও অহংকারী (জাহান্নামী)।' (আহমাদ ৫/৩০৬, ফাতহুল বারী ৮/৫৩০, মুসলিম ৪/২১৯০, তিরমিযী ৭/৩৩১ নাসাঈ ৬/৪৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আবূ দাউদ ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। সকল গ্রন্থকারগণই সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) এবং শুবাহ (রহঃ) হতে সাঈদ ইব্ন খালিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন।

আরাবীতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, '*যাজারী*' শব্দের অর্থ হল রুঢ় বা কর্কশ এবং '*যাওয়াজ*' শব্দের অর্থ হল লোভী এবং প্রতারণা। এ সূরার ১৩ নং আয়াতের '*যানিম*' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তা হল এমন যে, কুরাইশদের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল সে যেন একটি বকরী যার এক কান কাটা। (হাদীস নং ৪৯১৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক তেমনই মু'মিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরও বহু

উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলিরই সারমর্ম হল এই যে, زَنِيْم হল ঐ ব্যক্তি যে কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায়না।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তাদের দুষ্কর্মের কারণ এই যে, তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করাতো দূরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ঘৃণার স্বরে বলে ঃ এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। সেতো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা। উহাতো

গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ১১-৩০) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ আমি তার নাক দাগিয়ে দিব। অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করব যে, তার লাঞ্ছনা কারও কাছে গোপন থাকবেনা। সবাই তার পরিচয় জেনে নিবে। (তাবারী ২৩/৫৪১) যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট লোককে এক নযর দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা হয়না এবং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে পারেনা। অনুরূপভাবে ঐ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান কারও অজানা থাকবেনা। দুনিয়ায়ও সে অপমানিত হবে। সত্য সত্যই তার নাকে দাগ দেয়া হবে এবং কিয়ামাতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকতমও বটে।

১৭। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যূষে আহরণ করবে বাগানের ফল,	١٧. إِنَّا بَلَوْنَـٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
১৮। এবং তারা ইন্‌শাআল্লাহ বলেনি।	١٨. وَلَا يَسْتَثْنُونَ
১৯। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত।	١٩. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ
২০। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।	٢٠. فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ
২১। প্রত্যূষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল -	٢١. فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ

২২। তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল।	٢٢. أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ
২৩। অতঃপর তারা চলল নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে।	٢٣. فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ
২৪। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।	٢٤. أَن لَّا يَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكُم مِّسۡكِينٌ
২৫। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল।	٢٥. وَغَدَوۡاْ عَلَىٰ حَرۡدٖ قَٰدِرِينَ
২৬। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি!	٢٦. فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ
২৭। না, আমরাতো বঞ্চিত!	٢٧. بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ
২৮। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন?	٢٨. قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ
২৯। তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা	٢٩. قَالُواْ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا

করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	كُنَّا ظَـٰلِمِينَ
৩০। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।	٣٠. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَـٰوَمُونَ
৩১। তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	٣١. قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ
৩২। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।	٣٢. عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ
৩৩। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত!	٣٣. كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَـٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

কাফিরদের উপার্জন ধ্বংস হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

যে সকল কুরাইশ কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার করত, এখানে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে একটি তুলনা দেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অবিশ্বাসী কুরাইশদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল, ত্যাগ করল এবং বিরোধিতা করল। তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। ঐ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ছিল। ঐ লোকগুলো পরস্পর শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা

গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাযির হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব আনন্দ বোধ করল। তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। তাই ইন্শাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের হলনা। এ জন্যই তাদের এ শপথ পূর্ণ হলনা। রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই আসমানী বিপদ তাদের সারা বাগানকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। তাদের বাগানটি এমন হয়ে গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য।

সকালে তারা একে অপরকে চুপি চুপি ডাক দিয়ে বলে ঃ ফল আহরণের ইচ্ছা থাকলে আর দেরী করা চলবেনা, চল এখনই বের হয়ে পড়ি। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চলল যাতে কেহ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা যেন টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা ঐ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারেনা সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল ঃ 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবেনা।'

এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মূল্য নেই। গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করল যে, ভুল করে তারা অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বলল ঃ 'আমাদের কাজের পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাঁড়াল।' যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বলল ঃ 'আমাদের বাগানতো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) قَالَ أَوْسَطُهُمْ এর অর্থ করেছেন সবচেয়ে ন্যায় পরায়ণ ও উত্তম ব্যক্তি। (তাবারী ২৩/৫৫০)

তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বলল ঃ 'দেখ, আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম ঃ তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছনা কেন?' (তাবারী ২৩/৫৫১, দুররুল মানসুর ৮/২৫৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের যুগে সুবহানাল্লাহ বলাও ইনশাআল্লাহ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থই হল ইন্শাআল্লাহ বলা। (তাবারী ২৩/৫৫০) এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি তাদেরকে বলেছিল ঃ 'দেখ, আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তোমরা কেন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছনা এবং প্রশংসা করছনা?' এ কথা শুনে তারা বলল ঃ 'আমাদের রাব্ব পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি।' যখন শাস্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করল, যখন আযাব এসে পড়ল তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিল।

অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং বলতে থাকল ঃ 'আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।' তারপর তারা সবাই বলল ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে।' অতঃপর তারা বলল ঃ 'সম্ভবতঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।' অর্থাৎ দুনিয়ায়ই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বযুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামানবাসীর ঘটনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামানের রাজধানী) সানআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল ইথিওপিয়ার অধিবাসী। তারা আহ্লে কিতাব ছিল। ঐ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলি আল্লাহর নামে সাদাকাহ করে দিতেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বলল ঃ 'আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতগুলি ফল ও শস্য প্রতি বছর গরীবদেরকে দিতেননা। আমরা যদি এগুলি ফকীর মিসকীনদেরকে

প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তাহলে অতি সত্বর আমরা ধনী হয়ে যাব।' তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিল। ফলে তাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়ল যা তাদের মূল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিল। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কেহই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর নি'আমাতের মধ্যে কার্পণ্য করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের হক আদায় করেনা, বরং তাঁর নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ এটাতো হল পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তিতো এখনও বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর।

৩৪। মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগ বিলাসপূর্ণ জান্নাত, তাদের রবের নিকট।	٣٤. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৩৫। আমি কি আত্মসমর্পন-কারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গন্য করব?	٣٥. أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ
৩৬। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?	٣٦. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর -	٣٧. أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
৩৮। যে, তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?	٣٨. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

৩৯। আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা পাবে?	٣٩. أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
৪০। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?	٤٠. سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
৪১। তাদের কি কোন শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকদের উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।	٤١. أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ পুরস্কৃত হবেন, কাফিরদের মত তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবেনা

উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এরপর এখানে ঐ আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত লাভ করবে যার নি'আমাত শেষ হবেনা এবং হ্রাসও পাবেনা। আর তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ আমি কি আত্মসমর্পণকারী/ মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনও সমান হতে পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন বিচার? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ তোমাদের

হাতে কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত এমন কোন কিতাব রয়েছে যা তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের নিকট হতে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ? আর তাতে তা'ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও বলছ? অথবা তোমাদের সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা যা কিছু বলছ তা হবেই? এবং তোমাদের সাথে এমন কোন চুক্তি রয়েছে কি যে, এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা পূর্ণ হবেই? এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

سَلْهُم أَيُّهُم بذَلكَ زَعيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের মধ্যের এই দাবীর যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন সাহায্যকারী আছে? অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ? থাকলে তারা তাদের ঐ সাহায্যকারীদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২। স্মরণ কর, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদাহ করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা।	٤٢. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সাজদাহ করতে।	٤٣. خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ
৪৪। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব	٤٤. فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ

যে, তারা জানতে পারবেনা।	حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
৪৫। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	٤٥. وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ
৪৬। তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে করে?	٤٦. أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
৪৭। তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?	٤٧. أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ

উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহভীরুদের জন্য নি'আমাত বিশিষ্ট জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নি'আমাতরাশি তারা ঐ দিন লাভ করবে যে দিন পদনালী উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'আমাদের রাব্ব তাঁর পদনালী (নলা) খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মু'মিন নর ও নারী সাজদায় পতিত হবে। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় যারা লোক দেখানোর জন্য সাজদাহ করত তারাও সাজদাহ করতে চাবে। কিন্তু তাদের পিঠ তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা সাজদাহ করতে পারবেনা।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও আছে যা কয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মাশহুর হাদীস। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩১, ৫৩২, মুসলিম ১/১৬৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে উঠবেনা, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা তারা দুনিয়ায় বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সাজদাহর জন্য আহ্বান করা হত তখন তারা সাজদাহ করা হতে বিরত থাকত, যার শাস্তি এই হল যে, আজ তারা সাজদাহ করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছেনা। আল্লাহর দ্যুতি বা তাজাল্লী দেখে সমস্ত মু'মিন সাজদায় পতিত হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকরা সাজদাহ করতে পারবেনা। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই পারবেনা, বরং যখনই তারা সাজদাহ করতে চাবে তখনই পিঠের ভরে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। দুনিয়ায়ও তাদের অবস্থা মু'মিনদের বিপরীত, পরকালেও তাদের অবস্থা হবে মু'মিনদের বিপরীত।

কুরআন অস্বীকারকারীর পরিণাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমাকে এবং আমার এই হাদীস অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি থাম, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীর ধীরে পাকড়াও করব। এরা ঔদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা উপলব্ধি করতে পারবেনা, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করব। আমি এদেরকে বাড়াতে থাকব। এরা মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা এটাকে সম্মান মনে করবে, কিন্তু মূলে এটা হবে অপমান ও লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেননা।' তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

হে নাবী! তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছনা যা তাদের উপর খুবই ভারী বোধ হচ্ছে, যার ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দু'টি বাক্যের তাফসীর সূরা তূরে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে নাবী! তুমি তাদেরকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে আহ্বান করছ বিনা পারিশ্রমিকে! বরং তোমার প্রতিদানতো রয়েছে আল্লাহর কাছে! তথাপি এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করছে! এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপনা।

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিল।	٤٨. فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৯। তার রবের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে।	٤٩. لَّوۡلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعۡمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُومٌ
৫০। পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	٥٠. فَٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৫১। কাফিরেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে এবং বলবে 'এতো এক পাগল'।	٥١. وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٌ
৫২। কুরআনতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।	٥٢. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعَٰلَمِينَ

ধৈর্য ধারণ এবং ইউনুসের (আঃ) মত অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। অচিরেই আমি ফাইসালা করে দিব। পরিশেষে তুমি এবং তোমার অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা।' এর দ্বারা ইউনুস

ইব্‌ন মাত্তাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যা হওয়ার তা'ই হয় অর্থাৎ তাঁর নৌযানে সাওয়ার হওয়া, তাঁকে মাছের গিলে ফেলা, মাছের সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ *আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী।* (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তাঁর দু'আ কবূল হওয়া এবং তাঁর মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।' আরও বলেন ঃ 'যদি সে তাসবীহ পাঠ না করত। তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে থাকত।' ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৮)

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষনা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৩-১৪৪) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তখন ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কারও জন্য এটা উচিত নয় যে, সে বলে ঃ 'আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম'।' (আহমাদ ১/৩৯০, ফাতহুল বারী ৬/৫১৯) এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪, মুসলিম ৪/১৮৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ কাফিরেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে। অর্থাৎ হে নাবী! তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাফিরেরা তোমাকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলতে চায়। তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে করুণা বর্ষিত না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিত।

চোখ লাগা সত্য

এ আয়াতে ঐ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য। যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মাজাহ (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্নুল হুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বদ নজর এবং যাদু-টোনা ছাড়া অন্য কোন কারণে ঝাড়-ফুঁক নেই। (ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বুরাইদাহর (রাঃ) বরাতে তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/১৯৯) ইমাম বুখারী (রহঃ), আবূ দাউদ (রহঃ) এবং তিরমিযীও (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইনের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমরানের (রাঃ) বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে এক মাত্র বদ নজর এবং যাদু-টোনা থেকে ভাল হওয়ার জন্য। (ফাতহুল বারী ১০/১৬৩, আবূ দাউদ ৪/২১৩ এবং তিরমিযী ৬/২১৭)

সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নযর সত্য, তাকদীরের উপর কোন কিছু জয়যুক্ত হলে তা এই নযরই হত। যদি তোমরা গোসল করতে চাও (বদ নযর দূর করার জন্য) তাহলে ভাল করে গোসল করবে। (হাদীস নং ৪/১৭১৯) ইমাম মুসলিম (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনায় এটি পাওয়া যায়না।

মুসনাদ আবদুর রায্যাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হাসান (রাঃ) ও হুসাইনের (রাঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

'আমি তোমাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা প্রত্যেক শাইতান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়।' তিনি বলতেন ঃ ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলি দ্বারা ইসহাক (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (রহঃ) এবং আহলুস সুনান গ্রন্থসমূহেও বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৭০, আবূ দাউদ ৫/১০৪ এবং তিরমিযী ৬/২২০, নাসাঈ ৬/২৫০, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৪)

সুনান ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফ (রাঃ) গোসল করছিলেন। আমির ইব্ন রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'আমিতো এ পর্যন্ত কোন পর্দানশীল মহিলারও এরূপ (সুন্দর) ত্বক দেখিনি!' এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাহলের (রাঃ) একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের কারও উপর সন্দেহ আছে কি?' তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমির ইব্ন রাবীআহ্র (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।' তিনি তখন বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কেন তার ভাইকে হত্যা করতে ইচ্ছুক? যখন তোমাদের কেহ তার ভাইয়ের এমন কোন জিনিস দেখবে যা তার খুব ভাল লাগবে তখন তার উচিত তার জন্য বারাকাতের দু'আ করা।' তারপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমীরকে (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি উযূ কর। সুতরাং তিনি মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, হাঁটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যেন সাহলের (রাঃ) উপর ঐ পানি ঢেলে দেয়া হয়। সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, মা'মার (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার উপর পানির পাত্রটি উপুড় করে ধরেন। (ইব্ন মাজাহ ৩৫০৯) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতে আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি তার পিছন দিক থেকে পাত্রটি উপুড় করে তার (সাহল) উপর ঢেলে দেন। (নাসাঈ ৭৬১৭-৭৬১৯)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন সূরা

ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হল তখন এ দু'টিকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলিকে ছেড়ে দিলেন। (ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১, তিরমিযী ৬/২১৮ নাসাঈ ৮/২৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অসুস্থ?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيٍّءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللَّهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ.

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের নয্র থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।' এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) অথবা যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারীরিক অসুস্থতার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের দু'আ পাঠ করতে বললেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيٍّءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللَّهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ.

আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের নজর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। (আহমাদ ৩/২৮, ৫৬, মুসলিম ৪/১৭১৮, তিরমিযী ৪/৪৬, নাসাঈ ৬/২৪৯, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই নযর লাগা সত্য।' (আহমাদ ২/৩১৯, ফাতহুল বারী ১০/২১৩, মুসলিম ৪/১৭১৯)

উবায়েদ ইব্ন রিফাআহ যারাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাফরের (রাঃ) সন্তানদের (বদ) নযর লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুঁক করাব কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদি কোন জিনিস তাকদীরের উপর জয়যুক্ত হত তাহলে তা হত এই (বদ) নযর।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৬/২১৯ ও ইব্ন মাজাহ ২/১১৬০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাক্কার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে সাহাবীগণও ছিলেন এবং তারা আল জুহফাহ এলাকায় খাররার নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে তারা বিশ্রাম নেন এবং সাহল (রাঃ) গোসল করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, সুদর্শন এবং মসৃন চামড়ার অধিকারী। তিনি যখন গোসল করছিলেন তখন বানী আদী ইব্ন কাব গোত্রের আমির ইব্ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এত সুন্দর চামড়ার অধিকারী কোন সুন্দরী রমনীকেও দেখিনি, যা আজ আমি অবলোকন করলাম। তখন সাহল (রাঃ) হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সাহলের (রাঃ) ব্যাপারে কিছু করতে পারেন কি? সেতো মাথাও তুলছেনা এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছেনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার এ অবস্থার জন্য তোমরা কি কেহকে দায়ী করছ? তারা উত্তর দিলেন ঃ আমির ইব্ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমিরকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেহ কি জেনে শুনে তার ভাইকে হত্যা করতে চাও? তোমরা যখন তোমাদের ভাইয়ের মাঝে তোমরা পছন্দ কর এমন কিছু দেখতে পাও তখন কেন আল্লাহর কাছে তার জন্য মঙ্গল কামনা করনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বললেন ঃ তাকে গোসল করাও। সুতরাং তিনি

(আমির) তার মুখমন্ডল, হাতদ্বয়, টাখনু, পা, পায়ের নলা এবং শরীরের ভিতরের অংশের কাপড় একটি চৌবাচ্চায় ধৌত করেন। অতঃপর ঐ পানি সাহলের (রাঃ) উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এক লোক সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার মাথায় এবং পিঠে পানি ঢেলে দেন। অতঃপর পানির পাত্রটি তার পিছন দিক দিয়ে উপুড় করে খালি করে ফেলা হয়। এর পর সাহল (রাঃ) আরোগ্য লাভ করেন এবং তার লোকদের সাথে তিনি ফিরে যান, যেন ইতোপূর্বে কোন রোগ-ভোগে কষ্টই পাননি। (আহমাদ ৩/৪৮৬)

ইমাম আহমাদের (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আমির (রহঃ) বলেছেন ঃ আমির ইব্‌ন রাবিয়াহ (রাঃ) এবং সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) গোসল করার জন্য বের হন। তারা একজন থেকে অন্যজনে আড়াল করে গোসল করতে শুরু করেন। অন্যদের থেকে নিজের শরীরকে আড়াল করার জন্য সাহল (রাঃ) যে উলের তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করতেন তা আমির (রাঃ) খুলে ফেলেন। আমির (রাঃ) বলেন ঃ সাহল (রাঃ) যখন গোসল করছিলেন তখন আমি তার দিকে তাকালাম। অতঃপর পানিতে কিছু পরে যাওয়ার উচ্চ শব্দ শুনতে পেলাম, যেখানে তিনি গোসল করছিলেন। সুতরাং আমি তার কাছে দৌঁড়ে গেলাম এবং তাকে তিনবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিলেননা। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে চলে এলেন এবং তিনি লম্বা পা ফেলে চলছিলেন। আমার চোখে এখনও সেই দৃশ্য এবং তার পায়ের নলার শ্বেত-শুভ্রতার কথা ভাসছে। তিনি সাহলের (রাঃ) কাছে এলেন (তিনি তখন বেহুশ অবস্থায় ছিলেন) এবং তাঁর হাত দ্বারা সাহলের (রাঃ) বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ

اَللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

‘হে আল্লাহ! তার থেকে গরম, ঠান্ডা এবং যন্ত্রণা দূর করে দাও।’ তৎক্ষণাৎ সাহল (রাঃ) উঠে দাড়ালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমাদের কোন ভাইকে, নিজকে অথবা নিজের সম্পদ দেখে আনন্দ অনুভব কর তখন সে যেন আল্লাহর কাছে রাহমাত কামনা করে। কারণ নিশ্চয়ই অশুভ দৃষ্টি সত্য। (আহমাদ ৩/৪৪৭)

কাফিরদের দোষারোপ করণ এবং উহার জবাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ কাফিরেরা সব সময়ই রাসূলের প্রতি বক্র নয়নে তাকাত এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করত। তারা বলত যে, তিনি একজন পাগল। তারা এ জন্য এ কথা বলত যে, তিনি ছিলেন কুরআনের বাহক। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ 'কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।'

সূরা কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৬৯ ঃ হাক্কাহ, মাক্কী

٦٩ – سورة الحاقة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫২, রুকূ ২)

(اٰيَاتُهَا : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।	١. ٱلۡحَآقَّةُ
২। কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?	٢. مَا ٱلۡحَآقَّةُ
৩। কিসে তোমাকে জানাবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি?	٣. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحَآقَّةُ
৪। 'আদ ও ছামূদ' সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়।	٤. كَذَّبَتۡ ثَمُودُ وَعَادُۢ بِٱلۡقَارِعَةِ
৫। আর ছামূদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।	٥. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ
৬। আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা -	٦. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٖ
৭। যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে;	٧. سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٖ

وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ	তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়।
٨. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ	৮। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?
٩. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ	৯। ফির‘আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।
١٠. فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً	১০। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, কঠোর সেই শাস্তি!
١١. إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ	১১। যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।
١٢. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ	১২। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক বাণী

‘হাক্কাহ্’ কিয়ামাতের একটি নাম। আর এ নামের কারণ এই যে, জান্নাতে শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও যথার্থতার দিন এটাই। এ জন্যই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এই হাক্কাহর সঠিক অবস্থা অবগত নও।

কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করার বিবরণ

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ ছামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখ, এক দিকে মালাইকার প্রলয়ংকারী শব্দ আসা, আর অপর দিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি অনুসারে طَاغِيَةٌ শব্দের অর্থ হল ভীষণ চীৎকার। (তাবারী ২৩/৫৭১) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পাপ বা পাপী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা উদ্দেশ্য। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর প্রমাণ হিসাবে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ

ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল। (সূরা আশ্ শাম্‌স, ৯১ ঃ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আর ‘আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু কল্যাণ ও বারাকাতশূন্য ছিল এবং মালাইকার হাত দ্বারা বের করা হচ্ছিল। আলী (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের জমা করা ফসলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ওটা প্রবাহিত হয়েছিল سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا *সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাস‘উদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শাউরী (রহঃ) প্রমুখ حُسُوم এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে, কোন রকম বিরতি ছাড়া। (তাবারী ২৩/৫৭৩, ৫৭৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তাদের উপর অকল্পনীয়

বিপদাপদ আপতিত হয়। এতে তাদের জন্য অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে ঃ

فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

এক অমঙ্গলজনক দিনে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৬)

আরাবরা এই বায়ুকে **اَعْجَاز** এ জন্য বলে থাকে যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ 'আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ *তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **خَاوِيَة** শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। তিনি ছাড়া অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রচন্ড বাতাস উহাকে (খেজুর গাছ) আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিবে এবং ওর মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে এবং ওটি নির্জীব মাটিতে পড়ে থাকবে যেন ওর কোন ডালপালা ছিলনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে 'সাবা' অর্থাৎ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা।' (মুসলিম ২/৬১৭)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ বলতো, এরপর তাদের কেহকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেহই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের থেকে কোন বংশধর রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা না করে আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন– কঠোর শাস্তি।

قَبْلَهُ এর দ্বিতীয় কিরআত **قِبَلَهُ** ও রয়েছে অর্থাৎ **قَاف** এর নীচে যের দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে ঃ ফির'আউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। **مُؤْتَفِكَات** দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা

প্রতিপন্নকারী পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন, **خَاطِئَة** এর অর্থ হল অবাধ্যতা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে অপরাধ করা। (তাবারী ২৩/৫৭৬) সুতরাং অর্থ হল ঃ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নাবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ

নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫)

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ

'আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৩)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ

ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৪১) অথচ সকলের নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূলই এসেছিলেন। এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন।

নৌযানে অবতরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ **إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء** দেখ, যখন নূহের (আঃ) দু'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তূফান এলো ও পানি সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্লাবিত করল এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান থাকলনা তখন আমি নূহ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন নূহের (আঃ) সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করল, বিরোধিতা শুরু করল এবং উৎপীড়ন করতে লাগল তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং ভয়াবহ তূফান নাযিল করলেন। নূহ (আঃ) এবং যারা তাঁর নৌযানে আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের একটি লোকও বাঁচেনি, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ নূহের (আঃ) বংশধর এবং তাঁর সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব পুরুষদেরকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, যাতে এ নৌযান তোমাদের জন্য একটা নমুনা রূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। আজও তোমরা ঐ রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের দীর্ঘ সফর করে থাক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪২)

কাতাদাহ (রহঃ) উপরের আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, নূহের (আঃ) ঐ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকেরাও

দেখেছিল। (তাবারী ২৩/৫৭৮) কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন أُذُنٌ وَاعِيَةٌ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ঐ কান যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব থেকে শ্রবণ করে লাভবান হয়। যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঐ কান যা শোনে এবং স্মরণ রাখে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার নিখুত শ্রবণশক্তি রয়েছে এবং যা শোনে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

১৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার,	١٣. فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٌ وَٰحِدَةٌ
১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।	١٤. وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً
১৫। সেদিন সংঘটিত হবে মহা প্রলয়।	١٥. فَيَوۡمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ
১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।	١٦. وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
১৭। মালাইকা আকাশের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন মালাইকা তাদের রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।	١٧. وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَا ۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ

يَوْمَئِذٍ ثَمَـٰنِيَةٌ	
١٨. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ	**১৮। সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।**

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব প্রথম ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া। এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও যমীনের সমস্ত মাখলূক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন তিনি অজ্ঞান হবেননা। এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত মাখলূক তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে ঐ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এই উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, আর না তাগীদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এর পরেই বলেছেন ঃ পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হবে। যমীন পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং বিচার দিবসের সূচনা হবে । আসমান প্রতিটি খোলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا

আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে এবং আর্‌শ ওর সামনে থাকবে এবং মালাইকা ওর প্রান্তদেশে থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ কিয়ামাতের দিন আটজন মালাইকা/ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে বহন করবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে আরশ বহনকারী মালাইকার মধ্যে একজন মালাইকা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব। ঐ মালাইকার কাঁধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান সাতশ' বছর ভ্রমনের সমান। (আবূ দাঊদ ৫/৯৬)

কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ সেই দিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। প্রথম দু'বারতো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বার তাদের হাতে আমলনামা তুলে দেয়া হবে। ঐ আমলনামা কারও ডান হাতে আসবে এবং কারও বাম হাতে আসবে।' (আহমাদ ৪/৪১৪, তিরমিযী ৭/১১১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

১৯। তখন যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ নাও, আমার 'আমলনামা পাঠ করে দেখ।	١٩. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَـٰبِيَهْ
২০। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।	٢٠. إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ

২১। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন -	٢١. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
২২। সুমহান জান্নাতে -	٢٢. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
২৩। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।	٢٣. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
২৪। তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।	٢٤. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনন্দের বর্ণনা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামাতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশি হবে এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা প্রত্যেককে বলবে ঃ তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! এটা এজন্য যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু পাপের কাজ হয়েছিল সেগুলোও তাদের তাওবাহর কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি, বরং ঐগুলোর পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা শুধু সাওয়াবের আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, هَا এর পরে وُّمُ বেশি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান কথা এই যে, هَاؤُمُ–هَا كُمُ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে, যে আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালাহকে (রাঃ) মালাইকা তাঁর শাহাদাতের পর গোসল দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে তার মন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো তার কাছে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'বল তো, তুমি কি এ আমল করেছিলে?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি এটা করেছিলাম।' আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেন ঃ 'দেখ, আমি দুনিয়াতেও তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে

দিলাম। তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করলাম।’ মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে।

ইহা হবে ঐ সময়ের বাক্য যখন আল্লাহর বান্দা কিয়ামাত দিবসে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং সৎ আমল প্রকাশিত হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার ইব্ন উমারকে (রাঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয় আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বিচার দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর কাছে হাজির করাবেন। সে যে সমস্ত পাপ করেছে তা স্বীকার করবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে বান্দা তখন মনে করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ পৃথিবীতে তুমি যে পাপ করেছিলে তা গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার সেই পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর তার সৎ আমলের বইটি তার ডান হাতে দেয়া হবে। অবশ্য যারা কাফির এবং মুনাফিক তাদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ বলবেন ঃ এরা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অবশ্যই খারাপ আমলকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। (বুখারী ৪৬৮৫, মুসলিম ১৭৬৮, আহমাদ ২/৭৪) পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবশ্যই আমাকে এই বিচার দিবসের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ

যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সম্মিলিত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৬)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে বলবে ঃ দুনিয়ায়ই আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অট্টালিকাগুলি হবে উঁচু উঁচু। ঐ জান্নাতের হুরেরা হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। ওর ঘরগুলি নি‘আমাতে পরিপূর্ণ থাকবে। এই নি‘আমাত রাশি কখনও শেষ হবেনা এবং কমেও যাবেনা, বরং এগুলি হবে চিরস্থায়ী।

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী (স্তর) রয়েছে। এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব হল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। (বুখারী ২৭৯০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। ইব্ন আযিব (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ জান্নাতে গাছের ফল এত অবনমিত থাকবে যে, জান্নাতীরা তাদের বিছানায় শুইয়ে শুইয়েই ফল তুলে নিতে পারবে। (তাবারী ২৩/৫৮৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ তোমরা খাও এবং পান কর। এটা তোমাদের অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময়। ভাল কাজের বিনিময় বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্নেহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে।

একটি সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আমল, দীনের জন্য মেহনত, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য সদা প্রচেষ্টা ইত্যাদি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে কোনই সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও কি নয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ না, আমাকেও নয়, যদি দয়াময় আল্লাহ তাঁর দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে ঢেকে না দেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০)

২৫। কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা!	٢٥. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ
২৬। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!	٢٦. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!	٢٧. يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা।	٢٨. مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْۜ
২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।	٢٩. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ
৩০। মালাইকাকে বলা হবে ঃ ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।	٣٠. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।	٣١. ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ
৩২। পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে।	٣٢. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ
৩৩। সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা।	٣٣. إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ
৩৪। এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করতনা।	٣٤. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
৩৫। অতএব সেদিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবেনা।	٣٥. فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ
৩৬। এবং কোন খাদ্য থাকবেনা, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত।	٣٦. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

৩৭। যা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাবেনা।	٣٧. لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَـٰطِـُٔونَ

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ আক্ষেপের বর্ণনা

এখানে পাপীদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের মাঠে যখন তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা ঐ সময় বলবে ঃ 'হায়! আমাদেরকে যদি আমাদের আমলনামা দেয়াই না হত তাহলে কতইনা ভাল হত! যদি আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হত! হায়! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ করে দিত তাহলে কতই না আনন্দের কথা হত! যদি আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম।' মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা ঐ ধরণের মৃত্যু কামনা করবে যে মৃত্যুর পর আর কোন জীবন থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত ভয় করত, সেই দিন ঐ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। (তাবারী ২৩/৫৮৭) তারা আরও বলবে ঃ আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোন কাজেই এলোনা। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলনা। কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলোনা। আজ আমরা আমাদের বাঁচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের প্রহরী মালাইকাকে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন কিয়ামাতের মাইদান থেকে পাপীদেরকে পাকড়াও করে তাদের গলদেশে লোহার বেড়ি পড়িয়ে দেয় এবং ঐ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর পুনরায় তাকে শৃংখলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, এই শৃংখলের এক একটি আংটা হবে সারা পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) বলেন যে, এটা হবে মালাইকার হাতের মাপে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই শৃংখল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে। পায়খানার পথ দিয়ে ভরে মুখ দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনভাবে আগুনে ভাজা হবে যেমনভাবে কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃংখল পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে পায়ের ভরে দাঁড়াতে পারবেনা। (তাবারী ২৩/৫৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আকাশ থেকে যদি একটি

পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এর দূরত্ব যদি পাঁচশত বছরের ভ্রমনের পথের সমান হয় তাহলে রাত হওয়ার পূর্বেই ঐ পাথর যমীনে পৌঁছে যাবে। ঐ পাথরটি যদি জাহান্নামের মুখ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উহার জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। (আহমাদ ২/১৯৭, তিরমিযী ৭/৩১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতনা। অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত, আর না তাঁর মাখলূকের হক আদায় করে তাদের উপকার করত। মাখলূকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর বান্দাদের একের অপরের উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে, সৎ কাজে সাহায্য করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ দু'টি হককে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের সময় এ দু'টিকে এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবেনা। এমন কোন নিকটতম আত্মীয় ও সুপারিশকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। আর তার জন্য ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, غسلين হল জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য। (তাবারী ২৩/৫৯১) রাবী (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। শাবীব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ غسلين হল জাহান্নামীদের দগ্ধ শরীর থেকে নিঃসৃত রক্ত। আর غسلين এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, ওটা হল জাহান্নামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও পানি। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, غسلين হল জাহান্নামীদের (ক্ষত নিঃসৃত) পূঁজ।

৩৮। আমি শপথ করছি উহার যা তোমরা দেখতে পাও।	٣٨. فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ
৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা -	٣٩. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।	٤٠. إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
৪১। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।	٤١. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।	٤٢. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
৪৩। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ।	٤٣. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্য হতে তাঁর ঐ সব নিদর্শনের শপথ করছেন যেগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং ঐগুলিরও শপথ করছেন যেগুলি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তাঁর বাণী ও তাঁর অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যাঁকে তিনি রিসালাতের প্রচারের জন্য পছন্দ ও মনোনীত করেছেন। رَسُوْلٍ كَرِيْم দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এর সম্বন্ধ তাঁর সাথে লাগানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও উপস্থাপকতো তিনিই। এ জন্য رَسُوْل শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি

তাঁকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তাঁর হলেও উক্তি হল তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর। এ কারণেই সূরা তাকভীরে এর সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে মালাইকা/ফেরেশতা-দূতের সাথে (অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সাথে)। ঘোষিত হয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ. مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ১৯-২১) আর ইনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। এ জন্যই এর পরেই বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাগল নন। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২২) তারপর বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ

সেতো তাকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।' (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৩) এরপর বলেন ঃ

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ

সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে কার্পন্য করেনা। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৪)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ

এবং ইহা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২৫)

অনুরূপভাবে এখানেও বলেন ঃ 'এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরাতো অল্পই বিশ্বাস করে থাক। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্পই অনুধাবন করে থাক।' সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনও কখনও সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মালাক দূতের দিকে। কেননা তারা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং তারা বিশ্বাস ভাজন। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৮০)

৪৪। সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত -	٤٤. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ
৪৫। আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।	٤٥. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ
৪৬। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।	٤٦. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ
৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে।	٤٧. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ
৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।	٤٨. وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।	٤٩. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ
৫০। এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে।	٥٠. وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ
৫১। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য।	٥١. وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ
৫২। অতএব তুমি মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٥٢. فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

রাসূল (সাঃ) রিসালাতের কোন কিছু গোপন করলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দিতেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমাদের কথা হিসাবে সত্যিই যদি আমার রাসূল এরূপই হত, অর্থাৎ আমার রিসালাতের মধ্যে কিছু কম বেশি করত বা আমি যে কথা বলিনি সেই কথা আমার নামে চালিয়ে দিত তাহলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতাম অর্থাৎ আমার ডান হাত দ্বারা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার ঐ শিরা কেটে ফেলতাম যার উপর হৃদয় লটকানো রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওয়াতিন (وَتِينْ) হচ্ছে হৃদপিন্ডের ধমনীসমূহ যা হৃদপিন্ডের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। (তাবারী ২৩/৫৯৩) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাকিম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), আবূ শাখর হুমাঈদ ইব্ন জিয়াদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২৭৬) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল হৃদপিন্ড, উহার রক্ত এবং যা কিছু ওর আশেপাশে রয়েছে। (কুরতুবী ১৮/২৭৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এমতাবস্থায় আমার এবং তার মাঝে এমন কেহ আসতে পারতনা যে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। সুতরাং ভাবার্থ এই দাঁড়াল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী, পবিত্র ও সুপথগামী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দা'ওয়াতের এ মহান দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। আর নিজের পক্ষ হতে বহু মু'জিযা এবং তাঁর সত্যবাদিতার বড় বড় নিদর্শন তাঁকে প্রদান করেছিলেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ এই কুরআন অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশ। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكُم مُّكَذِّبِينَ আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো লোক রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ কাফিরদের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিচার দিবসে ইহা হবে নিদারুন দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। (তাবারী ২৩/৫৯৫) তিনি তার তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। এও হতে পারে যে, এ আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনামটি (ইহা) কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এর ভাবার্থ হবে, কুরআনকে বিশ্বাস না করার ফলে কাফিরদের জন্য উহা হবে দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَـٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ

এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। তারা এতে ঈমান আনবেনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২০০-২০১) অন্যত্র বলেন ঃ

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫৪)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ নিশ্চয়ই এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য খবর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ অতএব, হে নাবী! এই কুরআন অবতীর্ণকারী মহান রবের তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা হাক্‌কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭০ ঃ মা'আরিজ, মাক্কী — ٧٠ – سورة المعارج ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৪, রুকূ ২) (اٰيَاتُهَا : ٤٤ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত -	١. سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
২। কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।	٢. لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ
৩। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।	٣. مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ
৪। মালাক/ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।	٤. تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, পরম ধৈর্য।	٥. فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً
৬। তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর।	٦. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا
৭। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন।	٧. وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

কিয়ামাত দিবসে তাড়াতাড়ি বিচার করার অনুরোধ করা হবে

এখানে بِعَذَابٍ এর মধ্যে যে, ب অক্ষরটি রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ জায়গায় فِعْل এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন فِعْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই কাফিরেরা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৭) অর্থাৎ তাঁর আযাব ওর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং তা রদ করারও কেহ নেই।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এখানে কাফিরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে যা তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। (তাবারী ২৩/৫৯৯) ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি سَأَلَ سَائِلٌ সম্পর্কে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি বিচারের শাস্তি তরান্বিত করার জন্য (কিয়ামাত দিবসে) অনুরোধ করবে। তাদের এই আযাব চাওয়ার শব্দগুলিও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) (তাবারী ২৩/৫৯৯) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَاقِعٍ. لِّلْكَافِرِينَ এ শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত, এটা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।

'মা'আরিজ' ও 'রূহ' শব্দের বিশ্লেষণ

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ হল শ্রেণী বিশিষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বিশিষ্ট। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ হল আকাশের সোপানসমূহ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল উর্ধ্বরোহন করা। অর্থাৎ এই আযাব ঐ রবের পক্ষ হতে অবতারিত যিনি এসব গুণ বিশিষ্ট। মালাক/ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

'রূহ' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা এক প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত। আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে এবং এটা হবে خَاص এর সংযোগ عَام এর উপর। আর এও হতে পারে যে, এর দ্বারা আদমের (আঃ) সন্তানদের রূহ উদ্দেশ্য। কেননা এটাও কবয হওয়ার পর আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন মালাক পবিত্র রূহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে মালাইকা এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে যান।

'কিয়ামাত দিবসের এক দিনের সমান পঞ্চাশ হাজার বছর' এর ব্যাখ্যা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল বিচার দিবস। এ হাদীসটির বর্ণনাক্রম সহীহ। শাওরী (রহঃ) সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) যাহ্হাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইহা হল

কিয়ামাত দিবস যখন সেখানের এক দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৩/৬০৩)

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমার আল ঘাদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি আবূ হুরাইরার (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম। তখন বানি আমির ইব্ন সা'সাহ গোত্রের এক লোক তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বলা হল, এই লোকটি বানি আমির গোত্রের সবচেয়ে ধনশালী ব্যক্তি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন। সুতরাং ঐ লোকটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। বানি আমির গোত্রের লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমার একশত লাল বর্ণের উট, এক শত বাদামী বর্ণের উট ... রয়েছে। এভাবে সে বিভিন্ন রংয়ের উট, বিভিন্ন গোত্রের দাস-দাসী এবং ঘোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার বেড়ীর বর্ণনা দিচ্ছিল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আপনার ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর পদাঘাত হতে সাবধান থাকুন। তিনি বার বারই এ কথা বলছিলেন। অবশেষে আমির গোত্রের লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! এর অর্থ কি? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাদের উট আছে অথচ তার হক আদায় করেনা তাদের জন্য রয়েছে '*নাজদাহ*' এবং '*রিসবিহা*'। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! *নাজদাহ* এবং *রিসবিহা* কি? তিনি বললেন ঃ উহা হল কঠিনতম এবং সহজতর অবস্থা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে (পশুগুলিকে) পূর্বের তুলনায় আরও বেশী শক্তিশালী ও মোটা তাজা করে উপস্থিত করা হবে। তারা সংখ্যায় হবে অনেক এবং হিংস্র। অতঃপর তাদেরকে তাদের মালিকসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং তারা তাদের মালিককে পদদলিত করতে থাকবে। যখন ঐ দলের শেষ পশুটির পদদলন করা শেষ হবে তখন প্রথম পশুটি আবার শুরু করবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোনো ব্যক্তির যদি গরু থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার গরুর সংখ্যাও

কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি গরুও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোন ব্যক্তির যদি ছাগল থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার ছাগলের সংখ্যাও কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি ছাগলও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী।

অতঃপর আমির গোত্রের লোকটি বলল ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! তাহলে বলুন, ঐ উটগুলির জন্য আমাকে কি করতে হবে? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ তা হল এই যে, আপনার মূল্যবান উটকে যাকাত হিসাবে প্রদান করবেন, যে উট সবচেয়ে বেশী দুধ দেয় তা অন্যকে ধার দিবেন, উটে চড়ার গদী মানুষকে ধার দিবেন, পান করার জন্য উটের দুধ মানুষকে হাদীয়া দিবেন এবং প্রজনণের জন্য নর উটকে ধার দিবেন। (আহমাদ ২/৪৮৯) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও নাসাঈও (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৩০৪, ১২/৫)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলির হক আদায় করেনা ওগুলি দ্বারা পাত তৈরী করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট,

পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগিয়ে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা হবে পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এ শাস্তি চলতেই থাকবে যতদিন বিচার কাজ শেষ না হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ।' এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লাম হতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্য। এক ব্যক্তির জন্য ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা রক্ষক এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা বোঝা।' (আহমাদ ২/২৬২) এ হাদীসটি পূরাপুরিভাবে সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ২/৬৮২) এই রিওয়ায়াতগুলিকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার জায়গা হল আহকামের কিতাবুয যাকাত। এখানে শুধুমাত্র এ শব্দগুলি দ্বারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আযাব তাদের উপর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্য যে তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর, কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন। অর্থাৎ মু'মিনতো এর আগমন সত্য জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। না জানি আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামাত এসে পড়বে এবং আযাব আপতিত হবে। কেননা এর সঠিক সময়ের কথাতো আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। সুতরাং যার

আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা ভয় ও ত্রাস লেগেই থাকে।

৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।	٨. يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ
৯। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত।	٩. وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ
১০। এবং সুহৃদ সুহৃদদের খোঁজ খবর নিবেনা।	١٠. وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا
১১। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে তার সন্তান-সন্ততিকে,	١١. يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ
১২। তার স্ত্রী ও ভাইকে,	١٢. وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ
১৩। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত -	١٣. وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ
১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।	١٤. وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ
১৫। না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি -	١٥. كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ
১৬। যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে।	١٦. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ
১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ	١٧. تَدْعُوا۟ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ

প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল -	
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভুত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল।	١٨. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

বিচার দিবসের ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ যে শাস্তি তলব করছে ঐ শাস্তি ঐ তলবকারী কাফিরদের উপর ঐ দিন আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হল তেলের গাদের মত হয়ে যাবে। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত। (তাবারী ২৩/৬০৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ ঃ ৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ-খবর নিবেনা। অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্মীয়ের কোন খবর নিবেনা। অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কেহকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও পারবে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৭) (তাবারী ২৩/৬০৫)অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩) আরও বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১০১) অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ. وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৪-৩৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذ بِبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ.

'অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই হবার নয়।' হায়! এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ তার কলিজার টুকরা এবং নিজের শাখা ও মূল এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন

সে নিজে বেঁচে যায়! মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) وَفَصِيْلَتِه এর অর্থ করেছেন নিজ গোত্র এবং নিকটাত্মীয়। (তাবারী ২৩/৬০৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সে যে উপগোত্র থেকে এসেছে সেই উপগোত্র। আশহাব (রহঃ) মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'মা'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ও উহার তাপের প্রচন্ডতা বর্ণনা করে বলেন যে, উহা মানুষকে দগ্ধ করবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى এর অর্থ হচ্ছে মাথার চামড়া। (তাবারী ২৩/৬০৮) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ এবং মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠোট ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৬০৯) যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ইহা মাংস এবং চামড়া আচঁড়ে আঁচড়ে হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলবে এবং হাড্ডিতে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা হল হাড্ডির মজ্জা। ইব্ন যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, شَوَى এর অর্থ হচ্ছে হাড্ডিসমূহ কেটে টুকরা টুকরা করা এবং চামড়াকে রূপান্তরিত করা এবং আবার তা পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৩/৬০৯)

সেই দিন মানুষ আত্মরক্ষার জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসাবে আন্তরিকভাবে দিতে চাইবে। কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবেনা। কোন বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা। বরং ঐ আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে যা হবে লেলিহান শিখাযুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত। তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শূন্য। শিরাগুলিকে করে দিবে নিষ্কাষিত, পদনালী হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى. এই আগুন সুন্দর ভাষায় ও উচ্চৈঃস্বরে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং وَجَمَعَ فَأَوْعَى. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যে মুখেও অস্বীকার করত এবং দৈহিক দিক থেকেও আমল পরিত্যাগ করত। যে সম্পদ শুধু জমা করেই রাখত এবং আল্লাহ তা'আলার

যরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে তা খরচ করতনা। এমনকি যাকাতও আদায় করতনা। হাদীসে রয়েছে ঃ 'সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখনা, অন্যথায় আল্লাহও (পাপ) পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন।' (মুসলিম ২/৭১৩)

১৯। মানুষতো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে।	١٩. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا
২০। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশকারী।	٢٠. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا
২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ।	٢١. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا
২২। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত।	٢٢. إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ
২৩। যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।	٢٣. ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِہِمۡ دَآئِمُونَ
২৪। আর যাদের সম্পদের নির্ধারিত হক রয়েছে -	٢٤. وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمۡوَٲلِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُومٌ
২৫। প্রার্থী ও বঞ্চিতের।	٢٥. لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ
২৬। এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।	٢٦. وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ
২৭। আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত,	٢٧. وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّہِم مُّشۡفِقُونَ

২৮। নিশ্চয়ই তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায়না -	٢٨. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
২৯। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।	٢٩. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ
৩০। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।	٣٠. إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
৩১। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী।	٣١. فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
৩২। এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।	٣٢. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
৩৩। আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল,	٣٣. وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَـٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ
৩৪। এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান -	٣٤. وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
৩৫। তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।	٣٥. أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى جَنَّـٰتٍ مُّكْرَمُونَ

মানুষ খুবই ধৈর্যহীন

এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও অস্থির চিত্ত। যখন কোন বিপদে পড়ে তখন খুবই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ। আল্লাহ তা'আলার হকের কথাও তখন সে ভুলে যায়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) জানিয়েছেন যে, মূসা ইব্ন আলী ইব্ন রাবাহ (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, তার পিতা আবদুল আজিজ ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকিম (রহঃ) থেকে শুনেছেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হল অত্যন্ত কৃপণতা ও চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা।' (আহমাদ ২/৩০২) আবূ দাউদ (রহঃ) এই হাদীসটি আবূ আবদুর রাহমান আল মুকরীর (রহঃ) বরাতে আবদুল্লাহ ইব্নুল জাররাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/২৬)

আল্লাহ যাদের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন তারা নিন্দনীয় স্বভাব হতে মুক্ত

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا الْمُصَلِّينَ তবে হ্যাঁ, এই নিন্দনীয় স্বভাব হতে তারাই দূরে রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রাহমাত রয়েছে এবং যারা চিরন্তনভাবে কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। তাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই যে, তারা সম্পূর্ণভাবে যথাসময়ে সালাত কায়েম করে। তারা সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান থাকে। ফারয সালাত তারা ভালভাবে আদায় করে। নিজেদের সালাতে তারা নম্রতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১-২) আরাবরা বদ্ধ পানিকেও مَاءٌ دَائِمٌ বলে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতে ইতমিনান বা স্থিরতা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ধীরে

সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ আদায় করেনা সে তার সালাতে সদা নিষ্ঠাবান নয়। কেননা সে সালাতে স্থিরতা প্রকাশ করেনা, বরং কাকের মত ঠোকর মারে। সুতরাং তার সালাত তাকে মুক্ত করাবেনা কিংবা পরিত্রাণ লাভে সহায়তা করবেনা। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ভাল আমলকে বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী বা বিরতিহীন হয়। সহীহ হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, (অর্থাৎ পূর্বাপর একই রকম) যদিও তা অল্প হয়।' (মুসলিম ১/৫৪১)

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের। سَائِل ও مَحْرُوْم এর পূর্ণ তাফসীর সূরা যারিয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এ লোকগুলি কর্মফল দিনকে সত্য বলে জানে। এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের আরও গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের রবের শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা।

আর এ লোকগুলি নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। এ দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১) এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ এরা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আত্মসাৎ করেনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা। এগুলি হল মু'মিনদের গুণাবলী। আর যারা এদের বিপরীত আমল করে তারা মুনাফিক। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'মুনাফিকের লক্ষণ বা নিদর্শন তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তা আত্মসাৎ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে, আর ঝগড়া করলে গালি দেয়। (ফাতহুল বারী ১/১১১) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ তারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল। অর্থাৎ তাতে কম বেশি করেনা ও সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায়না। তারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কিছুই গোপন করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৩) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা তাদের সালাতে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে সালাত আদায় করে। এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুরুতেও সালাতের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কার্যসমূহে সালাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় করা অত্যন্ত যরুরী এবং এর হিফাযাত করা একান্ত কর্তব্য। সূরা মু'মিনূনে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ. ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

তারাই হবে উত্তরাধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১০-১১) আর এখানে বলেছেন ঃ তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবস্তু পেয়ে তারা আনন্দিত হবে এবং মহাসম্মান লাভ করবে।

৩৬। কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে -	٣٦. فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
৩৭। ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে?	٣٧. عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ

৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?	٣٨. أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
৩৯। না তা হবেনা, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।	٣٩. كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ
৪০। আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম -	٤٠. فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَـٰرِقِ وَٱلْمَغَـٰرِبِ إِنَّا لَقَـٰدِرُونَ
৪১। তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠি তাদের স্থলবর্তী করতে; এবং আমি অক্ষম নই।	٤١. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
৪২। অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।	٤٢. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ
৪৩। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে -	٤٣. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

৪৪। অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেদিন, যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তাদেরকে।	٤٤. خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ.

কাফিরদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঐ কাফিরদের উপর অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল এবং তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে তাঁর থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত- সন্ত্রস্ত গর্দভ, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন ঃ এই কাফিরদের কি হল যে, তারা ঘৃণা ভরে তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফীর (রহঃ) রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তারা বেপরোয়াভাবে ডান-বাম হতে তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে।

যাবির ইব্‌ন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে বসতে দেখে বলেন ঃ ‘তোমাদের কি হল যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে বসা দেখছি?’ (তাবারী ২৩/৬২০, আহমাদ ৫/৯৩, মুসলিম ১/৩২২, আবূ দাউদ ১/৫৬১, নাসাঈ ৩/৪)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? না, তা হবেনা। অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এই যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হতে ডানে-বামে বক্র হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনও পূরণ হতে পারেনা। বরং তারা জাহান্নামী দল।

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারোক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। তা এই যে, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি দুর্বল পানি হতে। তিনি কি তাহলে তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারবেননা? যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০) অন্যত্র বলেন ঃ

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ. إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ. فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। ওটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান। যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তা-রিক, ৮৬ ঃ ৫-১০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ শপথ ঐ সত্তার যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির গোপন হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যা ধারণা করছ ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব হবেনা এবং হাশর-নশরও হবেনা। এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ জন্যই কসমের পূর্বে তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে পেশ করেন। যেমন আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু'টির মধ্যে প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন নি'আমাতের বিদ্যমানতা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম হবেননা? অবশ্যই তিনি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির– নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান। কোন জিনিস, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ. بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা? বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ' (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩-৪) আরও বলেন ঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৬০-৬১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তা হল ঃ নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, যারা আমার অবাধ্যাচরণ করবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم.

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তবে প্রথম ভাবার্থটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, মনে হবে যেন তারা কোন পতাকা তলে জমায়েত হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসির (রহঃ) বলেছেন যে, তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধাবিত হচ্ছে। হাসান বাসরী (রহঃ) একে *নুসুব'* উচ্চারণ করে পাঠ করতেন যার

অর্থ হচ্ছে মূর্তি। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ পৃথিবীতে তারা মূর্তি দেখলে উহার পূজা করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে অগ্রসর হত। তেমনিভাবে তারা যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এত দ্রুত এগিয়ে যাবে যেন মনে হবে তাদের ভিতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে প্রথম উহাকে স্পর্শ করবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইয়াহইয়াহ ইব্ন আবী কাসির (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আসীম ইব্ন বাহদালাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। এটা হল দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য হতে সরে পড়া ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল।

সূরা মা'আরিজ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭১ ঃ নূহ, মাক্কী

٧١ – سورة نوح، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৮, রুকূ ২)

(اٰيَاتها : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে।	١. إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমিতো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী -	٢. قَالَ يَـٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৩। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	٣. أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ
৪। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না; যদি তোমরা এটা জানতে।	٤. يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۖ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি নূহকে (আঃ) স্বীয় রাসূল রূপে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার পূর্বেই তিনি যেন তাঁর কাওমকে এই বলে সতর্ক করেন যে, যদি তারা তাওবাহ করে ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আযাব উঠিয়ে নিবেন। নূহ (আঃ) তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন ঃ জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, তোমাদের অবশ্য করণীয় কাজ হল আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁকে ভয় করে চলা এবং আমার আনুগত্য করা। আর যে কাজ তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। পাপের কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলব তা করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত থাকতে বলব তা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। আর তোমরা আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব কাজ যদি তোমরা কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ঐ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে প্রকৃতগতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে।' (ইব্ন শিহাব ১/৯৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরা ভাল কাজ কর আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই। কেননা আযাব এসে পড়লে কেহ তা সরাতে পারবেনা এবং স্থগিত রাখতেও পারবেনা। ঐ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তাঁর ইয্যাত ও মর্যাদার সামনে সমস্ত সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

৫। সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার	٥. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

সম্প্রদায়কে দিন-রাত আহ্বান করছি।	لَيۡلاً وَنَهَارًا
৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করছে।	٦. فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا
৭। আমি যখন তাদের আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আংগুল দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।	٧. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارًا
৮। অতঃপর আমি তাদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে।	٨. ثُمَّ إِنِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا
৯। পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।	٩. ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارًا
১০। বলেছি ঃ তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো মহা ক্ষমাশীল।	١٠. فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا
১১। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন।	١١. يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارًا

১২। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।	١٢. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا
১৩। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা?	١٣. مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
১৪। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।	١٤. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
১৫। তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে?	١٥. أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاقًا
১৬। এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে;	١٦. وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا
১৭। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে।	١٧. وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا
১৮। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।	١٨. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত -	١٩. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا
২০। যাতে তোমরা চলাফিরা করতে পার প্রশস্ত পথে।	٢٠. لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

নূহের (আঃ) কাওম ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর কাছে অভিযোগ

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে নূহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তাঁর সম্প্রদায় কিভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে নিজেদের জিদের উপর আঁকড়ে থাকে! নূহ (আঃ) অভিযোগের সূরে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আদেশকে যথাযথ পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত্রি আপনার পথে আহ্বান করছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ২৬) নূহের (আঃ) কাওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্ত্র দ্বারা নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা কিছু যেন শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শির্কের উপর কায়েম থাকে

এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা হতে বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বিমুখ হয়ে যায়।

নূহ (আঃ) বলেন ঃ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا হে আমার রাব্ব! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মাজলিসে এবং প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। মোট কথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্য আমি কোন কৌশলই বাদ রাখিনি এই আশায় যে, হয়তবা তারা সত্যের পথে আসবে।

নূহ (আঃ) দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কি বলতেন

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا তাদেরকে আমি বলেছি ঃ কমপক্ষে তোমরা পাপ কাজ হতে তাওবাহ কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তাওবাহকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং দুনিয়ায়ও তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদ-নদী।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বৃষ্টি বর্ষণের উদ্দেশে মুসলিমরা যখনই ইসতিসকার সালাতের জন্য বের হবে তখন ঐ সালাতে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্ত াহাব। এর একটি দলীল হল এই আয়াতটিই। দ্বিতীয় দলীল হল এই যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) আমলও এটাই ছিল। তিনি একবার বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশে বের হন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইস্তিগফারের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন। ওগুলির মধ্যে فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا এই আয়াতগুলিও ছিল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আকাশে বৃষ্টির যতগুলি পথ আছে সবগুলি হতে আমি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি।'

নূহ (আঃ) আরও বলেন ঃ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ

وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا হে আমার কাওমের লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর নিকট তাওবাহ কর ও তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের বারাকাত হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জন্তুগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। তোমাদের জন্য স্থাপন করা হবে উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর। আর তিনি প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদ-নদী।

এই ভোগ্য-বস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর নূহ (আঃ) তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন ঃ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা? তাঁর আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছ কেন? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছনা? প্রথমে শুক্র, তারপর জমাট রক্ত, এরপর গোশতের টুকরা, এরপর অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য অবস্থা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলির আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলি এখানে বর্ণনা করতে চাইনা, এবং এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দু'টির ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মানযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময় আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক

সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে। এখানে نَبَاتًا এ مَصْدَر এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলে-দুলে না পড়ে এ জন্য এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফিরা করছ। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছ।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য নূহের (আঃ) এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নমুনা তাঁর কাওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে? সুতরাং তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা, তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করা, তাঁর সমকক্ষ কেহকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর স্ত্রী নেই,

সন্তান-সন্ততি নেই, পীর-মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই; বরং তিনি সুউচ্চ ও মহান।

২১। নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অমান্য করছে এবং অনুসরণ করছে এমন লোকের যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।	٢١. قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا
২২। তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল।	٢٢. وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا
২৩। এবং বলেছিল ঃ তোমরা কখনও পরিত্যাগ করনা তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, আগুছ, আউক ও নাসরকে।	٢٣. وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
২৪। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা।	٢٤. وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَـٰلًا

নূহের (আঃ) কাওমের বিরুদ্ধে তাঁর প্রভুর কাছে নালিশ

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর অতীতের অভিযোগের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের আরেকটি আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেন ঃ আমার আহ্বান যেন তাদের কানেও না পৌঁছে এ জন্য তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল তাদের জন্য খুবই উপকারী। তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি

করেনি। কেননা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা সাধারণতঃ শাস্তির দিকে ধাবিত করে, তাদের গর্বে গর্বিত হয়ে তারা আল্লাহকেও ভুলে গিয়েছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল।

কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا তারা (কাফিরেরা) তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে ভীষণ প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদেরকে এই ধারণা দিয়েছিল যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা বলবে ঃ

بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেছে ঃ তোমরা তোমাদের যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করছ ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ করনা।

নূহের (আঃ) সময়ে মূর্তিগুলোর বর্ণনা

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

এর পূর্বে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা গিয়েছিল যে, নূহের (আঃ) সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করত। সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূহের (আঃ) যুগের মূর্তিগুলোকে আরাবের কাফিরেরা গ্রহণ করে। 'দাওমাতুল জানদাল' এলাকায় কালব গোত্র *'ওয়াদ'* মূর্তির পূজা করত। হুযায়েল গোত্র পূজা করত *'সূওয়া'* নামক মূর্তির। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র *'ইয়াগূস'* নামক মূর্তির উপাসনা করত। হামাদান গোত্র *'ইয়াউক'* নামক মূর্তির পূজারী ছিল এবং হিমায়ের এলাকার 'যু কালা' গোত্র *'নাসর'* নামক মূর্তির পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি নূহের (আঃ) কাওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শাইতান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুলল যে, ঐ সৎ লোকদের নামে উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসাবে কোন নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা সেখানে কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে।

তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইল্‌ম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পূজা শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন ইসহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নূহের (আঃ) আমলে এভাবেই বিভিন্ন লোকের নামের মূর্তি পূজা করা হচ্ছিল। (তাবারী ২৩/৬৪০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়েস (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলি ছিলেন আল্লাহর ইবাদাতকারী, দীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তাঁরা আদম (আঃ) থেকে নূহের (আঃ) আমল পর্যন্ত ছিলেন সত্য অনুসারী, যাঁদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও করত। যখন তাঁরা মারা গেলেন তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করল ঃ 'যদি আমরা এদের প্রতিমূর্তি (মুরাল) তৈরী করে নিই তাহলে ইবাদাতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।' সুতরাং তারা তাই করল। অতঃপর যখন এ লোকগুলিও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটল তখন ইবলিস শাইতান তাদের কাছে এসে বলল ঃ 'তোমাদের পূর্বপুরুষরাতো ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির মূর্তি পূজা করত এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করত। সুতরাং তোমরাও তাই কর!' তারা তখন নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিল।

নূহের (আঃ) কাওমের কাফিরদের বিরুদ্ধে নালিশ এবং মু'মিনদের জন্য দু'আ

বলা হয়েছে, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا তারা মূর্তি পূজা করার ফলে বহু লোক সত্য দীন হতে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সময় হতে আজ পর্যন্ত আরাব ও অনারাবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেন ঃ

وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ

এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন, হে আমার রাব্ব। এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫-৩৬)

এরপর নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা, কুফরী এবং একগুয়েমী চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় বলেন ঃ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا হে আমার রাব্ব! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেননা। যেমন মূসা (আঃ) ফির'আউন ও তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮)

অতঃপর নূহের (আঃ) প্রার্থনা কবূল হয়ে যায় এবং তাঁর কাওমকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় আগুনে। অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন ঃ

২৫। তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী।	٢٥. مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا
২৬। নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা।	٢٦. وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا
২৭। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার	٢٧. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	**বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির।**
٢٨. رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا	**২৮। হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।**

خَطِيْئَتِهِمْ এর অন্য কিরআত **خطاياهم**ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ পাপের আধিক্যের কারণে নূহের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর এই আযাব হতে রক্ষা করার উদ্দেশে কেহ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি করেছিলেন ঃ

لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ

আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৩)

নূহ (আঃ) স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে ঐ হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন ঃ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেননা। হল তাই, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমনকি নূহের (আঃ) নিজের পুত্র, যে তাঁর থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি।

নূহ (আঃ) তাঁর ঐ পুত্রকে অনেক কিছু বলে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। সে মনে করেছিল যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, সে কোন এক উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল আল্লাহর আযাব ও গযব এবং নূহের (আঃ) বদ দু'আর ফল। কাজেই তা হতে রক্ষা করতে পারবে কে? শুধু ঐ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যাঁরা নূহের (আঃ) সাথে তাঁর নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে নূহ (আঃ) যাঁদেরকে তাঁর নৌকায় উঠিয়েছিলেন।

নূহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনবেনা, তাই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেন ঃ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ হে আমার রাব্ব! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কেহকেও অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। তাদের পরবর্তী বংশধরেরা তাদের মতই বদকার ও কাফির হবে। সাথে সাথে তিনি নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا হে আমার রাব্ব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে।

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, 'গৃহ' দ্বারা এখানে মাসজিদকে বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থ গৃহই বটে।

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'তুমি মু'মিন ছাড়া কারও সঙ্গী হয়োনা এবং আল্লাহভীরু ছাড়া কেহ যেন তোমার খাদ্য না খায়।'

এরপর নূহ (আঃ) তাঁর দু'আকে সাধারণ করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক বা মৃতই হোক। এ জন্যই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আয় অন্য মু'মিনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। তাহলে নূহের (আঃ) অনুসরণও করা হবে এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলির উপর আমলও করা হবে।

এরপর দু'আর শেষে নূহ (আঃ) বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন!

সূরা নূহ্ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭২ ঃ জিন, মাক্কী

٧٢ – سورة الجن، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৮, রুকূ ২)

(اَيَاتها : ٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। বল ঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি -	١. قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبًا
২। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কোন শরীক স্থির করবনা।	٢. يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا
৩। এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান।	٣. وَأَنَّهُۥ تَعَـٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَـٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا
৪। এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।	٤. وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا
৫। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন, আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ	٥. وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ

ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا	**করবেনা।**
٦. وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	**৬। আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।**
٧. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا	**৭। আর জিনরা বলেছিল ঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেহকেও পুনরুত্থিত করবেননা।**

জিন জাতির কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ হে নাবী! তুমি তোমার কাওমকে ঐ ঘটনাটি অবহিত কর যে, জিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। জিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের কাওমের মধ্যে গিয়ে বলে ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করব। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯) এর তাফসীর হাদীসসমূহের মাধ্যমে আমরা ঐ আয়াতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলে ঃ আমাদের রবের কার্য, ক্ষমতা ও নির্দেশ উচ্চ মানের ও বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর নি'আমাতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম। (তাবারী ২৩/৬৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর মহত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। আবূ দারদাহ (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর যিক্র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের।

জিনদের স্বীকারোক্তি প্রদান যে, আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা স্ত্রী নেই

ঐ জিনেরা তাদের কাওমকে আরও বলে ঃ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, জিনরা ইসলাম কবূল করল এবং কুরআনকে আল্লাহ প্রেরিত বাণী বলে বিশ্বাস করল এবং আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা অংশীদার নেই বলে সাক্ষ্য প্রদান করল।

তারা আরও বলে ঃ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا আমাদের নির্বোধরা অর্থাৎ শাইতানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর জন্য স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে বাতিল আকীদা পোষণ করে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কথা মুখ থেকে বের করে।

ঐ জিনেরা আরও বলতে থাকে ঃ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনও আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, এ দু'টি জাতি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

জিনদের ঔদ্ধত্যতার এও একটি কারণ ছিল যে, মানুষেরা তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত

এরপর বলা হচ্ছে ঃ জিনদের খুব বেশি বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখত যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেত তখনই সে বলত ঃ

আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে মনে করত যে, সে সমস্ত জিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন তারা যখন কোন শহরে যেত তখন ঐ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হত। ফলে ঐ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতনা, যদিও তারা তার শত্রু হত। যখন জিনেরা দেখল যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা আরও বেশি বেশি মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করত যেমন মানবরা দানবদেরকে ভয় করত, বরং তার চেয়েও বেশী। এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে মানব যেত সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করল এবং বলতে লাগল ঃ 'এই উপত্যকার জিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া শুরু করে তখন থেকে জিনদের সাহস বেড়ে গেল। (তাবারী ২৩/৬৫৫) কারণ তারা মনে করল যে, মানুষইতো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগল।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, এক সময় জিনেরাও মানুষকে ভয় করত, বরং অনেক বেশী ভয় করত, যেমনটি মানুষেরা জিনদেরকে এখন ভয় করে। লোকেরা যখন পাহাড়-পর্বতে আরোহন করত জিনেরা তখন তাদের দেখে পালিয়ে যেত। মানুষের দলপতি পাহাড়ে উঠে বলত ঃ এই এলাকার বাসিন্দাদের দলপতির কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন জিনেরা বলতে লাগল ঃ আমরাতো লক্ষ্য করছি যে, আমরা যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই তারাইতো আমাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর জিনেরা আস্তে আস্তে মানুষের কাছে আসতে শুরু করল এবং তাদেরকে মস্তিস্ক বিকৃত ও পাগলামীতে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

আবুল আলিয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, رَهَقًا এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা দুস্কার্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, কাফিরদের দুস্কার্য শুধু বাড়তেই থাকবে।

৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।	٨. وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا
৯। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।	٩. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا
১০। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন।	١٠. وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

রাসূলের (সাঃ) রিসালাতের পূর্বে জিনেরা আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ করত, কিন্তু নাবুওয়াতের পর তাদেরকে বজ্রপাতের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেয়া হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি'সাতের (রিসালাতের) পূর্বে জিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়ত এবং কান লাগিয়ে এবং একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদের এবং গনকদের কাছে বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পয়গম্বর রূপে পাঠানো হল এবং তাঁর উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হল তখন আকাশের উপর কঠোর প্রহরী নিযুক্ত করা হল। ফলে ঐ শাইতানদের পূর্বের মত

সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলনা, যাতে কুরআনুল কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়।

ঐ মুসলিম জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে বলে ঃ পূর্বেতো আমরা আকাশে বিচরণ করতাম। কিন্তু এখনতো দেখা যায় যে, সেখানে কঠোর প্রহরী রয়েছে! তারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে! وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا এর প্রকৃত রহস্য যে কি তা আমাদের জানা নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই চান, নাকি তাদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারিনা।

ঐ মুসলিম জিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের জন্য কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সাথে লাগিয়েছে এবং বলেছে ঃ এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা জানিনা। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছে ঃ 'অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।' (মুসলিম ১/৫৩৫) ইতোপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হত, কিন্তু এত অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হল এবং আলো বিচ্ছুরিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?' আমরা উত্তরে বললাম ঃ আমরা বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'না, তা নয়। বরং যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)।' সূরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/১৭৫০) যা হোক, আল্লাহর এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাজরের সালাতে কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি'সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান জিনেরাতো মুসলিম হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জিনদের ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হলনা। সূরা আহকাফের وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

(সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৭)

নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জিনদের জন্যই নয়, বরং মানুষের জন্যও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। তারা মনে করেছিল যে, পৃথিবী বুঝি এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আকাশমন্ডলী কখনও পাহাড়া অবস্থায় থাকেনা, যদি না কোন নাবী পৃথিবীতে আর্বিভূত হতেন, অথবা আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়ে অন্যান্য বাতিল মতবাদ পর্যুদস্ত না হত।

শাইতানরা ইতোপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে মালাইকার পারস্পরিক আলোচনা শুনত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাতে শাইতানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হল, যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল। তারা লক্ষ্য করল যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলি ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামদের আযাদ করতে এবং ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ছেড়ে দিতে শুরু করল। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়ের, যিনি বিচার কাজ পরিচালনা করতেন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ ‘হে তায়েফবাসী! তোমাদের সম্পদগুলি তোমরা ধ্বংস করছ কেন? তোমরা দিক-নির্দেশক তারকাগুলি গণনা করে দেখ, যদি তারকাগুলিকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তাহলে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইব্ন আবী কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্যই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।’ তারা তখন নক্ষত্রগুলি গণনা করে দেখতে পেল যে, তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হল এবং শাইতানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি জানালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বলল ঃ ‘তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট এক মুষ্টি করে মাটি নিয়ে এসো যাতে আমি ওর ঘ্রাণ নিতে পারি।’ তারা তার নিকট মাটি নিয়ে এলো। সে মাটির ঘ্রাণ নিল এবং বলল ঃ ‘এর হেতু মাক্কায় রয়েছে যেখানে তোমাদের বন্ধু রয়েছেন।’ ইবলিস

তখন সাতজন জিন মাক্কায় প্রেরণ করল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করছেন। তারা আরও কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। কুরআন শুনে ঐ জিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায় এবং তারা মুসলিম হয়ে যায় এবং নিজেদের কাওমকেও ইসলামের দা'ওয়াত দেয়।

আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি 'কিতাবুস সীরাত' এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

১১। এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;	١١. وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا
১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবনা এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবনা।	١٢. وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا
১৩। আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোড় যবরদস্তির আশংকা থাকবেনা।	١٣. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
১৪। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়।	١٤. وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ

فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا	
١٥. وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	**১৫। অপর পক্ষে সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন।**
١٦. وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًا	**১৬। তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম -**
١٧. لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا	**১৭। যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দুঃসহ শাস্তিতে।**

জিনেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মাঝেও মু'মিন ও কাফির রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ জিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলে ঃ আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে দুষ্কৃতিকারী। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (তাবারী ২৩/৬৫৯)

আ'মাশ (রহঃ) বলেন ঃ 'একটি জিন আমাদের কাছে আসত। আমি একদা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে বলল ঃ 'ভাত।' আমি তাকে ভাত এনে দিলাম। তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কারও হাত দ্বারা তুলতে দেখা যাচ্ছেনা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ঃ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিল ঃ 'হ্যাঁ, রয়েছে।' আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলাম

ঃ রাফিযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বলল ঃ 'তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়।' হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী বলেন যে, আমাশের (রহঃ) বর্ণনাধারাটি সঠিক।

জিনেরা আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করে

এরপর জিনদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে এড়িয়ে চলতে পারবনা এবং তাঁর থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারবনা। কোনক্রমেই তাঁর নাযর থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়।

অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে জিনেরা বলে ঃ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর এটা গৌরব প্রকাশেরই স্থান বটে। এর চেয়ে বড় ফাযীলাত ও মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান আনল?

এরপর তারা বলে ঃ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا যে ব্যক্তি তার রবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি কিংবা কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে যেন এ ভয় না করে যে, সে যে ভাল আমল করেছে তা থেকে তার প্রাপ্য কমে যাবে অথবা এ আশংকাও না করে যে, সে যে পাপ করেছে তা ছাড়া অন্যের বোঝা বহন করতে হবে। (তাবারী ২৩/৬৬০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

এবং যে সৎ কাজ করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১২)

তারপর ঐ জিনেরা আরও বলে ঃ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ

করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী তারাতো হবে জাহান্নামেরই ইন্ধন।

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ এর দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল ঃ যদি সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর, সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতা দান করতাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৬)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়। মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম' এর অর্থ হল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, যারা পাপের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের থেকে কারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসে। আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ) এবং যাহ্হাকও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই

আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের প্রতি ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন পর পর সাত বছর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত রাখেন।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর জীবিকার দরজা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয় এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪) অন্যত্র বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) ইহা ছিল আবূ মিলহাজের (রহঃ) দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইহা ইব্ন হুমাইদের (রহঃ) মতামতের সাথেও মিলে যায়। ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহার অর্থ হল পথভ্রষ্টতার পথ। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) উভয়ে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৩) আল বাগাভীও (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং ইব্ন কাইসান (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাভী ৪/৪০৪)

এরপর বলা হচ্ছে ঃ যে কেহ তার রবের যিক্র হতে বিমুখ হয়, তার রাব্ব তাকে তীব্র ও দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) عَذَابًا صَعَدًا আয়াতাংশ সম্পর্কে অর্থ করেছেন, কঠোরতা ও কোন রকম ছাড় না দেয়া।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, صَعَدٌ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। (তাবারী ২৩/৬৬৪) আর সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

১৮। এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা।	١٨. وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا
১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।	١٩. وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
২০। বল ঃ আমি আমার রাব্বকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক করিনা।	٢٠. قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا
২১। বল ঃ আমি তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক নই।	٢١. قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
২২। বল ঃ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন	٢٢. قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ

مُلْتَحَدًا	আশ্রয় পাবনা।
٢٣. إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا	২৩। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।
٢٤. حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا	২৪। যখন তারা প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং শির্ক হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাতে শির্ক করা হতে বিরত থাকে এবং তাঁর সমকক্ষ করে যেন অন্য কেহকেও না ডাকে। কেহকেও যেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে শরীক না করে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাই তাঁর নাবীর মাধ্যমে এই উম্মাতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ইবাদাতে তাঁকেই এককভাবে ডাকে। (তাবারী ২৩/৬৬৫) অর্থাৎ উম্মাতের সবাই যেন একাত্মবাদী হয়ে থাকে।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো দূর দূরান্তে থাকি, সুতরাং আপনার মাসজিদে সালাত আদায় করতে আসতে পারি কি করে?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘উদ্দেশ্য হল সালাত আদায় করা এবং আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকা, তা

যেখানেই হোক না কেন।' তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا *এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা।* (তাবারী ২৩/৬৬৫)

কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জিনেরা সমবেত হয়

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا এ আয়াতের একটি ভাবার্থে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যখন কুরআন পাঠ শুনল তখন তারা অতি আগ্রহে এমনভাবে দ্রুত অগ্রসর হল যেন একে অপরের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। যখন তারা তাঁকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে শুনতে পেল তখন তারা তাঁর আরও কাছে এল। কিন্তু তিনি এর কিছুই অবগত ছিলেননা, যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে বলেন। তখন তারা কুরআনের আয়াত শুনছিলেন। ইহা একটি দলের অভিমত যা যুবাইর ইব্নুল আওয়াম (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমতটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জিনেরা যখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাহাবীগণকে রুকুর সময় রুকু এবং সাজদাহর সময় সাজদাহ করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখল তখন তারা আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়ল এবং لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا *যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো'।*

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) তাঁর প্রতি আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও অনুকরণে এমনভাবে লেগে থাকেন যে, যেন একটা বৃত্ত। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৭) তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জনগণের মধ্যে একাত্মবাদ ঘোষণা করেন তখন কাফিরেরা দাঁত কটমট করে এই দীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এর বিপরীত, তিনি এই

দীনকে সমুন্নত করতে চান। (তাবারী ২৩/৬৬৮) ইহা হাসান বাসরীর (রহঃ) মন্তব্য। ইহা হল তৃতীয় উক্তি যা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে পছন্দ করেছেন, আর পরবর্তী আয়াতের সাথে এর ভাবার্থ যুক্ত করলে এই মতামতই অধিক যুক্তি সংগত বলে মনে হচ্ছে। এই তৃতীয় উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছে ঃ তুমি বল, আমি আমার রাব্বকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কেহকেও শরীক করিনা।

অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একাত্মবাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ্ন ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, বিরুদ্ধাচরণে এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লাগে। আর সত্যকে মিটিয়ে দিতে চায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার উপর একতাবদ্ধ হয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আমার রবের ইবাদাত করি যাঁর কোন শরীক নেই।

রাসূল (সাঃ) হিদায়াত দেয়া কিংবা লাভ-ক্ষতি করার মালিক নন

এর পর বর্ণিত হয়েছে ঃ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا এর অর্থ হচ্ছে, বল ঃ আমি তোমাদের সকলের মতই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয়। আল্লাহর অন্যান্য বান্দা বা দাসের মত আমিও তাঁর একজন বান্দা বা দাস। তোমাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কোনই ক্ষমতা নেই, বরং সমস্ত কিছুর মীমাংসা বা ফাইসালা আল্লাহর কাছ থেকেই হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁকে রক্ষা করার অন্য আর কেহ নেই। অর্থাৎ তিনি (রাসূল) যদি আল্লাহর অবাধ্য হন তাহলে তাঁর (আল্লাহর) শাস্তি হতে তাঁকে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা।

দীনের প্রচার করাই ছিল রাসূলের (সাঃ) মূল কর্তব্য

বলা হয়েছে ঃ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ আমার পদমর্যাদা শুধু প্রচারক ও রাসূল হিসাবেই রয়েছে। কারও কারও মতে إِلَّا শব্দের ইসতিসনা বা স্বাত্যন্ত্র لَا

اَمْلِكُ এর সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ-ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের মালিক নই। আমিতো শুধু প্রচার করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি। আবার এও অর্থ করা যেতে পারে, আমাকে শুধু আমার রিসালাতের পালনই আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবেনা এবং শাস্তিও এড়াতে পারবেনা। যখন এই মুশরিক দানব ও মানবরা কিয়ামাতের দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে পারবে কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। অর্থাৎ কে একাত্মবাদে বিশ্বাসী মু'মিন, আর কে অবিশ্বাসী মুশরিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসাবেও কোন সাহায্যকারী থাকবেনা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য।

২৫। বল ঃ আমি জানিনা, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না কি আমার রাব্ব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?	٢٥. قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا
২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর	٢٦. عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا	অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা -
٢٧. إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا	২৭। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন -
٢٨. لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا	২৮। রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

রাসূল (সাঃ) জানতেননা যে, কখন কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি জনগণকে বলে দাও ঃ কিয়ামাত কখন হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এমন কি ওর সময় নিকটবর্তী কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা নেই। অধিকাংশ মূর্খ ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যমীনের ভিতরের জিনিসেরও খবর রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই আয়াতটি। এই রিওয়ায়াতের কোন মূল ভিত্তিই নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যাঁ, এর বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে। জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তাঁর নিকট এসে তাঁকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই, তেমনই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চৈঃস্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন হবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'কিয়ামাততো অবশ্যই হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তা বল দেখি?' লোকটি বলল ঃ 'আমার কাছে সালাত, সিয়ামের আধিক্য নেই, তবে এটা সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি থাকবে।' আনাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত বেশি খুশি হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশি খুশি হয়নি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০, বুখারী ৬১৬৭) এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) মানুষের মধ্য থেকেই হোক বা দানবের মধ্য থেকেই হোক, আল্লাহ যাকে যেটুকু চান অবহিত করে থাকেন। আবার এর আরও বিশেষত্ব এই যে, তার হিফাযাত এবং সাথে সাথে এই ইল্‌মের প্রসারের জন্য আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে তার আশেপাশে নিয়োজিত সদা রক্ষক মালাইকা।

لِيَعْلَمَ এর ضَمِيْر বা সর্বনামটি কারও কারও মতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সামনে ও পিছনে চারজন মালাইকা থাকতেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া যাহ্‌হাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবিবও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁরা তাঁদের রবের পয়গাম সঠিকভাবে তাঁর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। (আবদুর রাযযাক ৩/৩২৩) সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবাহও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আয়াতের ভাবার্থ হিসাবে একেই ইব্‌ন জারীর (রহঃ) অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী

২৩/৬৭৩) আল বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকূব (রহঃ) এ আয়াতটি لِيُعْلَمَ এভাবে পাঠ করতেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ জনগণ যেন জেনে নেয় যে, রাসূলগণ দা'ওয়াত দিয়েছেন। (বাগাভী ৪/৪০৬) আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যেন আল্লাহ নিজেই জেনে নেন। ইব্ন জাওযী (রহঃ) তার 'যাদ আল-মাসীর' গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর মালাইকাকে পাঠিয়ে তাঁর রাসূলদের হিফাযাত করে থাকেন, যেন তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন ও অহীর হিফাযাত করতে পারেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলাও জেনে নেন যে, তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ

আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১১) এ ধরনের আরও আয়াতসমূহ রয়েছে। আর এটাতো জানা বিষয় যে, কোন কিছু হওয়ার আগেই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, কি ঘটবে। এ জন্যই এখানে এর পরেই বলেন ঃ

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا *এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।*

সূরা জিন-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৩ ঃ মুয্যাম্মিল, মাক্কী — ٧٣ – سورة المزمل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২০, রুকূ ২) — (اَيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে বস্ত্রাবৃত!	١. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ
২। রাত জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।	٢. قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلاً
৩। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম।	٣. نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلاً
৪। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।	٤. أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلاً
৫। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।	٥. إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلاً ثَقِيلاً
৬। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।	٦. إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـًٔا وَأَقۡوَمُ قِيلاً
৭। দিনে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।	٧. إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيلاً
৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং	٨. وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ

একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।	إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا
৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।	٩. رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا

রাতের সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাতে কাপড় মুড়ি দিয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন এবং(রাতের) তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ হুকুম পালন করে গেছেন। তাহাজ্জুদের সালাত শুধু তাঁর উপর ফার্য ছিল। অর্থাৎ এ সালাত তাঁর উম্মাতের উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি কিংবা কিছু কম-বেশী। এবং এতে কম-বেশি করলে তোমার কোনই দোষ হবেনা।

কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমও বরাবর পালন করে এসেছেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরীতে সূরা পাঠ শেষ হত। (মুসলিম ১/৫০৭) ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আনাসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।' তারপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি اللّٰه, رَحْمَن এবং رَحِيْم শব্দের উপর মদ করেন অর্থাৎ ওগুলি দীর্ঘ করে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯)

ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াক্ফ করতেন বা থামতেন। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন, اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ে থামতেন اَلرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ এর উপর ওয়াক্ফ করতেন এবং مَــــلك يَوْمِ الدِّين পড়ে থামতেন।' (আবূ দাউদ ৪/২৯৪, তিরমিযী ৮/২৪১, আহমাদ ৬/৩০২)

আমরা এই তাফসীরের শুরুতে ঐ সব হাদীস আনয়ন করেছি যেগুলি ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে দেয়। যেমন ঐ হাদীসটি, যাতে রয়েছে ঃ কুরআনকে স্বীয় সুর দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কর এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৫১০, ৫২৭) আর আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলা ঃ 'তাকে দাউদের (আঃ) বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৭১০) এবং আবূ মূসা আশ-আরীর (রাঃ) এ কথা বলা ঃ 'আমি যদি জানতাম যে,

আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পাঠ করতাম।'

আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ কথা বর্ণনা করা ঃ 'বালুকার মত কুরআনকে ছড়িয়ে দিওনা এবং কবিতার মত কুরআনকে তাড়াহুড়া করে পাঠ করনা, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখ এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল কর। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়না।' ইমাম বাগাভী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (৮/২১৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবী ওয়াইল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোক এসে ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলল ঃ 'আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা (সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) গত রাতে একই রাক'আতে পাঠ করেছি।' তার এ কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'তাহলেতো সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মত তাড়াহুড়া করে পাঠ করেছ। ঐ সূরাগুলি আমার বেশ মুখস্থ আছে যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলিয়ে পড়তেন।' তারপর তিনি মুফাসসাল সূরাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম উল্লেখ করেন যেগুলির দু'টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক রাক'আতে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী হবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃহত্তের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক হবে। যেমন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা আমার উপর এমন ভারী বোধ হল যে, আমার ভয় হল না জানি হয়তো আমার উরু ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আপনি কিছু অনুভব করেন কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন গুনগুন শব্দ হয়। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে যাই। যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন

বোঝা স্বরূপ হয় যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।' (আহমাদ ২/২২২) এ হাদীসটি শুধু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'কখনও কখনও ইহা গুনগুন শব্দ রূপে আমার কাছে আসে এবং তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে অহী আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মালাইকা মানুষের রূপ ধরে আগমন করেন এবং তিনি যা বলতে থাকেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি।' আয়িশা (রাঃ) আরও বলেন ঃ 'আমি একবার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, তখন শীতকাল ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ছিল।' (ফাতহুল বারী ১/২৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার থাকতেন এবং ঐ অবস্থায়ই তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হত। তখন উষ্ট্রীর ঘাড় অহীর ভারে ঝুঁকে পড়ত। (আহমাদ ৬/১১৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) এও বলেন যে, অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ায় যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে।

রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতের মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا *নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।* উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত রাতকেই *نَاشِئَة* (*নাশিয়াহ*) বলা হয়। (তাবারী ২৩/৬৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। যখন কোন ব্যক্তি রাতের সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তাকে *নাশা'আ* বলে। এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল ইশা সালাত আদায়ের পরের সময়। (তাবারী ২৩/৬৮২) আবূ মিযলাজ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) সালীম (রহঃ), আবূ হাজিম (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্নুল মুনকাদিরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৮৩) আসলে '*নাশিয়াহ*' হল '*নাশা'আ*' এর অংশবিশেষ। অর্থাৎ কিছু সময় বা ঘন্টা।

তাহাজ্জুদ সালাতের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে যায়। তিলাওয়াতের যে শব্দগুলি মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দিনের তুলনায় রাতের নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গেঁথে যায়। কেননা দিন হল কোলাহল ও অর্থ উপার্জনের সময়।

হাফিয আবূ ইয়ালা আল মাওসিলী (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল যাওহারী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবূ উসামা (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, আল আমাশ (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَصْوَبُ قِيلًا** (বুঝতে পারার জন্য এবং সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য রাতের জাগরণ উত্তম।) তখন এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমরাতো এভাবেই পাঠ করি **أَقْوَمُ قِيلًا** আনাস (রাঃ) তাকে বললেন '*আসওয়াব*', '*আকওয়াম*' এবং '*আহ্‌ইয়াহ*' এই শব্দগুলি সমার্থ বোধক। (আবূ ইয়ালা ৭/৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (হে নাবী)! দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি শুয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশি বেশি নাফল আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করতে পার। অতএব রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। এ হুকুম ঐ সময় ছিল যখন রাতের সালাত ফার্‌য ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং হালকা করণের জন্য রাতের কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেন ঃ তোমরা রাতের অল্প সময় কিয়াম কর। এই ফরমানের পর আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) **إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ** হতে **فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) পর্যন্ত পাঠ করলেন। তাঁর এ উক্তিটি সঠিকও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রহঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং মাদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন এই উদ্দেশে যে, তিনি তাঁর সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেন এবং তিনি রোমকদের সাথে লড়াই করতে থাকবেন। অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। মাদীনায় পৌঁছে তিনি তাঁর কাওমের লোকদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তার এই সংকল্পের কথা শুনে তারা বললেন ঃ তাহলে শুনুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আপনারই কাওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিবে এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি বিক্রি করে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ 'আমি কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নই? খবরদার! এ কাজ করনা।' এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এ হাদীস শুনে সাঈদ (রহঃ) তার ঐ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তার কাওমের লোকদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।' তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে চলে এলেন। স্বীয় জামা'আতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমি এখান থেকে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত আদায় করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ মাসআলাটি আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস কর। তুমি তার কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেও। আমি তখন হাকীম ইব্ন আফলাহর (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আমাকে একটু আয়িশার (রাঃ) কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন ঃ 'আমি তার কাছে যেতে ইচ্ছুক নই। আমি তাকে দুই বিবাদমান দলের (আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) ব্যাপারে মন্তব্য করতে কিংবা জড়িত হতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনেননি এবং দুই বিবাদমান দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন।' এমতাবস্থায় আমি আল্লাহর শপথ করে আমার সাথে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। ফলে তিনি আমাকে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আমরা তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আয়িশা (রাঃ) হাকীমের (রাঃ) গলার স্বর শুনেই তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন ঃ 'এ কি সেই হাকীম যাকে আমি চিনি?' তিনি জবাব দিলেন ঃ

'হ্যাঁ, আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রাঃ)।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার সাথে যে আছে সে কে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তিনি সাঈদ ইব্ন হিশাম।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কোন হিশাম, আমিরের ছেলে হিশাম কি?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, আমিরের ছেলে হিশাম।' এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) আমিরের (রাঃ) জন্য রাহমাতের দু'আ করলেন এবং বললেন ঃ 'আমির (রাঃ) খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।' আমি (সাঈদ) তখন আরয করলাম ঃ 'হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কি কুরআন পড়নি?' আমি উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ, পড়েছি বটে। তিনি তখন বললেন ঃ 'কুরআনই তাঁর চরিত্র।' আমি তখন তার নিকট হতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার। আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কি সূরা মুযযাম্মিল পড়নি?' আমি জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে শোন। সূরার এই প্রথম ভাগে রাতের কিয়াম (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা) ফার্য করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের সালাত ফার্য হিসাবে আদায় করতেন। এমন কি তাঁদের পা ফুলে যেত। বারো মাস পরে এই সূরার শেষের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ ভার লাঘব করে দেন। তাহাজ্জুদের সালাতকে তিনি ফার্য হিসাবে না রেখে নাফল হিসাবে রেখে দেন।'

এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত আদায় করার ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাতের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি তখন বললেন ঃ শোন! (রাতে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মিসওয়াক, উযূর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে দিতাম। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা হত তিনি ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও উযূ করতেন এবং আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে তাশাহহুদের জন্য বসতেননা। আট রাক'আত পূর্ণ করার পর তিনি আত্যাহিয়্যাতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিক্র করতেন, দু'আ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন। আর নবম রাক'আত

পড়ে যিক্র ও দু'আ করতেন এবং উচ্চ শব্দে সালাম ফিরাতেন। ঐ শব্দ আমরাও শুনতে পেতাম। তারপর বসে বসেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। হে আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো রাক'আত হল। অতঃপর যখন তাঁর বয়স বেশি হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় তখন থেকে তিনি সাত রাক'আত বিত্র আদায় করে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে বসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। সুতরাং হে প্রিয় বৎস! এটা নয় রাক'আত হল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সালাত আদায় করতে শুরু করতেন তখন তা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাতে ঐ সালাত আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় বারো রাক'আত আদায় করে নিতেন। আমার জানা নেই যে, তিনি সম্পূর্ণ কুরআন রাত থেকে শুরু করে সকাল হওয়ার মধ্যে পাঠ করে শেষ করেছেন এবং রামাযান ছাড়া অন্য কোন পূরা মাস সিয়াম পালন করেছেন।' অতঃপর আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) নিকট হতে বিদায় নিয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এলাম এবং তাঁর সামনে সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ 'আমিও যদি তাঁর কাছে যেতে পারতাম তাহলে তিনি আমাকে না বলা পর্যন্ত এবং তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত আমি তার কাছে অবস্থান করতাম। (মুসলিম ১/৫১২) মুসনাদ আহমাদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (৬/৫৩)

আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাঁদের পা ও পায়ের রগগুলি ফুলে যায়। অতঃপর فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০) অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা শান্তি পান। (তাবারী ২৩/৬৭৯) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীরও (রহঃ) উক্তি এটাই। (তাবারী ২৩/৬৮০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলির হুকুম অনুযায়ী মু'মিনগণ রাতের কিয়াম শুরু করেন, কিন্তু তাঁদের খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়া করেন এবং عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى হতে مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন এভাবে তাঁদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সংকীর্ণতা দূর করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/৬৭৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কারবার হতে অবসর লাভ করে প্রশান্তির সাথে খুব বেশি বেশি তাঁর যিক্র করতে থাক, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا এর অর্থ হচ্ছে তুমি মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং তাঁর কাজেই নিজকে নিয়োজিত রাখ। (তাবারী ২৩/৬৮৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে '*মুতাবাত্তিল*' বলা হয়। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম تَبَتَّلْ অর্থাৎ সংসার ধর্ম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দীন ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে নিষেধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/১৯, মুসলিম ২/১০২, তাবারী ২৩/৬৮৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا আল্লাহই হলেন মালিক ও ব্যবস্থাপক। পূর্ব ও পশ্চিম সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি যেমন এই আল্লাহরই ইবাদাত করছ, তেমনই একমাত্র তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়ে যাও। তাঁকেই তোমার অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর এবং তাঁরই উপর আস্থা রেখ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২৩) এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) এই অর্থের আরও বহু আয়াত রয়েছে যে, ইবাদাত, আনুগত্য এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

১০। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করে চল।	١٠. وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।	١١. وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
১২। আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।	١٢. إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا
১৩। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।	١٣. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا
১৪। সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।	١٤. يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا
১৫। আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম	١٥. إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ رَسُولاً	ফিরাআউনের নিকট।
١٦. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذًا وَبِيلاً	১৬। কিন্তু ফির‘আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।
١٧. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا	১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে?
١٨. ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولاً	১৮। যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

কাফিরদের অন্যায় আচরণের জন্য রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা’আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজ্ঞ ও মূর্খ কাফিরদের বিদ্রুপাত্মক কথার উপর ধৈর্য ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেন ঃ তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই এমন অবস্থার উপর ছেড়ে দাও যাতে তারা তোমাকে দোষারোপ করতে না পারে। তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিব। আমার গযব ও ক্রোধের সময় দেখব কি করে তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং কিছু দিনের জন্য অবকাশ দাও। তারপর দেখে নিও, আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করি। অল্প কিছু দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকুক। পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) কেমন আযাব? এমন কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংখল পরিয়ে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবেনা এবং উপরেও উঠবেনা। আরও নানা প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়ে যাবে। যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কারও কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবেনা। যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যেখানে কোন উঁচু-নীচু, পাহাড়-পর্বত পরিলক্ষিত হবেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا তাঁর কাছে রয়েছে মানুষকে পোড়ানোর জন্য আগুনের বেড়ি। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদাহ (রহঃ), আবূ ইমরান আল জাউনী (রহঃ), আবূ মিযলাজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলাইমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌নুল মুবারাক (রহঃ), আশ শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৯০, ৬৯১; দুররুল মানসুর ৮/৩১৯)

ফির'আউনীদের কাছে প্রেরিত রাসূলের মত আমাদের নাবীও (সাঃ) একজন রাসূল

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা ফাসিক ও অন্যান্যদের বলেন ঃ **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ... كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا** হে লোকসকল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রাসূল পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন আমি ফির'আউনের নিকট আমার আহকাম পৌঁছানোর জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফির'আউন যখন তাকে অমান্য করল তখন আমি তাকে কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তাতো তোমাদের জানা আছে।

আল্লাহ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। যেমনটি তিনি নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৫) সুতরাং আমার এই নাবীকে যদি তোমরা অমান্য কর তাহলে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবেনা। তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে দেয়া হবে। কেননা এই রাসূল ইমরানের পুত্র মূসার চেয়েও আদর্শবান এবং সমস্ত রাসূলের নেতা। সুতরাং তাকে অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়।

বিচার দিবসের ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। ইবন মাসউদের (রাঃ) পঠনের উল্লেখ করে ইব্ন জারীর (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে বলতো ঐ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরূপে মুক্তি পেতে পার যে দিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে? (তাবারী ২৩/৬৯৪) সুতরাং এর প্রথম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ তোমরা যদি অবিশ্বাসী হও তাহলে কিয়ামাতের বিভীষিকা হতে কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে? দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ তোমরা যদি এত বড় ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কর তাহলে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম হলেও প্রথম অর্থটিই বেশি উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'এটা হল কিয়ামাতের দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ 'তোমার সন্তানদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে পাঠাও।' তখন আদম (আঃ) বলবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! কতজন?' আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ প্রতি হাজারের মধ্য হতে নয়শ' নিরানব্বই জন।'

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ঐ দিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য। ওটা সংঘটিত হবেই। ঐ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই এবং ওটার মুখোমুখি না হওয়ারও কোন উপায় নেই।

১৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক!	١٩. إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا
২০। তোমার রাব্বতো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারনা, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। সালাত কায়েম	٢٠. إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ۙ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ	কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এটি এমন সূরা যাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সূরাটি জ্ঞানীদের জন্য সরাসরি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। যে কেহ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই রবের মর্জি হিসাবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার সফলতা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩০)

তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর ছাড় দেয়া

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এবং তোমার সাহাবীগণের একটি দল যে কখনও কখনও দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনও কখনও অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করে থাক এবং তাহাজ্জুদের সালাতে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। অবশ্য তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারছনা। কেননা এটা খুবই কঠিন কাজ। দিন ও রাতের সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে থাকেন। কারণ কখনও দিন ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনও রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় এবং কখনও দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা

জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং এখন থেকে তোমরা রাতের সালাত ততটাই আদায় কর যতটা তোমাদের জন্য সহজ। কোন সময় নির্দিষ্ট থাকলনা যে, এতটা সময় কাটানো ফার্‌য। এখানে কিরা'আত দ্বারা সালাত অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলে রয়েছে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ আয়াতটি, বরং পূরা সূরাটি মাক্কী। এটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় জিহাদ ছিলনা, বরং মুসলিমরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলিমরা পরবর্তীকালে পুরাপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত হয়েছেন, সুতরাং এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের একটা বড় ও স্পষ্ট নির্দশন। উপরোক্ত ওযরগুলির কারণে মুসলিমরা রাতের কিয়ামের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ তোমরা কুরআন থেকে আবৃত্তি করতে থাক যতক্ষণ তা তোমাদের সালাতের জন্য আবৃত্তি করা সহজতর হয়। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা ফার্‌য সালাতের হিফাযাত কর এবং ফার্‌য যাকাত আদায় কর। এ আয়াতটি ঐ বিজ্ঞজনদের দলীল যাঁরা বলেন যে, মাক্কায়ই যাকাত ফার্‌য হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি ইত্যাদির বর্ণনা মাদীনায় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতে সকল মু'মিনদের রাতের কিয়ামের হুকুম সম্বলিত

আয়াতকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছে। (তাবারী ২৩/৬৭৯, ৬৮০; দুররুল মানসুর ৮/৩২২) ইহা সহীহায়িনের হাদীস হতে প্রমাণিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য।' লোকটি প্রশ্ন করে ঃ 'এ ছাড়া কি অন্য কোন সালাত আমার উপর ফার্‌য আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, তবে তুমি নাফল হিসাবে আদায় করতে পার।' (ফাতহুল বারী ১/১৩০, মুসলিম ১/৪১)

সাদাকাহ প্রদান ও উত্তম কাজ করার তাগিদ

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে থাক, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। পৃথিবীর জীবন যাপন ও জাক-জমকতার জন্য তোমরা যে অর্থ ব্যয় করে থাক তা হতে ওটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর।

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালবাসে?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালবাসে।' তিনি বললেন ঃ 'যা বলছ চিন্তা করে বল।' তাঁরা বললেন ঃ 'হে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো এটা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি যা (আল্লাহর পথে) খরচ করবে তা শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে যাবে তা'ই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।' (আবূল ইয়ালা ৯/৯৭) সহীহ বুখারী ও সুনান নাসাঈতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২৬৪, নাসাঈ ৬/২৩৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ঐ ব্যক্তির উপর যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা মুয্যাম্মিল -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৪ ঃ মুদ্দাস্সির, মাক্কী ٧٤ – سورة المدثر، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৬, রুকূ ২) (اٰيَاتُهَا : ٥٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!	١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ
২। উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।	٢. قُمۡ فَأَنذِرۡ
৩। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।	٣. وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ
৪। তোমার পরিচ্ছদ পরিস্কার রাখ।	٤. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ
৫। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।	٥. وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ
৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা।	٦. وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ
৭। এবং তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্য ধর।	٧. وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ
৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে -	٨. فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ
৯। সেদিন হবে এক সংকটের দিন -	٩. فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ
১০। যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়।	١٠. عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ غَيۡرُ يَسِيرٖ

সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা ছিল 'পড়'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবূ সালামাহকে (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ায় যে দীর্ঘ বিরতি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ 'একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক হতে একটা শব্দ শুনতে পেলাম! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে মালাক/ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য (ভয়ে) দ্রুত চলতে থাকি, কিন্তু মাটিতে পড়ে যাই। এর পর বাড়ী এসেই বললাম ঃ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হতে قُمْ فَأَنذِرْ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১, মুসলিম ১/১৪৩)

এটি সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছে ঃ 'ইনি ঐ মালাক/ফেরেশতা যিনি হেরা পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন।' অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ), যিনি তাঁকে সূরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলি গুহার মধ্যে পাঠ করিয়েছিলেন ঃ

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ. خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ. ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ. عَلَّمَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ১-৫)

এরপর কিছু দিনের জন্য তাঁর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তাঁর যাতায়াত আবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বলেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার কাছে কিছু দিন অহী আসা বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি যখন হেটে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে

একটি শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং ঐ মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার কাছে পূর্বে এসেছিলেন। তিনি একটি চেয়ারে বসা ছিলেন যা ছিল আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। আমি তার থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটু পরেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদেরকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! তখন তারা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করল। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ এ আয়াতগুলি নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি যুহরীর (রহঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৩/৩২৫, ফাতহুল বারী ১/৩৭, মুসলিম ১/১৪৩)

ইমাম তাবারানী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাহ কুরাইশদের জন্য একটি খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এই লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের কার কি মতামত রয়েছে? কেহ বলল যে, তিনি যাদুকর। তখন অন্যরা বলল ঃ না, তিনি যাদুকর নন। কেহ বলল ঃ তিনি গণক। আবার অন্যরা বলল ঃ না, তিনি গণকও নন। কেহ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করল। কিন্তু অন্যরা বলল যে, তিনি কবিও নন। তাদের কেহ কেহ এই মন্তব্য করল যে, তিনি যাদু শিক্ষা করেছেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তিনি ঐ যাদু শিক্ষা লাভ করেছেন যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি কাপড় দ্বারা তাঁর মাথা ঢেকে নেন এবং সমস্ত শরীরকেও বস্ত্রাবৃত্ত করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (তাবারানী ১১/১২৫) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সত্তা হতে, জাহান্নাম হতে এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর।

প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী রূপে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই অহী দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর বলেন ঃ

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর অর্থ হচ্ছে, তুমি যে পোষাক পরিধান করছ তা যেন অবৈধ আয়ের অর্থে ক্রয় করা না হয়।

কেহ কেহ এ অর্থ করেছেন যে, এর অর্থ হল অবাধ্যতার লক্ষণ হিসাবে পোষাক পরিধান করনা। (তাবারী ২৪/১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরীন (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে পানি দ্বারা তোমার কাপড় পরিস্কার কর। (তাবারী ২৪/১১) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তিপূজকরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতনা, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন নিজেকে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১২)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ নিজের অন্তরকে ও নিয়াতকে পরিষ্কার রাখ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব কারাযী (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তোমার চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ প্রতিমা বা মূর্তি হতে দূরে থাক। (তাবারী ২৪/১৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) বলেন যে, رُجْزَ এর অর্থ হল প্রতিমা বা মূর্তি। (তাবারী ২৪/১৩) ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাফরমানী পরিত্যাগ কর। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করনা। আল্লাহতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার আশায় তুমি দান করনা। খুসাইফ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করনা। (তাবারী ২৪/১৬) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর। (তাবারী ২৪/১৬) এটি মুজাহিদের (রহঃ) ভাষ্য। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর খুশির জন্য তুমি যে দান করেছ সেই জন্য ধৈর্য ধারণ কর। (বাগাবী ৪/৪১৪)

বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) শা'বি (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ বলেন যে, نَاقُورِ শব্দ দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল শিং-এর আকার বিশিষ্ট। (তাবারী ২৪/১৮) ইব্ন হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবূ সাঈদ আল আশায (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ)

তাদেরকে মুতাররিফ (রহঃ) হতে, তিনি আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ‘আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিংগাধারণকারী মালাক/ফেরেশতা নিজের মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুঁকিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন হুকুম হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমাদেরকে আপনি কি করতে উপদেশ দিচ্ছেন?’ জবাবে তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা নিম্নের কালেমাটি বলতে থাকবে ঃ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি।’ (আহমাদ ৩২৬)

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

বর্ণিত আছে যে, যারারাহ ইব্ন আওফা (রহঃ) বসরার কাযী ছিলেন। একদা তিনি তাঁর মুক্তাদীদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতে তিনি এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে যখন তিনি فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল যে, তার প্রাণ তার দেহ-পিঞ্জির থেকে বেরিয়ে গেছে! আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! (হাকিম ২/৫০৭)

১১। আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।	١١. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

১২। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ।	١٢. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا
১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।	١٣. وَبَنِينَ شُهُودًا
১৪। এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ।	١٤. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا
১৫। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই।	١٥. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
১৬। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।	١٦. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا
১৭। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।	١٧. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا
১৮। সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।	١٨. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
১৯। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল!	١٩. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২০। আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল!	٢٠. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২১। সে আবার চেয়ে দেখল।	٢١. ثُمَّ نَظَرَ
২২। অতঃপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	٢٢. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

২৩। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল।	٢٣. ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ
২৪। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।	٢٤. فَقَالَ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّا سِحۡرٌ يُؤۡثَرُ
২৫। এটাতো মানুষের কথা।	٢٥. إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ
২৬। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ।	٢٦. سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ
২৭। তুমি কি জান সাকার কি?	٢٧. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ
২৮। উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা।	٢٨. لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ
২৯। ইহাতো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে।	٢٩. لَوَّاحَةٌ لِّلۡبَشَرِ
৩০। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী।	٣٠. عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ

যারা কুরআনকে যাদু বলে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর ঐ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন, যাদেরকে তিনি দুনিয়ায় অসংখ্য নি‘আমাত দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর নি‘আমাতসমূহের শোকর গুজারী করছেনা, বরং তারা অবিশ্বাসীদের সাথে ভালবাসা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং দাবী করছে যে, উহা মানুষের রচিত বাক্য। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ এবং না ছিল কোন সন্তান-সন্ততি। সঙ্গে তার কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারও কারও মতে লক্ষ দীনার, আবার কেহ কেহ বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। তাকে অনেক সন্তান দান করা হয়েছিল। সুদ্দী (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) এবং আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, তারা ছিল তেরোটি সন্তান। (দুররুল মানসুর ৮/৩২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে দশটি সন্তান দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২৪/২১) তারা সবাই তার পাশে বসে থাকত। চাকর-বাকর, দাস-দাসী তার জন্য কাজ-কর্ম করত এবং সে আনন্দ-স্ফূর্তি করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন করত। মোট কথা, তার ধন-দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। তবুও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ হতনা। সে আরও বেশি কামনা করত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا এখন কিন্তু আর এরূপ হবেনা। সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও আমার নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, '*সাঊদ*' হল জাহান্নামের এক কংকরময় ভূমির নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৩৩১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সাঊদ হল জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর যার উপর জাহান্নামীকে বেয়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ হল ঃ আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করব। (তাবারী ২৪/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন শাস্তি যা হতে কখনও বিরতি লাভ করা যাবেনা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ জন্যই করেছি যে, সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা স্থির করে নিচ্ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে!

অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ঃ অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! সে

কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা করার পর ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে ও দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্র বর্ণনা করছে এবং ওটাই মানুষকে শোনাচ্ছে। সে বলছে ঃ এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটাতো মানুষেরই কথা।

যার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মাখযূমী, যে কুরাইশদের নেতা ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঘটনাটি হল ঃ একদা এই অপবিত্র ওয়ালীদ আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এলো এবং তাঁর নিকট হতে কুরআনুল হাকীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আবূ বাকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওখান থেকে বের হয়ে সে কুরাইশদের সমাবেশে গিয়ে হাযির হল এবং বলতে লাগল ঃ 'হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর শপথ! ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস আল্লাহর কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।' কুরাইশরা তার এ কথা শুনে নিজেদের মধ্যে প্রমাদ গুণতে থাকে এবং বলে ঃ 'এ যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে কুরাইশদের একজনও মুসলিম হতে বাকী থাকবেনা।' আবূ জাহল খবর পেয়ে বলল ঃ 'তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা। দেখ, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম হতে বিমুখ করে দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের বাড়ীতে গেল এবং তাকে বলল ঃ 'আপনার কাওম আপনার জন্য চাঁদা ধরে বহু অর্থ জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায়।' এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল ঃ তাদের চাঁদা ও দানের আমার কি প্রয়োজন? সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।' আবূ জাহল বলল ঃ 'হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে যে, আপনি যে আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের আশায়।' এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল ঃ 'আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে এসব গুজব রটেছে তাতো আমার মোটেই জানা ছিলনা? আচ্ছা, এখন আমি শপথ করে বলছি যে, আর কখনও আমি আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলে তাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।' এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا হতে لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/২৪, হাকিম ২/৫০৭, বাইহাকী ২/১৯৮, ১৯৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল ঃ 'কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, ওটা কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করল! (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১৬) তিনি আরও বলেন ঃ

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ২২) (তাবারী ২৪/২৫) আল্লাহ বলেন ঃ

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ আমি তার চর্তুদিক '*সাকার*' দ্বারা গ্রাস করাব। এই আয়াতটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হল বান্দাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়া এবং বিষয়টি যে অবশ্যম্ভাবি তা বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ঐ সাকারে পতিত ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে এতটুকু ছাড় দেয়া হবেনা এবং অবসরও দেয়া হবেনা। এরপর আল্লাহ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিব যা অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির আগুন যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে। আবার এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ শাস্তি না তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে, আর না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এই জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে রয়েছে

ঊনিশ জন প্রহরী। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র থাকবেনা।

৩১। আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে ঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।	٣١. وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ
৩২। কক্ষনো না, চন্দ্রের শপথ!	٣٢. كَلَّا وَٱلْقَمَرِ
৩৩। শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে।	٣٣. وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

৩৪। শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল।	٣٤. وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ
৩৫। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম।	٣٥. إِنَّهَا لَإِحۡدَى ٱلۡكُبَرِ
৩৬। মানুষের জন্য সতর্ককারী।	٣٦. نَذِيرًا لِّلۡبَشَرِ
৩৭। তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য।	٣٧. لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَتَقَدَّمَ أَوۡ يَتَأَخَّرَ

জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً শাস্তির কাজের উপর এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি মালাইকাকে নিযুক্ত করেছি, যারা নির্দয় ও কঠোর ভাষী। এ কথার দ্বারা কুরাইশদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবূ জাহল বলে ঃ ‘হে কুরাইশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর জয় লাভ করতে পারবেনা?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমি জাহান্নামের প্রহরী করেছি মালাইকাকে। তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও যাবেনা এবং ক্লান্ত করাও যাবেনা।

এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইব্ন উসায়েদ ইব্ন খালফ, বলে ঃ ‘হে কুরাইশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের উনিশ জন প্রহরীদের) দু’জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার জন্য আমি একাই যথেষ্ট।’ সে ছিল বড় আত্মগর্বী এবং সে খুব শক্তিশালীও ছিল। তার শক্তি এত বেশি ছিল যে, সে যদি একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াত এবং দশজন লোক তার পায়ের নীচ হতে ঐ চামড়াকে বের করার জন্য জোরে টান দিত তাহলে চামড়া ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তথাপি তার পায়ের নিচ থেকে চামড়া সরানো যেতনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা স্বরূপই ছিল। এক দিকে কাফিরদের কুফরীর দরজা খুলে যায় এবং অপর দিকে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সত্য। কেননা তাদের কিতাবেও এই সংখ্যাই ছিল। তৃতীয়তঃ এর ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। মু'মিন ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিরেরা বলে উঠল ঃ আল্লাহ তা'আলা এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি হিকমাত রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এ ধরণের কথা দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। আল্লাহর এ সমুদয় কাজই হিকমাত ও রহস্যে পরিপূর্ণ।

আল্লাহ ছাড়া তাঁর বাহিনী সম্পর্কে অন্য কারও জ্ঞান নেই

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। এটা মনে করনা যে, তাদের সংখ্যা মাত্র ঊনিশই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা'মূরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে তাঁরা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। কিন্তু মালাইকার সংখ্যা এত অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার মালাইকা ঐ বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের আর ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা আসবেনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৪৬) এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ জাহান্নামের এই বর্ণনাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাতের এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেন ঃ এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় আরও বহু মনীষীর উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ. لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ এটা মানুষের জন্য সতর্ককারী বাণী, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য। অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে এই সতর্ক বাণীকে কবূল করে নিয়ে সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ করতে থাকবে।

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।	٣٨. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
৩৯। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়।	٣٩. إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ
৪০। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে -	٤٠. فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ
৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে,	٤١. عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ
৪২। তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে?	٤٢. مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ
৪৩। তারা বলবে ঃ আমরা সালাত আদায় করতামনা -	٤٣. قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ
৪৪। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতামনা,	٤٤. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ
৪৫। এবং আমরা আলোচনা-কারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম,	٤٥. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ
৪৬। আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম,	٤٦. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ
৪৭। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।	٤٧. حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা।	٤٨. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ
৪৯। তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?	٤٩. فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
৫০। তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ,	٥٠. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ
৫১। যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।	٥١. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ
৫২। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।	٥٢. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
৫৩। না ইহা হবার নয়, বরং তারাতো আখিরাতের ভয় পোষণ করেনা।	٥٣. كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ
৫৪। কখনও না, এটাতো উপদেশ মাত্র।	٥٤. كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ
৫৫। অতএব যার ইচ্ছা সে ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।	٥٥. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
৫৬। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।	٥٦. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেককেই তার আমলের উপর পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা জান্নাতের বাগানে শান্তিতে বসে থাকবে। তারা জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে দেখে তাদেরকে বলবে ঃ কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা উত্তরে বলবে ঃ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ আমরা আমাদের রবের ইবাদাত করিনি এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি, গরীব মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করিনি। অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মনে যা এসেছে তা’ই বলেছি। যেখানেই কেহকেও ভ্রান্ত পথে চলতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি এবং কিয়ামাতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে يَقِين দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু অর্থে يَقِين শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৯) উসমান ইব্ন মাযউনের (রাঃ) মৃত্যু সম্পর্কীয় হাদীসেও يَقِين শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

فَقَد جَاءَهُ الْيَقِيْنُ مِنْ رَّبِّه

‘তার রবের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।’ (বাইহাকী ৩/৪০৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। কেননা শাফাআতের যোগ্যতর ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু শাফাআত ফলদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু যার প্রাণ কুফরীর উপরই বের হয়েছে তার জন্য সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, তারা সত্য ধর্ম থেকে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন কোন বন্য বানরকে বনের কোন হিংস্র সিংহ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। (তাবারী ২৪/৪২) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) আলী ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইউসুফ ইব্ন মিহরান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আরাবীতে قَسْوَرَة (কাসওয়ারাহ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সিংহ। আবিসিনিয়ান ভাষায়ও একে 'কাসওয়ারাহ' বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় 'শের' এবং নাবতিয়াহ ভাষায় বলা হয় 'আওবা'। (তাবারী ২৪/৪২)

ফারসী ভাষায় যাকে شِيْر বলে, আরাবী ভাষায় তাকে اَسَد বা সিংহ বলে। আর হাবশী ভাষায় তাকে قَسْوَرَة বলা হয়। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এর অর্থ করেছেন ঃ মূর্তিপূজক কাফিরেরা চাচ্ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তাদেরকেও যেন অনুরূপ কিতাব প্রদান করা হয়। (কুরতুবী ১৯/৯০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪)

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ তারা চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৪৩)

কুরআন হল সবার জন্য উপদেশ ও সতর্ক বাণী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতের ভয় পোষণ করেনা। কারণ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই। সুতরাং যেটাকে তারা বিশ্বাসই করেনা সেটাকে ভয় করবে কি করে?

মহান আল্লাহ বলেন ঃ প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই হল সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩০, ৮১ ঃ ২৯) অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে ভয় করতে হবে এবং যে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার একমাত্র তিনিই মালিক। (তাবারী)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করা চলবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪) যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে বেঁচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে গেল।'

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৫ ঃ কিয়ামাহ, মাক্কী

٧٥ – سورة القيامة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪০, রুকূ ২)

(اَيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের।	١. لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ
২। আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।	٢. وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ
৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা?	٣. أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ
৪। বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম।	٤. بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ
৫। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়;	٥. بَلۡ يُرِيدُ ٱلۡإِنسَـٰنُ لِيَفۡجُرَ أَمَامَهُۥ
৬। সে প্রশ্ন করে ঃ কখন কিয়ামাত দিবস আসবে?	٦. يَسۡـَٔلُ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلۡقِيَـٰمَةِ
৭। যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।	٧. فَإِذَا بَرِقَ ٱلۡبَصَرُ
৮। এবং চক্ষু হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।	٨. وَخَسَفَ ٱلۡقَمَرُ

৯। যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে।	٩. وَجُمِعَ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ
১০। সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়?	١٠. يَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذٍ أَيۡنَ ٱلۡمَفَرُّ
১১। না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।	١١. كَلَّا لَا وَزَرَ
১২। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট।	١٢. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمُسۡتَقَرُّ
১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।	١٣. يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذِۢ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
১৪। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।	١٤. بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ
১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।	١٥. وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

কিয়ামাত দিবসে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার শপথ এবং অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় ওটা যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তাহলে ওর পূর্বে لَا এ কালেমাটি নেতিবাচকের গুরুত্বের জন্য আনয়ন করা বৈধ। এখানে শপথ করা হচ্ছে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামাত হবেনা। মহান আল্লাহ তাই বলছেন ঃ আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের এবং আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের শপথ এবং তিরস্কারকারী আত্মার শপথ দু'টিরই শপথ করছি। (তাবারী ২৪/৪৮) হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দু'টিরই শপথ করেছেন। যেমন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (কুরতুবী ১৯/৯১, দুররুল মানসুর ৮/৪৭)

কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত। نَفْس لَوَّامَة এর তাফসীরে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মু'মিনের নাফ্স উদ্দেশ্য। এটা সব সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন এটা খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? তবে হ্যাঁ, ফাসিকের নাফ্স সদা উদাসীন থাকে। তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নাফ্সকে তিরস্কার করবে? (কুরতুবী ১৯/৯৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ নাফ্স উদ্দেশ্য যা ছুটে যাওয়া জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা করে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলি ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই ভাবার্থ। তা এই যে, এটা ঐ নাফ্স যা সাওয়াবের স্বল্পতার জন্য এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে। (তাবারী ২৪/৫০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবনা? এটাতো তাদের বড়ই ভুল ধারণা। আমি ওগুলিকে বিভিন্ন জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিব এবং ওকে পূর্ণভাবে গঠন করব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্বরই আমি ওগুলি একত্রিত করব। আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা ছিল তার চেয়েও কিছু বেশি দিয়ে তাকে পুনরুত্থিত করতে পারব। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ মানুষ তার ইচ্ছা মত পাপ কাজে লিপ্ত থেকে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। বুকে আশা বেঁধে রয়েছে এবং বলছে ঃ পাপকাজ করেতো যাই, পরে তাওবাহ করে নিব। তারা কিয়ামাত দিবসকে, যা তাদের সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। সে পদে পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَة সে প্রশ্ন করে ঃ কখন কিয়ামাত দিবস আসবে? তার এ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাসতো এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? বল ঃ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, তরান্বিতও করতে পারবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৯-৩০) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৩) তারা ভয়ে ও ত্রাসে চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর থাকবেনা। কারণ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা মানুষকে ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখবে। অন্যরা শব্দটিকে '*বারাকা*' হিসাবে উচ্চারণ করেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় হতবুদ্ধি হওয়া, নতজানু হওয়া এবং অবমাননা হওয়া। এসব কিছুই হবে কিয়ামাত দিবসের আতঙ্কময় বিচারের কাজ প্রত্যক্ষ করার আশঙ্কার কারণে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ দু'টিকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (তাবারী ২৪/৫৭) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ১-২) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে وَجَمَعَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ রয়েছে।

মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে ঃ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ আজ পালানোর স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হবে ঃ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। এই দিন ঠাঁই হবে তোমার রবেরই নিকট। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ

যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা, আর না (তোমাদের পাপ) অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৭)

বিচার দিবসে প্রত্যেকের কাছে তাদের আমলনামা দেয়া হবে

ঘোষিত হচ্ছে ঃ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ লোকেরা জানতে পারবে যে, বিগত জীবনে তারা কি করেছে, তা জীবনের প্রথমেই হোক অথবা শেষেই হোক, তা প্রথম কাজটি হোক অথবা সর্বশেষ কাজটিই হোক, তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম হোক অথবা অনেক বড়ই হোক। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার চোখ-কান, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (তাবারী ২৪/৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে নিজেই তার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে যে, সে

অন্যদের দোষ-ত্রুটি দেখতে রয়েছে, আর নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, ইঞ্জিলে লিখিত রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের চোখের গাছের গুড়িসম অংশটাও দেখতে পাচ্ছনা?' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ** এর অর্থ হচ্ছে সে নিজকে বাঁচানোর জন্য নানা যুক্তি, অজুহাত তুলে ধরতে থাকবে, যদিও তার কর্মকান্ডের জন্য সে নিজেই উত্তম সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৬৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা প্রমাণ এবং নিরর্থক ওযর পেশ করবে, কিন্তু তার একটি ওযরও গৃহীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৬৫) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) মোট কথা, কিয়ামাতের দিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২)

وَأَلْقَوْا۟ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ

সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৭)

فَأَلْقَوُا۟ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ

অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৮)

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। ((সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৩) (তাবারী ২৪/৬৪) তারাতো শির্কের সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত দুষ্কর্মকেই অস্বীকার করবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের ঐ অস্বীকৃতি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা।

১৬। তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা।	١٦. لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।	١٧. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ
১৮। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।	١٨. فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ
১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।	١٩. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ
২০। না, তোমরা প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।	٢٠. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ
২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।	٢١. وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ
২২। সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে।	٢٢. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ
২৩। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।	٢٣. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
২৪। কোন কোন মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,	٢٤. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

২৫। এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।	২٥. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

কিভাবে রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী অবতীর্ণ হত

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি মালাক/ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করতেন। জিবরাঈল মালাক যখন অহীকৃত কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনিও তার সাথে সাথে মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ যখন মালাক অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি শুনতে থাকবে। অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাঁকে সান্ত না দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ হে নাবী! তোমার বক্ষে ওটা জমা করে দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা হুবহু পাঠ করিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমার। অনুরূপভাবে তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার। সুতরাং প্রথম অবস্থা হল মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হল পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হল বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া। তিনটিরই দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

তোমার প্রতি আল্লাহর অহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করনা এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ হে নাবী! সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাযিলকৃত মালাক ওটা পাঠ করে তখন তুমি ঐ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাক এবং তার পাঠ শেষ হলে পর পাঠ কর।

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ হত এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই তিনি মালাকের সাথে সাথে পড়তে থাকতেন এবং স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় নাড়াতে থাকতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নেড়ে দেখিয়ে দেন এবং তাঁর শিষ্য সাঈদও (রহঃ) নিজের উস্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নেড়ে তাঁর শিষ্যকে দেখান। ঐ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ হে নাবী! তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করনা। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন জিবরাঈল এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ রিওয়ায়াতটি রয়েছে। সহীহ বুখারীতে এও রয়েছে যে, যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকতেন এবং মালাক চলে যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন। (আহমাদ ১/৩৪৩, ফাতহুল বারী ১/৩৯, ৮/৫৪৭, ৫৫০, ৭০৭ ১৩/৫০৮; মুসলিম ১/৩৩০)

বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কারণ হল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. এই কাফিরদের কিয়ামাতকে অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে অমান্য করতে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করতে উদ্বুদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং আখিরাত বর্জন। অথচ আখিরাত হল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন।

পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ঐ দিন বহু লোক এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে ঃ ‘শীঘ্রই তোমাদের রাব্বকে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে। বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলি হাদীসের ইমামগণ নিজেদের কিতাবসমূহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে,

মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন তাদের রাব্বকে দেখতে পাবে। এ হাদীসগুলিকে কেহ মুছে ফেলতে পারবেনা এবং অস্বীকারও করতে পারবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি আমরা আমাদের রাব্বকে দেখতে পাব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা অসুবিধা হয় কি?' উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ 'জী না।' তখন তিনি বললেন ঃ 'এভাবেই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০, মুসলিম ১/১৬২, ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেই যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ ফাজরের সালাতে) এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ আসরের সালাতে) তোমরা কোন প্রকার অবহেলা করবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৯, মুসলিম ১/৪৩৯)

সহীহ মুসলিমে সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'তোমাদেরকে যদি আমি আরও কিছু অতিরিক্ত দিই তা তোমরা চাও কি?' তারা উত্তরে বলবে ঃ 'আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন্ জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?' তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত আর কিছুই চাওয়ার থাকবেনা যখন তারা তাদের আনন্দ ও ভালবাসার পাত্র আল্লাহকে দেখতে পাবে। এটাকেই زِيَادَة বলা হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) (মুসলিম ১/১৬৩)

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের মাইদানে মু'মিনদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হবেন। (মুসলিম ১/১৭৮)

এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে।

বিচার দিবসে কারও কারও মুখমন্ডল হবে কালো

ইহা হবে কিয়ামাত দিবসে খোলা মাঠে যখন সবাইকে উপস্থিত করা হবে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, ঈমানদারগণ খোলা মাঠে তাদের রাব্বকে তাকিয়ে দেখতে থাকবেন। অন্যরা বলেন যে, তারা (ঈমানদারগণ) জান্নাতে বসে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। হাসান (রহঃ) বলেন যে, 'সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে' এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কতকগুলি চেহারা সেদিন অতি সুন্দর দেখাবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

সেদিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ (উজ্জ্বল) এবং কতক মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৬) মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তিগুলিও অনুরূপ ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফির ও পাপাচারী। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৪২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ তারা হল ঐ সমস্ত পাপী ও অপরাধী যাদের মুখমন্ডল কিয়ামাত দিবসে হবে কালিমাচ্ছন্ন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হবে বিষন্ন। (তাবারী ২৪/৭৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হয়ে যাবে বিবর্ণ। (কুরতুবী ১৯/১১০) تَظُنُّ অর্থাৎ তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা

ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা ভাবতে থাকবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। মহিমান্বিত আল্লাহর এ উক্তিগুলিও ঐ রূপ ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে, কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৪)

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ. لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৫-৭)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। অবস্থান হবে সমুন্নত জান্নাতে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ৮-১০) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

২৬। যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে।	٢٦. كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ
২৭। এবং বলা হবে ঃ কে তাকে রক্ষা করবে?	٢٧. وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ
২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ।	٢٨. وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ
২৯। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে।	٢٩. وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ
৩০। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।	٣٠. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ

৩১। সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।	٣١. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ
৩২। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	٣٢. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
৩৩। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।	٣٣. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ
৩৪। তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	٣٤. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ
৩৫। আবার তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	٣٥. ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ
৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?	٣٦. أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى
৩৭। সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা?	٣٧. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ
৩৮। অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।	٣٨. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ
৩৯। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।	٣٩. فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ

ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ	
٤٠. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ	৪০। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

মৃত্যুর আলামত

এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! كَلَّا শব্দটিকে এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবে ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার খবরকে অবিশ্বাস করছ তা উচিত নয়, বরং তাঁর কাজ-কারবারতো তুমি দৈনন্দিন প্রকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছ। আর যদি এটা حَقًّا অর্থে নেয়া হয় তাহলেতো ভাবার্থ বেশি প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যখন তোমার রূহ্ তোমার দেহ থেকে বের হতে থাকবে এবং তোমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

পরন্তু কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা ফিরাওনা কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও! (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৮৩-৮৭) বলা হবে ঃ

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ কে তাকে রক্ষা করবে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি? আবূ কিলাবা (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কোন ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে?

কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদেরও (রহঃ) এটাই উক্তি। (তাবারী ২৪/৭৫) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। এর একটি ভাবার্থ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন হয়। তবে কারও উপর আল্লাহ রাহমাত করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। দ্বিতীয় ভাবার্থ ইকরিমাহ (রহঃ) হতে করা হয়েছে যে, একটি বড় ব্যাপার অন্য একটি বড় ব্যাপারের সাথে মিলিত হওয়া। বিপদের উপর বিপদ এসে পড়া।

তৃতীয় ভাবার্থ হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং মরণোন্মুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/৭৮) পূর্বে সেতো এই পায়ের উপর চলাফিরা করত, কিন্তু এখনতো তা মৃত এবং তাকে আর বহন করে চলবেনা। (কুরতুবী ১৯/১১২) মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে। রূহ্ আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে নির্দেশ দেন ঃ তোমরা এই রূহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। কারণ আমি তাদের সবাইকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতেই পুনর্বার তাদেরকে বের করব। যেমন এটা বারা (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টিই অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার

অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬১-৬২)

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ঐ কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে নিজের আকীদায় সত্যকে অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন মঙ্গলই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা। না সে আল্লাহর কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, আর না শারীরিকভাবে তাঁর ইবাদাত করত, এমনকি সে সালাতও কায়েম করতনা। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩৩)

وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ

যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ৩১) অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا. إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

সে তার স্বজনদের মধ্যেতো সহর্ষে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১৩-১৪) এর পরেই আল্লাহ বলেন ঃ

بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا

হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১৫)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেন ঃ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِه يَتَمَطَّى দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দম্ভ প্রকাশ করছ! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৯) এটা তাকে ঘৃণা ও ধমকের সুরে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। তিনি আরও বলেন ঃ

كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৬) অন্যত্র বলেন ঃ

فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ

অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত করতে থাক। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৫) আরও বলা হয়েছে ঃ

ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ

তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪০) এ সমুদয় স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে।

সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ জাহলকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীমে হুবহু এই শব্দগুলি অবতীর্ণ করেন। (নাসাঈ ৬/৫০৪)

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ফরমানের পর আল্লাহর ঐ দুশমন বলেছিল ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখ যে, তুমি ও তোমার রাব্ব আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা, এই দুই পাহাড়ের মাঝে চলাচলকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।’

কোন লোককে বিনা জবাবদিহিতায় ছেড়ে দেয়া হবেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবেনা? তাকে কোন হুকুম ও কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবেনা? এরূপ কখনও নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার জীবনে সে যে সমস্ত কাজ করছে তার কোনটাই হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবেনা, আর কাবরে শায়িত অবস্থায়ও সাওয়াল-জবাব থেকে রেহাই দেয়া হবেনা। বরং ইহজগতে তাকে যে আদেশ নিষেধ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে বিচার দিবসে তাকে প্রশ্ন করা হবে। এ কথা জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, যারা আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে গেছে, দীনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে এবং দীনের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করেছে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, কিয়ামাত অবশ্যম্ভবী। এখানে উদ্দেশ্য হল কিয়ামাতকে সাব্যস্ত করা এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা। এ জন্যই এর দলীল হিসাবে বলা হচ্ছে ঃ মানুষতো প্রকৃত পক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোঁটা ছাড়া কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় পরিণত হয়, এরপর মহান আল্লাহ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী। যে আল্লাহ এই তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরও বেশি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ। যেমন সূরা রূমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা কিয়ামাহ পাঠের পর দু'আ পাঠ

সুনান আবূ দাঊদে মূসা ইব্‌ন আবী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই সূরার أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন তখন তিনি বলেন, بَلَى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম। জনগণ তাকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা পাঠ করতে শুনেছি।'

সুনান আবূ দাউদেই আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ পাঠ করবে এবং أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৮) এই আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে যেন পাঠ করে ঃ بَلَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ('হ্যাঁ, আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন সাক্ষী)।' আর যে, ব্যক্তি لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এ সূরাটি পাঠ করবে এবং أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন সে بَلَى (হ্যাঁ) পাঠ করে। (আবূ দাঊদ ১/৫৪৯) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

সূরা কিয়ামাহ্-এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭৬ ঃ দাহ্‌র/ইনসান, মাদানী ٧٦ – سورة الإنسان، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩১, রুকূ ২) (اَيَاتُهَا : ٣١، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন ফাজরের সালাতে সূরা আলিফ-লাম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কাল-প্রবাহ মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা।	١. هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا
২। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।	٢. إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।	٣. إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৮৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার।

মানুষের মধ্যে কেহ কৃতজ্ঞ এবং কেহ হয় অকৃতজ্ঞ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তার কাছে খুলে দিয়েছি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথই প্রদর্শন করেছি। ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়্যাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের এরূপই তাফসীর করেছেন।

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا এখানে حَال হওয়ার কারণে شَاكِرًا এবং كَفُورًا এর উপর نَصَب বা যবর হয়েছে। এর ذُوالْحَال হল هَدَيْنَاهُ সর্বনামটি। অর্থাৎ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান।

যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে স্বীয় নাফ্‌সকে বিক্রিকারী হয়ে থাকে। হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে ধ্বংসকারী হয়।' (মুসলিম ১/২০৩)

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।	٤. إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًا وَسَعِيرًا
৫। সৎ কর্মশীলরা পান করবে মিশ্রিত পানীয় 'কাফুর' -	٥. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
৬। এমন একটি প্রস্রবনের যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবনকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারবে।	٦. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
৭। তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক।	٧. يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا
৮। তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।	٨. وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
৯। এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য	٩. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا

نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا	দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।
١٠. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسًا قَمۡطَرِيرًا	১০। আমরা আশংকা করি আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।
١١. فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةً وَسُرُورًا	১১। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।
١٢. وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا	১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।

মু'মিন ও মুশরিকদের আমলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর মাখলূকের মধ্যে যে কেহই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِذِ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسۡحَبُونَ. فِي ٱلۡحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسۡجَرُونَ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭১-৭২)

হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে

কাফুর। জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম 'কাফুর' যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা সুগন্ধি ও সুমিষ্ট পানি পান করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পূরের মত অথবা ওটা আসলই কর্পূর। এ ঝর্ণা পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবেনা। তারা তাদের বাগানে, মহলে, মাজলিসে, বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে ঐ পানি পৌঁছে দেয়া হবে।

تَفْجِير এর অর্থ হল প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা, যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৯০) অন্যত্র বলেন ঃ

وَفَجَّرْنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرًا

এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا** এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা ইচ্ছা করলে যেদিকে খুশি সেদিকে ইহার গতি পরিবর্তন করাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৩৬৯) শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যেখানে খুশি সেখানে তারা ইহার স্রোত বহাতে পারবে। (তাবারী ২৪/৯৫)

সৎ আমলকারীদের বর্ণনা

এখন এই লোকদের সাওয়াবপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ইবাদাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তাতো তারা যথাযথভাবে পালন করতই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ব নিজেরাই নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোও তারা পূরাপুরিভাবে পালন করত। অর্থাৎ তারা তাদের নযর/প্রতিশ্রুতিও পূরা করত। ইমাম মালিক (রহঃ) তালহা ইব্‌ন আবদুল মালিক আল আইলী (রহঃ) হতে, তিনি আল-কাসিম ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সে

পূরা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার প্রতিজ্ঞা করবে সে যেন তা পূরা না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে)।' (মুআত্তা ২/৪৭৬, ফাতহুল বারী ১১/৫৮৯)

আর তারা কিয়ামাত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে, যে দিনের ত্রাস সাধারণভাবে সবাইকেই পরিবেষ্টন করবে। সেই দিন সবার খারাপ কাজগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কারও প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ঐ দিন ত্রাস আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/৯৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا এই সৎকর্মশীল লোকগুলি আল্লাহর মহব্বতে হকদার লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে খরচ করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ

সম্পদের প্রতি আসক্তি এবং ওর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ওটা সে আল্লাহর পথে খরচ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭) অন্যত্র বলেন ঃ

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'উত্তম সাদাকাহ হল ঐ সাদাকাহ যা তুমি এমন অবস্থায় করছ যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছ, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, ধনী হওয়ার তোমার আকাংখা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার রয়েছে (এতদসত্ত্বেও তুমি সাদাকাহ করছ)।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪) অর্থাৎ মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে দান করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর বর্ণনা ও বিশেষণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর বন্দী সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন

যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম বা আহলে কিবলা বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৯৭) কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময়তো শুধু মুশরিক বন্দীরাই ছিল। (কুরতুবী ১৯/১২৯) এর প্রমাণ হল ঐ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তাঁরা যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের অপেক্ষা ঐ বন্দীদের প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখতেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার কারণে ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম ও মুশরিক সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। (তাবারী ২৪/৯৮) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করেছেন। গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে শেষ উপদেশে বলেন ঃ 'তোমরা সালাতের হিফাযাত করবে এবং তোমাদের অধীনস্তদের (গোলাম ও বাঁদীদের) সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' (নাসাঈ ৪/২৫৮) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলে ঃ

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! ঐ সৎ আমলের লোকেরা উপরোক্ত কথা মুখে প্রকাশ করেননা, বরং এটা তাদের মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে। (তাবারী ২৪/৯৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا এই পবিত্র দলটি খাইরাত ও সাদাকাহ করে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাঁচতে চায়, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকারময় এবং সুদীর্ঘ। তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন এবং ঐ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই সাওয়াবের কাজগুলি তাদের উপকারে আসবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, عَبُوْس এর অর্থ হল কঠিনতা এবং قَمْطَرِيْر এর অর্থ হল দীর্ঘতা। (তাবারী ২৪/১০০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ দিন কাফিরদের ভ্রু কুঞ্চিত হবে এবং তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে ঘাম বইতে থাকবে যা আলকাতরার মত হবে। (তাবারী ২৪/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদের ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে যাবে এবং মুখমন্ডলে ত্রাসের রেখা পরিস্ফুটিত হবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে। قَمْطَرِيْر শব্দের অর্থ হল ভয়ে ও ত্রাসে কপাল ও দুই চোখের মাঝে যা আছে তা সংকুচিত হওয়া। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও কঠিন দিন।

জান্নাতীদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য নি'আমাতের কিছু বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সেই দিনের দূরাবস্থার স্থলে তাদের হৃদয়ে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। এখানে কতই না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৩৯) এটা প্রকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকলে চেহারাও হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময়।

কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় আনন্দিত হলে তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং মনে হত যেন এক খন্ড চাঁদ। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩)

আয়িশার (রাঃ) দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্ল অবস্থায় আমার নিকট আগমন করেন, ঐ সময় তাঁর মুখমন্ডলের শিরাগুলি আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকাচ্ছিল (শেষ পর্যন্ত)।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফিরার জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার জন্য দিবেন রেশমী বস্ত্র।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর (রহঃ) সামনে هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ সূরাটি পাঠ করা হয়। পাঠকারী যখন وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, তাঁরা পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৩। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম ও অতিশয় শীত অনুভব করবেনা।	١٣. مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
১৪। উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।	١٤. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
১৫। তাদেরকে পরিবেশন করা হয়ে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে।	١٥. وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠
১৬। রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে।	١٦. قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
১৭। সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে যানযাবীল	١٧. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ

مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً	মিশ্রিত পানীয় -
١٨. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً	১৮। জান্নাতের এমন এক প্রসবণের যার নাম সালসাবীল।
١٩. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا	১৯। তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।
٢٠. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا	২০। তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।
٢١. عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا	২১। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।
٢٢. إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا	২২। অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

জান্নাতে উচ্চাসন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা

জান্নাতীদের নি'আমাতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবে। সূরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, اتِّكَأَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল শয়ন করা বা কনুই পেড়ে বসা বা চার জানু পেতে বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, اَرَائِك বলা হয় গদি আটা খাটকে।

অতঃপর এখানে আর একটি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবেনা কিংবা তারা অতিশয় শীতও বোধ করবেনা। অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ করবে। বরং সেখানে সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। জান্নাতী গাছের শাখাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের উপর ছায়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৪) গাছের ফলগুলি তাদের খুবই নিকটে থাকবে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৩) ইচ্ছা করলে তারা শুইয়ে শুইয়েই তা খেতে পারবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে গাছ থেকে তুলে নিবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও তুলে নিতে পারবে। কষ্ট করে গাছে চড়ার কোন প্রয়োজনই হবেনা। মাথার উপর ফলের ছড়া বা কাঁদি লটকে থাকবে। তুলে নিবে ও খাবে। দাঁড়ালে দেখবে যে, ডাল ঐ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুইয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরও নিকটে এসে গেছে। (তাবারী ২৪/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, না কাঁটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার কোন ঝামেলা রয়েছে। (তাবারী ২৪/১০৩)

এক দিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে

পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ঐ পানপাত্রগুলি পরিষ্কার ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত। (তাবারী ২৪/১০৫, ১০৬) ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে ঐ রৌপ্য ও কাঁচের পানপাত্রগুলির কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই।

পরিবেশনকারীরা পানপাত্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পানকারীরা যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই ঐ পানপাত্রগুলি পূর্ণ করা হবে। ঐ পানীয় পান করার পর কিছু বাঁচবেওনা, আবার তৃপ্তি সহকারে পান করতে গিয়ে তা কমেও যাবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন আবজা (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৪/১০৬, ১০৭; কুরতুবী ১৯/১৪১)

আদা মিশ্রিত এবং সালসাবিল পানীয়ের বর্ণনা

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا জান্নাতীরা এই সব দুস্প্রাপ্য পানপাত্রগুলিতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলি জানযাবিল (আদা) দ্বারা মিশ্রিত করে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফূরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে। তাহলে ভাবার্থ এই যে, কখনও ঠাণ্ডা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনও গরম পানি মিশ্রিত করা হবে যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায়। এটা সৎকর্মশীল লোকদের বর্ণনা। খাস ও নৈকট্যলাভকারী বান্দারাই এই নাহরের শরবত পান করবে।

ইকরিমাহর (রহঃ) মতে 'সালসাবীল' হল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ওটা সালসাবিল বলার কারণ এই যে, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। (াবারী ২৪/১০৮)

চির কিশোর ও আপ্যায়নকারীদের বর্ণনা

এই নি'আমাতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী অল্প বয়স্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমাতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এই জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন পরিবর্তন ঘটবেনা। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ

কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। এরচেয়ে বড় উপমা তাদের জন্য আর কিছু হতে পারেনা। তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমাতের জন্য সদা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا হে নাবী! তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। হাদীসে রয়েছে যে, সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ 'তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ।' (মুসলিম ১/১৭৩) এ অবস্থাতো হবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর। তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ তাদের দেহের আবরণ হবে উন্নত মানের সূক্ষ্ম রেশম ও ভেলভেট জাতীয় রেশম। سُندُسٍ হল ঐ উন্নত মানের রেশম যা খাঁটি ও নরম এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে। এই পোশাক হবে উপরে পরিধান করার জন্য জামা এবং শরীরের নিচের অংশের আবরণ হবে ভেলভেটের কাপড়ের তৈরী বস্ত্র। আর إِسْتَبْرَقَ অর্থ ভেলভেট জাতীয় কাপড় যা অতি উত্তম ও অতি মূল্যবান রেশম যাতে উজ্জ্বল্য থাকবে। এটা হল সৎলোকদের পোশাক। আর বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৩) এই বাহ্যিক ও দৈহিক নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا তাদের রাব্ব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় যা তাদের বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কলুষতাকে দূর করে দিবে। যেমন আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যখন জান্নাতীরা জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দু'টি ঝর্ণা দেখতে পাবে, যেন

ওর খেয়াল তাদের মনেই জেগেছিল। ওর একটির পানি তারা পান করবে। ফলে তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূর হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় সৌন্দর্যই তারা পূরা মাত্রায় লাভ করবে। (কুরতুবী ১৯/৪৭) অতঃপর তাদেরকে খুশি করার জন্য এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য বারবার বলা হবে ঃ

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্‌কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমরা যে (ভাল) আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) এখানেও বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কম আমলের বিনিময়ে বেশি প্রতিদান প্রদান করেছেন।

২৩। আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।	٢٣. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا
২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যের কোনো পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা।	٢٤. فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا
২৫। এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়।	٢٥. وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً

	وَأَصِيلًا
২৬। রাতের কিয়দংশ তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٢٦. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে তারা উপেক্ষা করে চলে।	٢٧. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
২৮। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।	٢٨. نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا
২৯। ইহা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।	٢٩. إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا
৩০। তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	٣٠. وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।	٣١. يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَۢا

ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল করা এবং রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে খাস অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে এই কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও। আমার ফাইসালার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাক। তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছে দিব। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا কাফির ও মুনাফিকদের কথার প্রতি তুমি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবেনা। তারা তোমাকে এই দা‘ওয়াতের কাজে বাধা দিলেও তুমি তাদের বাধা মানবেনা। বরং দা‘ওয়াতের কাজ তুমি নিয়মিত চালিয়ে যাবে। তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ন হবেনা। আমার সত্তার উপর তুমি ভরসা রাখবে। আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করব। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

آثِم বলা হয় দুষ্কর্মশীল নাফরমানকে। আর كَفُور হল ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর। আর রাতের কিয়দংশে তাঁর প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ. قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً. نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।' (সূরা মুয্‌যাম্মিল,৭৩ ঃ ১-৪)

দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগের আহ্বান

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখিরাতকে পরিত্যাগ করনা। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়ে ঐ ভয়াবহ দিন হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ সবারই সৃষ্টিকর্তা আমিই। সবারই গঠন সুদৃঢ় আমিই করেছি। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টিকরণের দলীল বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবে ঃ আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (তাবারী ২৪/১১৮, ১১৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

হে লোক সকল! যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩) অন্যত্র বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৯-২০)

কুরআন হল মানুষের জন্য উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ...

*আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত? ...*শেষ পর্যন্ত' (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা হিদায়াত লাভের যোগ্য পাত্র তাদের জন্য তিনি হিদায়াতের পথ সহজ করে দেন এবং হিদায়াতের উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্টতার পাত্র বানিয়ে নেয় তাকে তিনি হিদায়াত হতে দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক কাজেই তাঁর পূর্ণ নিপুণতা ও যুক্তি রয়েছে। يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং সরল সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। তাঁর হিদায়াতকে না কেহ হারিয়ে দিতে পারে এবং না কেহ তাঁর গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাঁর শাস্তি পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

সূরা ইনসান/দাহর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

মুরসালাত সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করার বিবরণ

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনার গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন এবং আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সাপটিকে মেরে ফেল।' আমরা তাড়াহুড়া করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে পালিয়ে গেছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছ।' (ফাতহুল বারী ৪/৪২) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি আমাশ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৫৫)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মা (উম্মে ফযল রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শোনেন। (আহমাদ ৬/৩৩৮)

অন্য হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরাটি পড়তে শুনে উম্মে ফযল (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।' (মুআত্তা ১/৭৮, ফাতহুল বারী ২/২৮৭, মুসলিম ১/৩৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর;	١. وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ عُرۡفًا

২। আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার;	٢. فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا
৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর;	٣. وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا
৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর।	٤. فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا
৫। এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ -	٥. فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا
৬। অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।	٦. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
৭। তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।	٧. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ
৮। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে,	٨. فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ
৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	٩. وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ
১০। এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে,	١٠. وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ
১১। এবং রাসূলগণের নিরূপিত সময় উপস্থিত হবে।	١١. وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ
১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?	١٢. لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
১৩। বিচার দিনের জন্য।	١٣. لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ
১৪। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি জান কি?	١٤. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ

ٱلۡفَصۡلِ	
১৫. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ	১৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ

কিছু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত শপথগুলি এসব গুণ বিশিষ্ট মালাইকার নামে করা হয়েছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا এর عُرْفًا *(উরফা)* এর অর্থ হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতা। আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতেই অন্য এক বর্ণনায় মাসরুক (রহঃ), আবূ দারদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন নাবী-রাসূলগণ। তারই অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি এর অর্থ করেছেন মালাইকা/ফেরেশতা। তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত'*, *'আন নাশিরাত'*, *'আল ফারিকাত'* এবং *'আল মুলকিয়াত'* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে মালাইকা।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) সালামাহ ইব্ন কুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল উবাইদাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, *'আল মুরসালাত উরফা'* এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন, ইহা হল বায়ু। (তাবারী) তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত'* *'আন্ নাশিরাত'* ইত্যাদিরও অর্থ হচ্ছে বায়ু। (তাবারী ২৪/১২৪, ১২৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ অর্থ করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) *'আল আসিফাত আসফা'* শব্দের ব্যাপারে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তিকে এবং যারা তার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি (ইব্ন জারীর) *'আন নাসিরাত নাসরা'* সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি যে, উহা মালাইকা নাকি বায়ু। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন *'আন নাসিরাত নাসরা'* শব্দের

অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। সঠিক উত্তর খুঁজে পাবার জন্য আমরা নিম্নের আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি ঃ

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭)

عَاصِفَات দ্বারাও বায়ুকে বুঝানো হয়েছে। (আরাবীয় ভাষায়) এর অর্থ করা হয় যে, এটা সামান্য জোরে প্রবহমান শব্দকারী বায়ু। **نَشِرَات** দ্বারাও উদ্দেশ্য হল বায়ু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেদিকে হুকুম করেন সেই দিকে মেঘমালাকে আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَالْفَارِقَات فَرْقًا. فَالْمُلْقِيَات ذِكْرًا. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا** *আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।*

ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মাসরুক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ **فَارِقَات** এবং **مُلْقِيَات** দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১২৮, ১২৯) এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। কারণ তারাই হলেন উত্তম বাণী বাহক যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যার দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। এই শপথগুলির পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ যে দিনের তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যে দিন তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ কাবর হতে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে, সৎ কাজের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এক সমতল

মাইদানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, সেই ওয়াদা নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা অবশ্যই হবে। যারা উত্তম আমল করেছে তাদেরকে ঐ দিন উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং যারা খারাপ আমলকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কঠোর শাস্তি দানের মাধ্যমে।

বিচার দিবসের আলামত

বলা হয়েছে فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ঐ দিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে এবং ওগুলির ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইন্ফিতার, ৮২ ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও থাকবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উন্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। ঐ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল এ জন্য যে, কিয়ামাতের দিন ফাইসালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৭-৪৮) ঐ দিনকেই এখানে ফাইসালার দিন বলা হয়েছে। ঐ দিনকে অস্বীকারকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ!

১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?	١٦. أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব।	١٧. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ
১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	١٨. كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ
১৯। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	١٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?	٢٠. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ
২১। অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।	٢١. فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ
২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।	٢٢. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ
২৩। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা।	٢٣. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ
২৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٤. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
২৫। আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে -	٢٥. أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا
২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য?	٢٦. أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا
২৭। আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।	٢٧. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءً فُرَاتًا
২৮। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٨. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ তোমাদের পূর্বেও যারা আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে আমি নির্মূল করেছি। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ তাদের পরে অন্যেরা এসেছে এবং তারাও অনুরূপ কাজ করছে, ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করব।

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করে থাকি। কিয়ামাতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে!

অতঃপর স্বীয় মাখলূককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের সামনে দলীল পেশ করছেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ তিনি তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল অতি নগণ্য জিনিস। যেমন সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে বিশর ইব্‌ন জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করে অপারগ মনে করলে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ ও নগণ্য) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি!' (আহমাদ ৪/২১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। অর্থাৎ ঐ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা ঐ পানির জমা হওয়ার জায়গা। ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি। অর্থাৎ ছয় মাস বা নয় মাস। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত নিপুণ স্রষ্টা আমি! এরপরেও যদি ঐ দিনকে বিশ্বাস না কর তাহলে বিশ্বাস রেখ যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ আমি যমীনের উপর কি এই সুযোগ দিইনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? শা'বী (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশ ধারণ করছে মৃতকে এবং বহির্ভাগ ধারণ করে আছে জীবিতদেরকে। (তাবারী ২৪/১৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ যমীন যাতে হেলে-দুলে না পড়ে তজ্জন্যে আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে বর্ষিত পানি এবং ঝর্ণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নি'আমাত প্রাপ্তির পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস কর তাহলে জেনে রেখ যে, এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনই কাজে আসবেনা!

২৯। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে।	٢٩. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
৩০। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।	٣٠. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ
৩১। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে।	٣١. لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغۡنِى مِنَ ٱللَّهَبِ
৩২। ইহা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ।	٣٢. إِنَّهَا تَرۡمِى بِشَرَرٍ كَٱلۡقَصۡرِ
৩৩। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।	٣٣. كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفۡرٌ
৩৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٤. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ
৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা।	٣٥. هَٰذَا يَوۡمُ لَا يَنطِقُونَ
৩৬। এবং তাদেরকে ওয্র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা।	٣٦. وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُونَ
৩৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٧. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ
৩৮। ইহাই ফাইসালার দিন, আমি একত্রিত করব তোমাদেরকে এবং	٣٨. هَٰذَا يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ۖ

جَمَعۡنَـٰكُمۡ وَٱلۡأَوَّلِينَ	পূর্ববর্তীদেরকে।
٣٩. فَإِن كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيدُونِ	৩৯। তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
٤٠. وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِينَ	৪০। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

কাফিরদেরকে তাদের গন্তব্যস্থল জাহান্নামে যেভাবে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

যে কাফিরেরা কিয়ামাতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অবিশ্বাস করত তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে ঃ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ তোমরা দুনিয়ায় যে শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতেনা তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি ভাগ হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুম্রও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়া নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা বা প্রখরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছেনা।

জাহান্নাম এত তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, ওর যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলি উড়ে যায় সেগুলি, ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে, এক একটা দুর্গের মত। (তাবারী ২৪/১৬৩) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিকের (রহঃ) মতে তা যেন বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত। (তাবারী ২৪/১৩৮)

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ *উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।* মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কালো উট। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকে সমর্থন করেছেন।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, গৃহ নির্মাণ করার জন্য আমরা যেন তিন হাত অথবা তারচেয়ে বড় কাঠ ব্যবহার করি। আমরা একে বলতাম '*আল কাসর*'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) جِمَالَتٌ صُفْرٌ এর অর্থ করেছেন জাহাজের রজ্জু বা রশি। জাহাজের রশি পেঁচিয়ে জড়ো করলে যেমন ওগুলি মানুষের শরীরের ভিতরের নাড়ি-ভূড়ির মত মনে হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫৫৬) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ঐ দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরেরা কথা বলতে পারবেনা এবং তাদেরকে কোন অজুহাত পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ আজকে অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবেনা এবং তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবেনা। কেননা তাদের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই।

কুরআনুল কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা ওযর ইত্যাদি পেশ করবে। অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবেনা। মোট কথা, হাশরের মাইদানের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন সময় ওটা হবে। এ জন্যই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে অবিশ্বাসকারীদের দুর্ভোগের খবর দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. এটাই ফাইসালার দিন। এখানে আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। এটা সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক সূচক বাণী। তিনি কিয়ামাতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেন ঃ

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ তোমরা এখন নীরব রয়েছ কেন? আজ তোমাদের চালাকী-চতুরতা, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত কোথায় গেল? দেখ, আজ আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে যাবার কোন পথ বের করতে পার তাহলে তাতে কোন ক্রুটি করনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنٍ

হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا

এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৭) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই মিলেও যদি আমার জন্য ভাল কিছু করতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবেনা এবং তোমরা সবাই মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে চাও তাহলে তা করতেও সক্ষম হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪১। মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে।	٤١. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍ وَعُيُونٍ
৪২। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।	٤٢. وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ
৪৩। তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির	٤٣. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَا

কُنتُمْ تَعْمَلُونَ	সাথে পানাহার কর।
٤٤. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ	৪৪। এভাবে আমি সৎ কর্মপরায়ণ-দেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
٤٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ	৪৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।
٤٦. كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ	৪৬। তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী।
٤٧. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ	৪৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।
٤٨. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ	৪৮। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ 'আল্লাহর প্রতি নত হও', তারা নত হয়না।
٤٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ	৪৯। সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকার-কারীদের জন্য।
٥٠. فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ	৫০। সুতরাং তারা কোন্ কথায় এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

আল্লাহ-ভীরুদের গন্তব্যস্থল

উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকত, ফারায়েয ও ওয়াজিবাতের পাবন্দ

থাকত, আল্লাহর নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলী হতে বেঁচে থাকত, তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে থাকবে। এখানে নানা প্রকারের নাহর প্রবাহিত রয়েছে। অপর দিকে পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূম্রের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে। আর সৎ আমলকারীগণ জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুইয়ে থাকবে। তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি বিদ্যমান থাকবে, যেটা খেতে মন চাবে খেতে পারবে। কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ হয়ে যাবার আশংকা থাকবে। তারপর উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ও মনের খুশি বৃদ্ধি করার উদ্দেশে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বার বার বলবেন ঃ হে আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তবে হ্যাঁ, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য আজ বড়ই দুর্ভোগ!

বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ তোমরা পানাহার কর ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, তোমরাতো অপরাধী। সুতরাং সত্বরই এসব নি'আমাত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করতে হবে। অতঃপর পরিণামে তোমরা জাহান্নামেই যাবে। তোমাদের দুষ্কর্ম ও অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। তাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ এই অজ্ঞ অস্বীকারকারীদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে যাও, জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় এবং ওটাকে ঘৃণার চোখে দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য কিয়ামাতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এ লোকগুলো যখন এই পবিত্র কালামের আহ্বানের প্রতি ঈমান আনছেনা তখন আর কোন্ কালামের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে? (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৬)

উনত্রিশতম পারা এবং সূরা মুরসালাত -এর তাফসীর সমাপ্ত।